visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আল মদিনা প্রকাশনী প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১. তাফসীরে আমপারা
২. দালায়িলুল খায়রাত
৩. দরুদে মুক্বাদ্দাস শরীফ
৪. খাসায়িসে মোস্তফা (সা.)
৫. নেজামে মোস্তফা (সা.)
৬. শেফা শরীফ
৭. কালজয়ী তিন তাফসীর
৮. সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (রাহ.) জীবনী গ্রন্থ
৯. ফয়সালায়ে পঞ্চ মাসয়ালা
১০. ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব
১১. মা' সাবাতা বিস্ সুন্নাহ
১২. শব্দার্থে আল কুরআন (আমপারা)
১৩. আসরারুল আহকাম (শরয়ী বিধানের গূঢ় রহস্য)
১৪. শম-এ শবেস্তানে রেযা
১৫. খজিনায়ে দরূদ শরীফ
১৬. চারটি হাদিস সম্পর্কে বিভ্রান্তির নিরসন
১৭. হক বাতিলের পরিচয়
১৮. ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)
১৯. চট্টগ্রামের বার আউলিয়া জীবনী গ্রন্থ
২০. মালফুজাতে আ'লা হযরত (সম্পূর্ণ)
২১. আল আতায়াল গাউসিয়া ফিল ফতোয়ার রহমানিয়া (ফতোয়া গ্রন্থ)
২২. বাগে খলিল (১ম, ২য় খণ্ড)
২৩. বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদিস সংকলন
২৪. ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীস ও ইসলামী মনীষীদের বাণীসমূহ
২৫. মোনাজাতে মকবুল
২৬. মুকাম্মাল মজমুয়ায়ে ওজায়েফ ও মাসনুন দোয়া সমূহ
২৭. বিষয়ভিত্তিক কুরআন-হাদীস সঞ্চয়ন
২৮. নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা
২৯. জিয়ারতে রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)
৩০. ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

মালফুযাতে আ'লা হযরত

শাহজাদা আ'লা হযরত তাজেদারে আহলে সুন্নাত
মুফতি আযম মাওলানা মুস্তফা রেযা বেরলভী (রহঃ)

মালফুযাতে আ'লা হযরত

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

শাহজাদা আ'লা হযরত তাজেদারে আহলে সুন্নাত
মুফতি আযম মাওলানা মুস্তফা রেযা বেরলভী (রহঃ)

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

মালফুযাত-ই আ'লা হযরত

(কামেল)

মূল

শাহজাদা-ই আ'লা হযরত তাজেদারে আহলে সুন্নাত
মুফতি মাওলানা মোস্তফা রেযা বেরেলভী (রাহ.)

ভাষান্তর ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজামী
এম. এম, এম. এফ, বি. এ. (সম্মান) এম. এ. অল ফার্স্ট ক্লাস
অধ্যাপক : মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়

আল মদিনা প্রকাশনী
১০৫, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

◈ গ্রন্থের নাম
মালফুযাত-ই আ'লা হযরত

◈ মূল
শাহজাদা-ই আ'লা হযরত তাজেদারে আহলে সুন্নাত মুফতি মাওলানা মোস্তফা রেযা বেরীলভী (রাহ.)

◈ ভাষান্তর ও সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজামী
মোবাইল : 01818-810482

◈ গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

◈ প্রকাশকাল
১ অক্টোবর ২০১৩ ইং

◈ কম্পোজ, প্রচ্ছদ ডিজাইন ও মুদ্রণে
আল মদিনা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : 01718-387101

◈ প্রকাশনায়
আল মদিনা প্রকাশনী, ১০৫, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : 01819-513163 / 01825-384232

মূল্য : ৩২০ [তিনশত বিশ] টাকা মাত্র।

Malfuzat-e A`la Hazrat, By : Mufti Mv. Mustafa Reza Berelovi (Ra.). Translated & Edited By : Mawlana Md. Mujibur Rahman Nizami. Published By : Mohammad Eliyas, Al-Madina Prokhasoni. Price: Tk: 320/-

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

مَـوْلاَيَ صَـلِّ وَسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِمِ
مُـحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَـوْنَـيْـنِ وَالثَّـقَـلَـيْنِ
وَالْفَـرِيْـقَـيْـنِ مِنْ عَرَبٍ وَّمِنْ عَـجَمِ

Ku q t{ixe T¨x]xn K ep lxHqx
yVexl+T¨x]+ixe+ymyb T+JybT+RӘ
bxNi qxb Vp e ymy]` V pi
، ، ،-?v﴾v^-- ،

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

মালফুযাত ঃ অবস্থান ও মর্যাদা

মুহাম্মদ শিহাবুদ্দিন রজভী
সম্পাদক : সুন্নী দুনিয়া, বেরীলি

ভারত বর্ষে মালফুযাত সম্পাদন ও বিন্যাসের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। মধ্য যুগীয় ফার্সী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ মালফুযাত আকারে সংরক্ষিত। আরবীতেও মালফুযাত এর সূচনা হয়েছে। তবে উর্দু ও ফার্সীতে এ ধারা অধিক বিস্তার লাভ করেছে। মালফুযাত বিষয়ে উর্দু ও ফার্সী ভাষায় বিশটি গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তা এভাবে বুঝতে হবে যেভাবে প্রাচীন কালে বিভিন্ন লোক লিপিবদ্ধ ও বর্ণনা করতেন অনুরূপভাবে ফার্সী ও উর্দু ভাষায় বিভিন্ন কথা ও কাহিনী শ্রবণ করত: বর্ণনা করার নাম মালফুযাত হয়ে যায়। উক্ত মালফুযাত গুলোর বিশুদ্ধতা প্রায়ই বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। মালফুযাতকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করা যায়। বর্তমানে ধর্মতত্ত্ব ও মাজহাব বিষয়ক মালফুযাত রচিত হয়েছে।

আ'লা হযরত আহমদ রেজা -এর মালফুযাত ও অন্যান্য মালফুযাতের আঙ্গিতে রচিত তবে উহাতে ঘটনা প্রবাহ যেমনি আছে তেমনি আছে কাহিনী ও বর্ণনা; কুরআনের জ্যোতি, হাদিসের সম্ভার, মা'রফতের ঝলক, হাকিকতের নিরব বর্ণনা, মুজাহিদা, রিয়াজত ও ফিকহ শাস্ত্রের বিভিন্ন সমাধান। আরো আছে জ্ঞান বিজ্ঞান, তথ্য-তত্ত্বের সমাহার। যা হোক আ'লা হযরতের সমস্ত মালফুযাত ও বাণী সমূহ কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত করা যাবে। ভারত বর্ষে মালফুযাত লেখার সূচনা হয় হযরত আমির হাসান আল্লামা সনজীরির সংকলনে হযরত শাইখ নেজাম উদ্দি মাহবুব এলাহীর মালফুযাতের মাধ্যমে। তার নাম ছিলো فوائد الفؤاد (ফওয়ায়িদুল ফুয়াদ) 'সিয়ারুল আউলিয়া' গ্রন্থকার লিখেন, "দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদা, কল্যাণ ও বরকত লাভের নিমিত্ত আমির খসরু নিজের যাবতীয় লিখিত ও রচিত গ্রন্থের বিনিময়ে উক্ত মালফুযাত নেয়ার খুবই আগ্রহী ছিলেন।" শাইখুল আউলিয়া হযরত নেজাম উদ্দিন আউলিয়ার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রয়োগ ও বরকতে ভারত বর্ষের বিভিন্ন খানকাহতে মালফুযাত রচনা শুরু হয়।

মালফুযাতের অবস্থান একটি জীবনি গ্রন্থের আদলে হয়। যেখানে থাকে বিক্ষিপ্ত মনি মুক্তা। থাকে একজন বিখ্যাত অলির জীবনালেখ্য, তাঁর ইবাদতের বর্ণনা, শিক্ষা ও দর্শন, মূল্যবান উপদেশাবলী, তার বৈচিত্রময় জ্ঞান ভান্ডার ইত্যাদি মালফুযাত এ সন্নিবেশিত করা হয়।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

এ ধরনের পুস্তক রচনা ও সম্পাদনায় দু'টি মহান চরিত্র কার্যকর থাকেন। যাঁর বাণী ও উপদেশাবলী থাকে তিনি তা নিজে সম্পাদন করেন না বরং তার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ছাত্র, ফয়জ ও আশীর্বাদ পুষ্ট খলিফা প্রত্যক্ষ রূপে যা কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন তা লিপিবদ্ধ করেন।

মালফুযাতের সম্পাদনায় স্বচ্ছ আক্বিদা বিশ্বাস, ভাগ্যবান হাতের পরশ বড়ই ভূমিকা রেখেছে। মালফুযাতের সম্মানিত সংকলকগণ নিজ নিজ মুর্শিদের পবিত্র বাণী, পুতঃপবিত্র জীবনধারা, শিক্ষা ও উপদেশ যেভাবে শুনতেন সেভাবে সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার প্রণান্তকর চেষ্টা করতেন। এহেন সতর্কতার দরুণ উক্ত বাণী সমূহ পরিবর্তন থেকে নিরাপদ রয়েছে। যে বাণীসমূহ উক্ত আধ্যাত্মিক মনীষীদের মুখ থেকে সময়ে সময়ে নিঃসৃত হয়, তাঁরা বিভিন্ন মাহফিলে নিজেদের জ্ঞান ও দর্শনকে সর্ব সাধারণের জন্য বোধগম্য করতে উপদেশ দেন। নিজেদের শীষ্য ও মুরিদদের প্রশ্নের আলোকে এরূপ উত্তর দেন যা অনেক তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ হয়। তাঁদের বাণী ও জীবন চরিত দ্বারা এমন দুর্বোধ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যায় যার সমাধান ছিল আশাতীত। তাঁরা কোন আলোচনা করলে শরীয়তের নিরিখে করেন, চললে উত্তম আদর্শকে সামনে রাখেন, তাঁরা কারো সাথে কথোপকথনে লিপ্ত হলে তাঁদের কথাসমূহ ফুলের মত কুঁড়িয়ে নেয়া হতো, তারা নিজেদের শিষ্যদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিলে তা পুস্তকে পরিণত হত, মুজাহিদা ও রেয়াজত করলে সাহাবীদের মাহফিলকে স্মরণ করিয়ে দেয়, জিকির মাহফিল করলে পশু-পাখি তা শ্রবণ করার জন্য তথায় চলে আসতো, ওয়াজ নছিহত করলে মানুষের অন্তর মোমের মত গলে যেত, তারা আবেগ আপ্লুত হয়ে অঝোর ধারায় ক্রন্দন করতে থাকে। ফলে উক্ত মাহফিল আশ্চার্য এক অভিনব মাহফিলে রূপান্তরিত হয়। তাঁদের উপদেশ ও বাণীসমূহ মানুষের চিন্তা-চেতনায় এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, তারা সর্বক্ষণ প্রভুর স্মরণ ও মারফত সাগরে নিমজ্জিত থাকে। তাদের মুখ নিঃসৃত বাণী সমূহ আমাদের ভাষার উৎকর্ষ সাধনে কার্যকর সাহায্য করে, তা অধ্যয়নে পরম তৃপ্তি ও প্রশান্তি পাওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক, ঈমানী, চেতনামায়ী, চারিত্রিক শিক্ষার ঝর্ণাধারা মালফুযাত-এ দর্শনের পথের পথিকদেরকে আত্ম শুদ্ধির গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 'মালফুযাত' এ মরিচিকা ধরা অন্তরকে পরিস্কার করা হয়েছে। মৃতপ্রায় অন্তরকে উজ্জীবিত করা হয়েছে, অস্থির ও অশান্ত হৃদয়ে প্রশান্তির ছোঁয়া পাওয়া যায়, পথভ্রষ্টরা সত্যের পথ অর্জন করে, মালফুযাত-এ সিরাতুল মুস্তাকিম এর রূপরেখা আছে, 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' এর লক্ষ্যস্থল আছে, দুনিয়াবাসীকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তারা যেন নিজেদের মধ্যে উত্তম গুণাবলী সৃষ্টি করে, পূর্বসুরী

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ও উত্তর সুরীদের পথ যেন ত্যাগ না করে যেন উত্তম চরিত্রের কষ্টি পাথর হয়ে যায়। রাসূল ﷺ-এর বাণীকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে, কুরআন ঈমানের রূহ, হাদিস জীবন পাথেয়- এ গুলোর শিক্ষা যেন বিস্মৃত না হয়, ইসলামী মনীষীদের জীবনালেখ্য তাদের সামনে আছে।

মালফুযাত অধ্যয়ন দ্বারা সৎ কর্মের প্রেরণা ও কৌতুহল সৃষ্টি হয়, আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়, অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ হয়, নিজের পরিবর্তিত কর্মের সঠিক সন্ধান পায় ফলে সে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার স্মরণে বিভোর থাকে। এর গভীর অধ্যয়ন দ্বারা অনুমান করতে পারে যে, আমাদের ইসলামী মনীষীরা নিজেদের কর্ম ও জিকির দ্বারা মানুষের বাহ্যিক কর্ম সমূহকে কিভাবে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন, অপকর্ম সমূহকে কিভাবে মূলোৎপাটন করতে চেয়েছেন মানুষের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার সমূহকে কিভাবে উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন, অপকর্মের নেটওয়ার্ককে ছিন্ন করতে চেয়েছেন, উভয় চরিত্র ও সুন্দর পথ মানুষের মধ্যে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। মালফুযাত এর নিরব বর্ণনায় আপনি আধ্যাত্মিক উন্নতির পবিত্র পথ ও উন্নত সোপান পাবেন।

মালফুযাত-এ কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনেক দিক আলোকপাত হয়, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়।

মালফুযাত-এ সাধারণ মানুষের জীবনধারার সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। মালফুযাত-এ রাজা বাদশাহ ও প্রশাসকদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়, মালফুযাত-এ ইতিহাসের সন তারিখ এর সংকেত বিদ্যমান থাকে ঘটনাগুলোতে তারিখ ও সনের উদ্ধৃতি থাকে না তবে ঘটনা পরম্পরা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিকতার দিকে দৃষ্টি দিলে সঠিক তারিখ জানা যায়।

মালফুযাত এর সাহিত্যিক অবদান স্বীকৃত, সাধারণতঃ মালফুযাত এর ভাষা সহজ সরল হয়। মালফুযাত-এ ইসলামী মনীষীদের কারামত ও অলৌকিক ঘটনাবলীর আলোচনা ও থাকে যা মানুষের ধ্যান ধারণার অনেক উপরে হয়, এগুলো আধ্যাত্মিক মহা সাধকদের বিশেষ অবস্থা বরং আধ্যাত্মিকতার জীবনি শক্তি।

ইমাম আহমদ রেযা رضي الله عنه-এর ব্যক্তিত্ব সার্বজনিন ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব যিনি ছোট বড় প্রায় এক হাজার কিতাব রচনা করে সত্যের সহায়তায় মূল্যবান দায়িত্ব আদায় করেন। মোস্তফা ﷺ-এর সুউচ্চ মর্যাদা ও মহানত্ব সম্পর্কিত না'ত সমূহের প্রতিধ্বনি এখনো এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকার ঐসব শহরে শুনা যায় যেখানে উর্দু ভাষাভাষি কিছু সংখ্যক মুসলমানও আছে।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা رضي الله عنه-এর জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশাল একটি ভান্ডার হচ্ছে মালফুযাত। যেখানে তাঁর বাণী সমূহ এবং মূল্যবান উক্তি সমূহ, সংকলন করা হয়েছে। যদিও এটি ইমাম আহমদ রেযা رضي الله عنه-এর রচিত গ্রন্থ নয় তথাপি ইহা তাঁর মুখ নিঃসৃত খন্ড খন্ড মুক্তা, জ্ঞান ও হিকমতের মূল্যবান ভান্ডার। এটি মুফতি আজম মাওলানা মোস্তফা রেযা আ'লা হযরত رضي الله عنه-এর জ্ঞান বিষয়ক মাহফিল ও সেমিনারের উক্ত মূল্যবান মণিমুক্তা ও বাণী সমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং মালফুয নামে চার খন্ডে তা প্রকাশ ও প্রচার করেন। ইমাম আহমদ রেজা رضي الله عنه-এর বাণী ও মূল্যবান উপদেশ সমূহ ধারাবাহিক বর্ণনা অব্যাহত রাখতে পারেন নাই। মুফতি আজমের অত্যধিক ব্যস্ততা এ কাজ থেকে তাঁকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। একদিকে মুফতি আজম রেজভী দারুল ইফতার মুফতি ছিলেন অন্য দিকে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা رضي الله عنه-এর মুখপাত্র ও সহযোগী ছিলেন, একদিকে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনে ব্যস্ত ছিলেন অন্যদিকে শিক্ষকতার মহান পেশায় নিমগ্ন ছিলেন, একদিকে সুন্নিয়তের তাবলীগে নিয়োজিত অন্য দিকে রাসূল ﷺ-এর শত্রুদের বিপক্ষে উলঙ্গ তরবারী নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। একদিকে নবী ﷺ-এর শত্রুদের দমনে অগ্রণী ভূমিকায় অন্য দিকে জমিয়তে রেজায়ে মোস্তফার পুরোধা এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মুফতি আজমকে ধারাবাহিক মালফুয রচনায় বাঁধা সৃষ্টি করে নতুবা মালফুযাতের এই চার খন্ড না হয়ে সুন্নি জনতা মালফুযাতের বিশাল ভান্ডার দেখতে পেতেন।

হযরত মুফতি আজমের মনে এই চেতনার উদয় হলো, "অত্যন্ত আক্ষেপের কথা যে এই অতি আশ্চর্য অবস্থা সমূহ ও দূর্লভ স্থান সমূহ অলিখিত থেকে যাবে এবং এই মূল্যবান রহস্যভরা বাণীসমূহ কিছু দিন পর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।" হুযূর মুফতি আজম رضي الله عنه-এর বড়ই দয়া হচ্ছে এই যে, ইমাম আহমদ রেযা رضي الله عنه-এর বাণী সমূহকে মুসলিম জাতির মাহফিলের আলোচ্যসূচী করেছেন। কেননা প্রেমিকদের স্বাভাবিক ও সৃষ্টিগত নিয়ম হচ্ছে তারা নিজেদের পীর মুর্শিদ ও ইমামের বাণী শুনতে অত্যন্ত ব্যাকুল ও আগ্রহী হয়। বিরহ বিচ্ছেদের ব্যথা তাদের অবস্থাদি ও বাণী সমূহের আলোচনা দ্বারা প্রশমণের চেষ্টা করেন। তা ভালবাসার আধিক্য ও অবস্থানগত উন্নতি মনে করেন।

হযরত মুফতি আজম رضي الله عنه-এর বড়ই অবদান, অক্ষয় কীর্তি হচ্ছে তিনি আমরা হতভাগ্যদেরকে ইমাম আহমদ রেজা কুদ্দিসা সিররুহুর মাহফিলে বসার ব্যবস্থা করে দেন। অস্থির হৃদয়ে প্রশান্তি অর্জিত হলো, ব্যাকুল আত্মায় শান্তি এল। এ জন্য যে, বিচ্ছেদের তীরের আঘাতের জন্য আলাপচারিতার চেয়ে

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তম কোন চিকিৎসা নেই। বিচ্ছেদের কয়লার দাহ কমানোর জন্য এই কথোপকথনের চাইতে উত্তম কোন ব্যবস্থাপত্র নেই।

মালফুয সংকলক মুফতি আজম কুদ্দিসা সিররুহুর বর্ণনা ভঙ্গি হচ্ছে এই যে, তিনি মজলিশে বসা কোন প্রশ্নকর্তার প্রশ্নকে 'আরজ' এবং আ'লা হযরতের উত্তরকে 'এরশাদ' রূপে বর্ণনা করেছেন যেহেতু প্রশ্নের মধ্যে বিষয় ভিত্তিক ধারাবাহিকতা নেই এবং যেহেতু আ'লা হযরতের বাণী সমূহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্যা শাখা প্রশাখা সম্বলিত এবং রঙ বেরঙের অসংখ্য ফুল নিয়ে গাঁথা মালার মত। মালফুযের গুরুত্ব এই জন্য ও অত্যাধিক বেশী যে, সেখানে আউলিয়া কেরামের দর্শনও পাওয়া যাবে আলেমদের জ্ঞান গর্ভ অভিমতও, ঐতিহাসিকদের গবেষণা যেমন পাওয়া যাবে পর্যটকদের পর্যটনও, ফিকহবীদদের ব্যুৎপত্তি যেমন আছে হাদিস বিশারদদের হাদিসের বর্ণনাও আছে। সংস্কারকদের কৃতিত্ব যেমন আছে অনুসারীদের জীবন পরিক্রমাও আছে। অন্যান্য মালফুযাত থেকে আ'লা হযরতের মালফুযাত এ জন্য ভিন্ন যে, মুফতি আজম এমন রচনা শৈলীতে তা সংকলন করেন পাঠের সময় মনে হবে, প্রশ্নকারী প্রশ্ন করছে আ'লা হযরত তার উত্তর দিচ্ছেন পাঠক যেন আ'লা হযরতের মজলিসে বসে তা অনুভব করছে।

মালফুযাত অধ্যয়নকারীদের নিকট অস্পষ্ট নয় যে তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঢেউ তরঙ্গায়িত হয়ে কূলে আছড়ে পড়ছে। এ মালফুযাত এমন পুতঃপবিত্র ব্যক্তির যিনি পলকে দুর্বোধ্য মাসয়ালা সমূহ সমাধান করেছেন। ইমাম আহমদ রেযা [illegible]-এর দৈহিক অবয়ব, তাঁর চরিত্র, কথাবার্তা, বৃদ্ধি তথা প্রতিপালিত হওয়া, তাঁর প্রতিটি কর্ম মহান প্রভুর একটি রহস্যময় এ্যালবাম এবং জীবন্ত ছবি। সংকলকের একান্ত আগ্রহ ছিলো মালফুযাতের ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকবে, তাঁর আরো উপলব্ধি ছিলো যে, আগামী দিনের নতুন প্রজন্মকে শক্ত ভিতের উপর গঠন করতে হবে। নতুন প্রজন্মের মগজ ধোলাই তখন সম্ভব হবে যখন তারা নিজেদের পূর্বসুরীদের বাণী ও কর্ম গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে এবং তাদের অন্তরেও হৃদয়ে পূর্বসুরী ও উত্তর সুরীদের কৃতিত্ব ও দক্ষতা গ্রথিত করে দেয়া যাবে।

মালফুযাত অধ্যয়নে বুঝা যায় আ'লা হযরত যেন বাহরুল উলুম (জ্ঞানের সমুদ্র)। উপস্থিতদের যে কেউ কোন প্রশ্ন করা মাত্রই তিনি উত্তর দিতেন। এমন উত্তর দিতেন প্রশ্নকারী নিশ্চুপ ও আশ্বস্ত হয়ে যেত, তার যাবতীয় প্রশ্ন নিমিষেই সমাধান হয়ে গেল। তাঁর স্মৃতি শক্তি এত প্রখর ছিলো যে, সমুদয় জ্ঞানের তিনি যেন ধারক ও বাহক। দলিলের প্রয়োজন হলে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের নাম

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উদ্ধৃতিসহ পেশ করতেন। প্রশ্নকারী নির্বাক হয়ে শুনতে থাকতেন। অশ্লীল ব্যক্তির মন্দ বর্ণনার একটি হাদিস প্রসঙ্গক্রমে আসে তখন কিতাব না দেখে বলা শুরু করেন এ হাদিসটি ইমাম আবু বকর ইবনে আবুদ দুনইয়া কিতাবু জম্মিল গীবত-এ, ইমাম তিরমিজি নওয়াদেরুল উসুলে, হাকিম কামিল-এ, তাবারানী মু'জম কবির-এ, বায়হাকী, সুন্নানে কুবরায়, খতিব তারিখে, আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। মালফুযাত-এ এ জাতীয় অনেক উপমা আছে।

সংকলকের জীবন বৃত্তান্তঃ শাহজাদা-ই আ'লা হযরত, তাজেদারে আহলে সুন্নাত মুফতি আজম মাওলানা মোস্তফা রেযা কুদ্দিসা সিররুহু ২২ জিলহজ্ব ১৩১০ হিজরি মোতাবেক ৭ জুলাই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সম্মানিত পিতা আ'লা হযরত আহমদ রেজা খান কুদ্দিসা সিররুহু ও বড় ভাই মাওলানা হামেদ রেজা খান কুদ্দিসা সিররুহু থেকে শিক্ষা লাভ করেন, শাহ সৈয়দ আবুল হোসাইন নুরীর পবিত্র হাতে ২৫ জুমাদাস সানি ১৩১১ হিজরি সালে বায়আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে খেলাফত লাভ করেন। তিনি ১৩২৮ হিজরি মোতাবেক ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা শেষ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৪৪টি। তন্মধ্যে মালফুযাত-ই আ'লা হযরত একটি। ১৪০২ হিজরি মোতাবেক ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

অনুবাদকের আরজ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মাবাদ!

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যাঁর অপার কৃপায় ১৪০০ শতাব্দীতে আ'লা হযরত সুন্নীয়তের কান্ডারী রূপে আগমন করেন। শতকোটি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দিশারী, জগত সমূহের রহমত হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর যাঁর আদর্শের অনুসরণে সাহাবাগণ থেকে শুরু করে অসংখ্য মুসলিম মনীষী পথহারা মুসলমানদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিমের সন্ধান দিয়েছেন। সেই আন্তর্জাতিক মনীষীদের মধ্যে আ'লা হযরত আহমদ রেযা খাঁন ও মুফতি আজম মোস্তফা রেযা খাঁন উল্লেখযোগ্য। লাখো সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সাহাবা, তাবেয়ী, তবে তাবেয়ী সহ সমুদয় মুজতাহিদ ইমামগণের উপর যাদের ক্ষুরধার লেখনীর সুবাধে অগণিত মানুষ হেদায়ত হয়েছে। মালফুযাত-ই আ'লা হযরত যুগোপযোগী একটি রচনা ও সংকলন। যা শাহজাদা-ই আ'লা হযরতের অক্ষয় কীর্তি। ১৩৩৮ হিজরি সালে মুফতি আজম মাওলানা মোস্তফা রেযা কুদ্দিসা সিররুহু সংকলন করেন। যাতে ধর্ম, দর্শন, ফিকহ, তাফসীর, উসুল, হাদিস, বালাগাত, মানতিক সহ প্রায় অসংখ্য বিষয়ের আলোকে আ'লা হযরত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। উক্ত সংকলনটি উর্দু ভাষায় রচিত বিধায় বাংলা ভাষাভাষী কোটি কোটি সুন্নি মুসলিম জনতা তা দ্বারা উপকৃত হতে পারছে না। অথচ আ'লা হযরতকে না জানলে সুন্নী মতাদর্শ জানা হবে না। আ'লা হযরতের মুখ নিঃসৃত বাণী না শুনলে সুন্নী দর্শন অজানাই থেকে যাবে। আ'লা হযরতের গোলামী করার বাসনা দীর্ঘদিন থেকে আমার অন্তরে ছিল। কিভাবে করব তার কোন উপায় পাচ্ছিলাম। সময়ের সাথে সাথে এই বাসনা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল। এভাবে জীবনের অনেক মূল্যবান সময় অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। অবশেষে মালফুযাত-ই আ'লা হযরত আমার হস্তগত হয়। এটি পড়ে সিদ্ধান্ত নিলাম এটির বাংলা অনুবাদ করব। তবে অনুবাদের মত কঠিন কাজ আমার পক্ষে কিভাবে সম্ভব! এক পা সামনে গিয়ে দু'পা পিছনে যাই। এভাবেও অনেক সময় অতীত হয়। অবশেষে অনুবাদের কাজে হাত দিই। তবে উর্দু ভাষার পরিভাষা বাংলা ভাষায় হুবহু অনুবাদ আদৌ সম্ভব নয়। তদুপরি আ'লা হযরতের মত কলম সম্রাটের ভাষা, মনোভাব, রচনাশৈলী বুঝা বড়ই দুস্কর। আ'লা হযরতের রূহানী তজল্লীর উপর ভরসা করতঃ অনুবাদের কাজ চালিয়ে যাই। আমার মত অধম, অযোগ্য ও অপরিপক্কের জন্য শুদ্ধ অনুবাদ করার

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

প্রশ্নই আসেনা। তবে আমার পরম শান্তনা হচ্ছে আ'লা হযরতের গোলামীর প্রচেষ্টা। বিজ্ঞ অভিজ্ঞ পাঠক সমাজের কাছে কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হলে এই অপরিপক্ক অধমকে জানালে সংশোধনের শত প্রতিশ্রুতি রইল। প্রুপ দেখার কাজে আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন আমার সতীর্থ আরবী প্রভাষক মাওলানা আশরাফুজ্জমান, স্নেহাস্পদ ছাত্র মুহাম্মদ ফারুক হোসেন (ফাযিল ২য় বর্ষ) ও মুহাম্মদ শওকত ওসমান (ফাযিল ১ম বর্ষ)। প্রকাশনা ও পরিবেশনার দায়িত্ব নেয় আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র আল মদিনা প্রকাশনীর সত্ত্বাধিকারী মুহাম্মদ ইলিয়াছ।

পাঠক সমাজের কাছে বিনীত আবেদন তাঁরা যেন অধমকে তাদের মূল্যবান দোয়ায় শরীক করেন।

বিনীত

মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজামী

Ku q t{xe T¨x]xn K ep lxHqx
lL+T¨x]+ixe+ymybT+JybT+R
bxNi qxb Vp e ymy]` Vpi

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

সূচীপত্র

[প্রথম খণ্ড]

১. ইল্‌ম বাতিনের স্তর সমূহ # ১
২. কল্‌ব জারির পরিচয় # ১
৩. সফরের জন্য কোন দিন উত্তম, শনিবার দিনের ফযিলত ও গুরুত্ব # ৩
৪. ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আবু বকরের বয়স # ৩
৫. হুযুর ﷺ ও খোলাফা-ই-রাশিদার বয়স প্রায়ই সমান # ৩
৬. ইসলাম পূর্ব সিদ্দিক আকবরের মাযহাব ও শৈশবের ঘটনা # ৪
৭. অদৃশ্য থেকে হযরত আবু বকর এর জন্মের সু-সংবাদস # ৪
৮. শাইখাইন رضي الله عنه-এর শ্রেষ্ঠত্ব # ৪
৯. আবু বকর رضي الله عنه-এর ফযিলত # ৪
১০. ধোপার খানা পাক # ৫
১১. অশ্লীল মহিলার খাবারের হুকুম # ৫
১২. রুকু সিজদায় অবস্থানের পরিমাণ ও তা'দিলের শরয়ী হুকুম # ৬
১৩. প্রত্যেক সম্ভাব্য জিনিস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় # ৬
১৪. জ্বীন ও পরীর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া # ৬
১৫. শরয়ী কারণ ব্যতীত বায়আত পরিবর্তন করা নিষেধ # ৬
১৬. হযরত মাহবুবে এলাহী এবং তিনজন কলন্দরের ঘটনা # ৭
১৭. ইল্‌ম নাফি' (উপকারী জ্ঞান) কি? # ৮
১৮. বোধ সম্পন্ন শিশুর সামনে সহবাস করার শরয়ী হুকুম # ৮
১৯. বর্ণনা করার শর্ত কেন বৃদ্ধি করা হয় # ৮
২০. তারিখ ও দিনের শুরু ও শেষের চারটি পন্থা # ৯
২১. গাভীর গোস্তের বৈশিষ্ট্য হিন্দুস্থানে, গাভী কুরবানী শিয়ারে ইসলাম # ৯
২২. যা রাখা ওয়াজিব # ১০
২৩. লিডারদের খন্ডন # ১০
২৪. একটি অত্যন্ত উপকারী দোয়া ও তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা # ১০
২৫. স্বর্দি, খস পাঁচড়া ও চোখের রোগকে খারাপ মনে করো না # ১১
২৬. নবীর বাণী সত্য ডাক্তারের রোগ নির্ণয় সঠিক নয় # ১২
২৭. প্লেগ রোগের মূল কি? # ১২
২৮. হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ ইয়ামেনীর শাহজাদা মাতৃগর্ভের অলি ছিলেন #১৩
২৯. অগ্নিদগ্ধরা শহীদ # ১৪

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

৩০. 'মুহাম্মদ' নাম রাখার ফযিলত # ১৪
৩১. জুতা পরে নামায পড়ার হুকুম # ১৫
৩২. কিছু হুকুম প্রথা ও জনকল্যাণমূলক দ্বারা পরিবর্তন হয় # ১৫
৩৩. কিয়াম ফরয, অপারগতা ব্যতীত রহিত হয় না # ১৫
৩৪. রেল গাড়িতে নামায পড়ার পন্থা # ১৫
৩৫. কেবলার দিক থেকে উত্তর দক্ষিণে কী পরিমাণ ঝুকা নামায নষ্ট করে না # ১৬
৩৬. শরয়ী হুকুমে অজ্ঞতা অপারগতা নয়, কেননা অজ্ঞতা স্বয়ং একটি পাপ # ১৬
৩৭. যদি সংখ্যা জানা না হয় তাহলে ঐ পরিমাণ নামায আদায় করবে বা পুনরায় পড়বে যে ধারণা হয়ে যাবে এখন আর বাকী থাকতে পারে না # ১৬
৩৮. মানুষের কপাল ধনুকের মত হওয়ার সুবিধা # ১৬
৩৯. 'দিক নির্ণয় যন্ত্র যদি ডান কাঁধে নেয়া হয়, দিক নির্ণয় যন্ত্রের সামঞ্জস্যশীল দিকটি কেবলা' গবেষণালব্ধ কথা নয় # ১৬
৪০. মহিলাদের নামাযে কী পরিমাণ দেহ আবৃত করা দরকার # ১৭
৪১. অদৃশ্য জ্ঞানের উপর একটি মূল্যবান তকরীর ওয়াহাবীদের ভ্রান্ত ধারণার চিকিৎসা # ১৭
৪২. 'নস' সমূহে প্রয়োজন ছাড়া তাভীল বাতিল ও শ্রুত নয় # ১৮
৪৩. আউলিয়াদের জ্ঞান # ১৯
৪৪. লওহে মাহফুজের হাকিকত # ২০
৪৫. যোহরের সময়ের বিশ্লেষণ # ২১
৪৬. যোহরের সময়ে বিলম্ব মুস্তাহাব # ২৩
৪৭. যোহরকে ঠান্ডা করে পড়, উষ্ণতা জাহান্নামের শ্বাস # ২৩
৪৮. দুটি অভিমত যদি মতানৈক্য পূর্ণ হয় এবং উভয়ের উপর ফতোয়া তাহলে ইমামের অভিমতের উপর আমল করা হবে # ২৪
৪৯. উভয় হেরেম শরীফে আসর নামায হানাফী মুসাল্লায় 'দ্বিতীয় গুণে' হয় # ২৫
৫০. ইমামের কথার প্রাধান্য যারা বিশ্বাসী তারা নফলের নিয়তে শরীক হবে দ্বিতীয় গুণের পর আসর পড়ে নেবে # ২৬
৫১. জুমা যদি সূর্য ঢলার সময় পড়া না হয় তার উপর একটি সন্দেহের নিরসন # ২৬
৫২. হাভী গ্রন্থকার ইউসুফী মাযহাবের লোক # ২৬
৫৩. ই'তেকাফকারীর জন্য মসজিদে আহার পানাহার জায়েয নেই # ২৬
৫৪. ই'তেকাফের উপকারিতা # ২৬
৫৫. রোজা রাখো, সুস্থ হয়ে যাবে # ২৬

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

৫৬. হজ্ব করো, ধনী হয়ে যাবে # ২৭
৫৭. সওদীর একটি কবিতার উদ্দেশ্য # ২৭
৫৮. কুফর দু'প্রকার: কুফর জায়িল, কুফর সকবিত # ২৭
৫৯. যে লোক দোদুল্যমান তার সাথে কোমল ব্যবহার করা হবে # ২৮
৬০. কাফের ও মুনাফিকের সাথে কঠোর ব্যবহার কর # ৩০
৬১. করজ আহসনের উপকারিতা # ৩১
৬২. কিয়ামতের দিন কে কে অন্যের শাফায়াত করবে # ৩১
৬৩. হুযূর ﷺ-এর পবিত্র নাম সমূহ # ৩২
৬৪. তাওরাত, জবুর এবং ইঞ্জিলের পরিবর্তন সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত হুযূর ﷺ-এর প্রশংসা সম্পর্কে অনেক আয়াত বিদ্যমান # ৩২
৬৫. দেওবন্দীদের অপবাদ- 'প্রভুর জ্ঞান ও নবীর জ্ঞান সমান' # ৩৩
৬৬. সদকার জন্ত্ত যবেহ ব্যতীত দরিদ্রদেরকে প্রদান করা # ৩৩
৬৭. আকিকার গোস্ত সবাই খেতে পারে # ৩৪
৬৮. মুহররম ও সফরে বিবাহ নিষেধ নয় # ৩৪
৬৯. ইদ্দতকালীন বিবাহের প্রস্তাব দেয়া ও হারাম # ৩৪
৭০. ইদ্দতকালীন যে বিবাহ পড়ায় এবং মজলিশে যারা শরীক হয় তাদের হুকুম # ৩৪
৭১. মহিলা মহরে মু'আজ্জল যখন চায় দাবি করতে পারে; অবাধ্য না হলে ভরণ পোষণের ও হকদার # ৩৪
৭২. জরিমানা লওয়া হারাম # ৩৪
৭৩. ওকিলের সাথে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই # ৩৫
৭৪. এটি ভীষণ ভুল যে "ওকিল একজন বিবাহ পড়াবে অন্যজন # ৩৫
৭৫. 'জাহির রেওয়ায়ত' অনুযায়ী বিবাহের ওকিল অন্যজনকে ওকিল বানাতে পারে না # ৩৫
৭৬. ফুল দিয়ে সাজসজ্জা জায়েয # ৩৬
৭৭. বাসর রাতের পর ওলিমা জায়েয # ৩৬
৭৮. মুস্তাহাব বর্জনকারী পাপী নয় # ৩৬
৭৯. একটি আকর্ষনীয় কথোপকথন # ৩৭
৮০. মুনাফেকদের সাথে মেলা মেশার প্রতিবাদ # ৩৭
৮১. কাফেরদের মন্দ না বলার প্রতিবাদ # ৩৭
৮২. কুফুরী কথা বার্তা যারা বলে তারা মুসলমানদের ভাই নয় # ৩৮
৮৩. পথভ্রষ্ট বলতে না পারার প্রতিবাদ # ৩৮
৮৪. 'দাড়ি মুন্ডানো' হারাম মনে করলে ফাসেক, পথভ্রষ্ট নয় # ৩৮

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

৮৫. হাদিসের খেদমত কুফুরী কথাবার্তাকে কুফুরী ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারবে না # ৩৯
৮৬. 'আবদুল মোস্তফা' বলার উপর আপত্তির খন্ডন # ৩৯
৮৭. ফাজের (অশ্লীল ব্যক্তি) কে মন্দ বলা থেকে বেঁচে থেকো না বরং মন্দ বলো যাতে মানুষ তাকে চেনে # ৩৯
৮৮. খারাপ আক্বিদা খারাপ আমল থেকে নিকৃষ্টতর # ৪০
৮৯. একটি সন্দেহ নিরসন # ৪০
৯০. শরীয়তের বাধ্যতামূলক আহকাম ইচ্ছাধীন আহকাম থেকে পৃথক # ৪৫
৯১. আল্লাহর সাথে কলবের হেফাজত বড় ফরজের অন্তর্ভূক্ত # ৪৫
৯২. ওয়াহদাতু ওয়াজুদের অর্থ # ৪৬
৯৩. ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের একটি দৃষ্টান্ত # ৪৬
৯৪. সান্নিধ্য প্রাপ্তের আল্লাহই দৃষ্টি গোচর হয় # ৪৬
৯৫. ওয়াহদাতুশ শুহুদ'র উপর কয়েকটি সন্দেহের উত্তর # ৪৭
৯৬. সৃষ্টির ছায়া আল্লাহ হওয়ার সন্দেহের অপনোদন # ৪৮
৯৭. আল্লাহর দিদার হবে তবে পদ্ধতি বিহীন # ৪৮
৯৮. চৌধুরীর মিমাংসার হক নির্ধারণ করা জায়েয নেই # ৪৯
৯৯. একটি সন্দেহের নিরসন # ৪৯
১০০. ঘুষ হারাম, দাতা ও গ্রহীতা দোষী # ৪৯
১০১. মুর্খরা ঘুষকে ও নিজেদের হক বলে এটি কুফুরী # ৪৯
১০২. স্পষ্ট ইঙ্গিতের উর্ধ্বে # ৪৯
১০৩. যথা সম্ভব মুসলিমের অবস্থা সঙ্গত কাজে ধরে নেয়া ওয়াজিব # ৪৯
১০৪. কোন শপথের কাফ্ফারা দিতে হয় # ৫০
১০৫. আউলিয়াদের অদৃশ্য জ্ঞান # ৫০
১০৬. তাজেদারে মদিনা ﷺ-এর দিদারের সহজ আমল # ৫১
১০৭. নামায ঐ ভুল দ্বারা নষ্ট হবে যা দ্বারা অর্থ নষ্ট হবে # ৫১
১০৮. নামাযে উচ্চ শব্দে বিসমিল্লাহর হুকুম # ৫২
১০৯. এক মসজিদের আসবাব পত্র অন্য মসজিদে নিয়ে যাওয়া জায়েয নেই # ৫২
১১০. জীবিত অবস্থায় কবর তৈরী করা জায়েয নেই অবশ্যই কফন তৈরী করা জায়েয # ৫২
১১১. পাগড়ীর ফযিলত # ৫২
১১২. প্রত্যেক রোগ মুসলমানের গুণাহর কাফ্ফারা বিশেষত জ্বর # ৫২
১১৩. ওয়াহাবীদের সূচনা # ৫৩
১১৪. হযরত আলীর কিছু অদৃশ্য জ্ঞান ৫৩

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

১১৫. সর্বপ্রথম ওয়াহাবীদের হত্যার হুকুম রসূলের দরবার থেকে # ৫৩
১১৬. কোরবানীর চামড়া মাদরাসা সমূহে দেয়া যেতে পারে # ৫৭
১১৭. যাকাত, ওয়াজিব সদকা মাদরাসা সমূহে কিভাবে খরচ হবে # ৫৭
১১৮. সফরে 'কুরআন শরীফের বাক্সকে নিচে রাখো না # ৫৮
১১৯. আসরের সময়ে কখন মাকরূহ আসে # ৫৮
১২০. মাসয়ালা-ই-ক্বেরাত # ৫৮
১২১. ক্বাজা নামায সমূহ তাড়াতাড়ি আদায় করা আবশ্যক # ৫৮
১২২. যতক্ষণ দায়িত্বে ফরয রয়ে যায় নফল কবুল হয় না # ৫৯
১২৩. ক্বাজা নামায সমূহের নিয়তের পন্থা # ৫৯
১২৪. নামায সমূহ তাড়াতাড়ি আদায়ের নিয়ম # ৫৯
১২৫. ক্বাজা নামায গোপনে আদায় করবে # ৫৯
১২৬. সূর্যোদয়ের বিশ মিনিট পর এবং অস্ত যাওয়ার বিশ মিনিট পূর্বে নামায পড়বে # ৬০
১২৭. যার উপর ক্বাজা নামায অথবা রোজা ছিলো, সে নিজ প্রয়োজনীয় কাজ ব্যতীত অন্য সময়ে আদায় করা শুরু করে অথবা হজ্বের ইচ্ছায় চলন কিছুদূর যাওয়ার পর মৃত্যু এসে যায় তাহলে তার সকল নামায, রোজা, হজ্ব আদায় হয়ে গেল # ৬০
১২৮. আম্বিয়া, আউলিয়াদের ঈসালে সওয়াবের কী প্রয়োজন? আপত্তির খন্ডন # ৬১
১২৯. চিন্তা দুর হওয়ার পরীক্ষিত আমল # ৬২
১৩০. রিজিকে বরকত লাভের দোয়া # ৬২
১৩১. মিসরের মিনারা সমূহের ইতিহাস, নুহ আলাইহিস সালাম-এর তুফানের বর্ণনা # ৬২
১৩২. তুফানের পর নুহ আলাইহিস সালাম কোন্ শহরে বসবাস করেন # ৬২
১৩৩. মিসরের মিনারা সম্পর্কে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইরশাদ # ৬২
১৩৪. মিসরের মিনারা সমূহ আদম সৃষ্টির পূর্বে # ৬২
১৩৫. হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর জন্মকাল # ৬২
১৩৬. হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে জ্বিনরা কত সময় জমিনে ছিল # ৬২
১৩৭. নুহ আলাইহিস সালাম-এর বংশ সমগ্র দুনিয়াতে # ৬২
১৩৮. হযরত নূহ আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে কত সময় ছিলো # ৬২
১৩৯. আম্বিয়ার উপর হজ্ব ফরজ কী না # ৬২
১৪০. গাদার ও গুরুরের মধ্যে পার্থক্য # ৬৩
১৪১. ব্যভিচারের প্রমাণ কোন ধরণের সাক্ষী দ্বারা হবে # ৬৩
১৪২. রসূলের যুগে ব্যভিচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই #৬৩
১৪৩. হজ্ব ও কিয়ামের পার্থক্য # ৬৩

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

১৪৪. কার জানাযার নামায পড়া যাবে কার পড়া যাবে না # ৬৪
১৪৫. ওয়াহাবী ইত্যাদিদের এরূপ জানার পর নামায পড়া কুফুরী # ৬৪
১৪৬. খুতবা মিম্বরের উপর সুন্নাত, অন্য স্থানে পড়লে নামায হয়ে যাবে # ৬৪
১৪৭. নামাযীর আগে বের হওয়ার জন্য কত দূরত্ব দরকার # ৬৪
১৪৮. মসজিদে হারামে নামাযীর আগে তাওয়াফ জায়েয # ৬৫
১৪৯. যদি একাকি নামায পড়ে ঘরে হোক কিংবা মসজিদে অন্যকে বলার জন্য যে, 'আমি নামাযে'-নামাযে কী করবে # ৬৫
১৫০. মিথ্যা নবী দাবীদারের কাছে কখন মু'যিজা চাওয়া হবে কখন চাওয়া হবে না # ৬৫
১৫১. তর্ক বিতর্কে পরাজিত হলে অন্যের মজহাব গ্রহণ করার হুকুম # ৬৫
১৫২. লিখিত মুনাজারার উপকারিতা # ৬৫
১৫৩. ওয়াহাবী ইত্যাদির সাথে প্রশাখা মূলক মসয়ালায় তর্ক না করা উচিৎ # ৬৫
১৫৪. বিদায়ের সময় 'মুসাফাহার বিরোধীতা নয় # ৬৬
১৫৫. জুমা, দুই ঈদ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর মুসাফাহার হুকুম # ৬৬
১৫৬. আযানে কোন্ সময় মুখ ফিরাতে পারে কোন্ সময় পারে না # ৬৬
১৫৭. 'খুতবা' শুনার সময় আল্লা জালালুহু অথবা পবিত্র দরূদ পড়ার হুকুম # ৬৭
১৫৮. কবিরা ও সগিরা গুণাহর পার্থক্য # ৬৭
১৫৯. কোন মহিলারা অ মুহররমদের কাছে যেতে পারে # ৬৭
১৬০. মুসলমান করার নিয়ম # ৬৭
১৬১. কুমন্ত্রণা দূর করার নিয়ম # ৬৮
১৬২. লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায ও রোজার ফরয আদায় হবে তবে কবুল হবে না # ৬৮
১৬৩. তাবারাকা'র উপকারিতা, 'তাবারাকা' জীবনে ও করতে পারে # ৬৮
১৬৪. কলেমা তৈয়্যিবা পড়া উভয়ের জন্য মুক্তির মাধ্যম, সওয়াব সমস্ত জীবিত ও মৃত মুসলমানদের রূহ সমূহে পৌঁছতে পারে # ৬৮
১৬৫. আযাব রূহ ও দেহ উভয়ের উপর হবে # ৬৯
১৬৬. প্রত্যেক মানুষের সাথে রূহ আছে, মুসলমান ও কাফেরের রূহের ঠিকানা # ৬৯
১৬৭. মৃত্যুর পর রূহের অনুভূতি বৃদ্ধি পায় # ৬৯
১৬৮. কবর খননের সময় মৃতের হাঁড় পাওয়া গেলে কী করবে # ৭০
১৬৯. দাড়ি মুন্ডানো ও ছোট করে রাখতে থাকা কবিরা গুণাহ # ৭০
১৭০. মতবাদ খন্ডন ও ফতোয়া দেয়া কিতাব পড়ে নেয়ার দ্বারা হয় না কোন বিষয় বিশারদের সান্নিধ্যে যতক্ষণ থাকবে না # ৭১
১৭১. আত্ম প্রশংসা যায়েজ নেই তবে প্রয়োজন বোধে # ৭১

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

১৭২. সময়ের জ্ঞান ফরজে কেফায়ার# ৭১
১৭৩. শিক্ষকের আদব # ৭১
১৭৪. আহলে বায়তের তা'জিম # ৭২
১৭৫. হারুনুর রশিদের অন্তরে ইমামদের সম্মান # ৭৪
১৭৬. প্রত্যেক সিজদায় আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জিত হয় # ৭৫
১৭৭. আবু জাহল ও কিছু কাফেরের আলোচনা #৭৫
১৭৮. মসজিদে কাপড় সেলাই করা # ৭৬
১৭৯. আহার করার সুন্নাতী পন্থা # ৭৬
১৮০. সূরা ফাতিহায় ঐসব কিছু আছে যা ত্রিশ পারায় আছে # ৭৬
১৮১. কুরআন আজিমের পারা সাহাবাদের যুগে হয় নাই # ৭৭
১৮২. আহযাব, আ'শার রাসূলের যুগ থেকে # ৭৭
১৮৩. হযরত বখতেয়ার কাকী কাওয়ালীদের উপর অসন্তুষ্ট হওয়া # ৭৮
১৮৪. 'কাকী' শব্দের রহস্য উদঘাটন # ৭৮
১৮৫. ইসমাঈল দেহলভীর ধোকা এবং মাওলানা ফজল রাসূলের কশফ # ৭৯
১৮৬. ওয়াহাবীদের মাহফিলে অংশ গ্রহণ হারাম # ৭৯
১৮৭. মাওলানা নুর মুহাম্মদ ফরঙ্গী মহল্লী উজির জাদাহকে রাফেজী হওয়ার কারণে সালামের উত্তর দেয় নাই # ৭৯
১৮৮. রাফেজী বাদশাহ আলেমদের আদব করতেন # ৮০
১৮৯. ইলম যায়িজা ইলম জাফরের শাখা # ৮০
১৯০. হুযুর আকদাস ﷺ-এর জিয়ারত # ৮১
১৯১. আউলিয়াদের মাজারে উপস্থিতির তরিকা # ৮১
১৯২. জনৈক অলি নিজ কন্যাকে কুরআন তেলাওয়াত, মাজারে উপস্থিত হওয়ার তাকিদ ও রহমত তালাশ করার জন্য বলা # ৮১
১৯৩. একজন মা স্বপ্নে নিজ সন্তান থেকে উত্তম কাফন চাওয়া # ৮২
১৯৪. জনৈক সাহাবীর কফনে একটি তাহবন্দ অতিরিক্ত চলে যাওয়া, নিজ ছেলেকে স্বপ্নযোগে তা ফিরিয়ে দেওয়া # ৮২
১৯৫. একটি ঘটনা # ৮২
১৯৬. স্ত্রী বাচক শব্দ বা সর্বনাম ভুলবশত: বের হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে # ৮২
১৯৭. শীতের কারণে কাপড়ের ভেতর দোয়ার জন্য হাত উঠানোর বিধান # ৮৩
১৯৮. দোয়া কবুল হওয়ার সদা আশা রাখ # ৮৩
১৯৯. দোয়া প্রার্থনা যারা করে না তাদের বিধান # ৮৩
২০০. প্রথম কাতারে নামাযের বিধান # ৮৩

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

২০১. হযরত জুনাইদের প্রস্রাব দ্বারা একজন খ্রীষ্টানের হেদায়াত # ৮৩
২০২. সৈয়দুত তায়িফার দূর দৃষ্টি দ্বারা খ্রীষ্টানের মুসলমান হওয়া # ৮৩
২০৩. মুজাহিদার অর্থ # ৮৪
২০৪. বুজুর্গদের মুজাহিদার বর্ণনা # ৮৪
২০৫. প্রবৃত্তি ও শয়তানী কুমন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্য # ৮৪
২০৬. যদি চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোন রোগ কম ও চলে না যায় তাহলে তা করাতে হবে # ৮৪
২০৭. জীব্রাঈল আমিন হাজত রওয়া # ৮৫
২০৮. মকবুল বান্দার হাজত দেরীতে ও ফাসেকের তড়িঘড়ি হয় এভাবে কেন # ৮৫
২০৯. খেলাফতের জন্য কুরাইশী হওয়া অকাট্য ও ঐক্যমত # ৮৬
২১০. খেলাফতে রাশেদা কাকে বলে? # ৮৬
২১১. কিয়ামত ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাব কবে হবে? # ৮৭
২১২. কিয়ামতের জ্ঞান হুযুর ﷺ-এর ছিলো # ৮৭
২১৩. ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ১৯০০ হিজরিতে হবে, ১৮৩৭ হিজরিতে কোন ইসলামী রাজ্য থাকবে না # ৮৭
২১৪. হাদিসের আলোকে দুনিয়ার বয়স ১৫০০ বছর # ৮৯
২১৫. হযরত মুহিউদ্দীন শাইখে আকবরের কশফ # ৮৯
২১৬. পুজা ও পার্বনের মিষ্টির বিধান # ৮৯
২১৭. নামাযে কফ আসলে কী করবে # ৮৯
২১৮. واما السائل فلا تنهر এর ব্যাখ্যা # ৯০
২১৯. আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের প্রেমিকদের প্রতি ভালবাসা ও শত্রুদের সাথে শত্রুতামি ব্যতীত কোন ইবাদত কবুল হবে না # ৯০
২২০. কাফেরকে সামান্যত সাহায্য করা দ্বারা ও গ্রহণযোগ্যতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় # ৯০
২২১. জুনাইদ বাগদাদী ও সত্যিকার মুরিদের সমুদ্র পার হওয়ার ঘটনা # ৯১
২২২. সমুদ্রের উপর আউলিয়াদের রাজত্ব # ৯১
২২৩. না ওয়াহাবীর নামায নামায, না তাদের জামাত জামাত # ৯২
২২৪. কাফের ও ধর্ম ত্যাগীর তৈরী মসজিদ মসজিদ নয় # ৯২
২২৫. ওয়াহাবীর আযান আযান নয় # ৯২
২২৬. হুযুর ঐসব কাফেরদের সাথে কোমল ব্যবহার করতেন যারা প্রত্যাবর্তনকারী ছিলো নতুবা কাফের ও ধর্মান্তরিতদের প্রতি সর্বদা কঠোরতা করতেন # ৯২
২২৭. মুসলমানদের প্রতি নছিহত # ৯২

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

২২৮. প্রকৃত সভ্যতার খোঁজ খবর # ৯২
২২৯. কেবলমাত্র সতর খুলে যাওয়ার দরুণ অথবা দেখার দরুণ অজু নষ্ট হয় না # ৯৬
২৩০. ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ # ৯৭
২৩১. ইসমাইল দেহলভী ইয়াজিদের মত, রশিদ আহমদ, আশরাফ আলী খলিল আহমদের কুফুরীতে সন্দেহকারী কাফের # ৯৭
২৩২. প্রত্যেক কাফের অভিশপ্ত কাউকে নির্দিষ্ট করে অভিশপ্ত বলা যাবেনা হ্যাঁ, যাদের কুফুরী অকাট্য হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত তাদের অভিশাপ দেয়া যাবে # ৯৭
২৩৩. আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের মুহাব্বত অধিক হওয়ার আমল # ৯৭
২৩৪. আল্লাহর নাম, রসূলের নাম অথবা কুরআনের কোন আয়াত কার্ডের উপর লিখবে না # ৯৭
২৩৫. 'শাহর' শব্দটি তিন মাসের ক্ষেত্রে বলা যাবে # ৯৭
২৩৬. 'আল্লাহ মিঞা' বলার বিধান # ৯৮
২৩৭. মিলাদ শরীফে সাজসজ্জা অপচয় নয় # ৯৮
২৩৮. তাহিয়্যাতুল অজুর ফযিলত # ৯৮
২৩৯. রুকুর পর পাজামার নিম্নাংশ তুলে ফেলা # ৯৮
২৪০. একটি স্বপ্নের তা'বির # ৯৮
২৪১. আউলিয়া একই সময় কয়েক স্থানে উপস্থিত হতে পারে # ৯৮
২৪২. একই সময় কয়েক স্থানে হওয়ার পদ্ধতি # ৯৮
২৪৩. হযরত ফতেহ মুহাম্মদ স্বয়ং নিজে কয়েক স্থানে # ৯৮
২৪৪. 'ভারতে ইসলাম হযরত খোজা গরীব নেওয়াজের পূর্বে এসেছে # ৯৮
২৪৫. 'কা'বা মদিনার সামনে ঝুকে ছিল' এর অর্থ # ৯৮
২৪৬. প্রত্যেক যুগে গাউছ হতে পারে # ৯৮
২৪৭. গাউছের কাছে প্রত্যেক অবস্থায় মুশাহাবা ব্যতীত আয়নার মত গাউছের চারটি উজির থাকে # ৯৮
২৪৮. বসে নামায পড়লে রুকু কী রূপ হবে # ৯৯
২৪৯. মুহররম ব্যতীত মহিলা হজ্বে যেতে পারে না # ৯৯
২৫০. হযুরকে 'খুদাওয়ান্দ আরব' বলা জায়েয # ৯৯
২৫১. আজমের অর্থ # ৯৯
২৫২. আফরাদ কারা # ১০১
২৫৩. আফরাদ গাউছে আজমের কাছে প্রত্যাবর্তন করেন # ১০২
২৫৪. গাউছের ইন্তিকালের পর কে গাউছ হবেন # ১০২
২৫৫. পানিতে লোম কূপ নেই # ১০৩

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

[দ্বিতীয় খণ্ড]

১. হজ্বের জন্য দ্বিতীয় সফর, অদৃশ্যের সাহায্য, মক্কা শরীফে ওয়াহাবীদের অপমান # ১০৭
২. ওয়াহাবীদের ধোঁকা, মক্কার উপযুক্ত আলেমের ধোঁকায় পড়া # ১০৭
৩. ওয়াহাবীদের দ্বিতীয় ধোঁকা # ১০৮
৪. তুর্কী বাদশাহর কাছে ওয়াহাবীদের অপমান # ১০৮
৫. শাইখুল ওলামাকে ঘুষ দেয়ার প্রলোভন এবং আনবেঠীকে নাস্তিক বলা # ১০৯
৬. আনবেঠীর কাছে মাওলানা সালেহ কামালের পত্র # ১২০
৭. একটি মূল্যবান দোয়া # ১৩১
৮. আ'লা হযরতের কাছে আরবের আলেমরা জ্ঞানার্জনের জন্য বেরিলী আসা # ১৩২
৯. ইল্‌ম জাফরের এক ঝলক # ১৩৪
১০. আ'লা হযরতের জ্ঞান কিভাবে অর্জিত হল # ১৩৫
১১. মদিনা তৈয়্যবায় যাত্রা # ১৩৬
১২. আরবরা আউলিয়াদের আহ্বান করা # ১৩৮
১৩. একটি আকর্ষনীয় ঘটনা # ১৩৮
১৪. راعنا শব্দ নাতে ব্যবহার জায়েয নেই # ১৩৯
১৫. একটি মূল্যবান টিকা যা ওয়াহাবীবাদকে ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট # ১৩৯
১৬. তলব ও বায়আতের পার্থক্য এবং বায়আতের শর্তাবলী # ১৪৮
১৭. বায়আতের অর্থ # ১৪৮
১৮. আ'লা হযরতের একটি স্বপ্ন # ১৪৮
১৯. রাসূলের যুগে বায়আতের নবায়ন # ১৪৮
২০. সাহাবাদের প্রাণান্তকর চেষ্টা # ১৪৯
২১. নবীর দরবারে আবু মুসা আশয়ারীর প্রার্থনা # ১৫০
২২. পাঁচ আয়াতের বৈধতা # ১৫১
২৩. শাইখের কল্পনা # ১৫২
২৪. বাচ্চাদের বায়আত # ১৫৩
২৫. চাঁদ দেখার বিষয়ে চিঠি ও তারের বার্তা গ্রহণযোগ্য নয় # ১৫৩
২৬. কুতুবের দিকে পা রাখা নিষেধ নয় # ১৫৩
২৭. সওয়াবের তারতম্যের মূল্যবান জওয়াব # ১৫৪
২৮. ইমাম আজম এক হাজার মুস্তাহিদ ছাত্র রেখে গেছেন # ১৫৪
২৯. মুস্তাহিদ ও মুহাদ্দিসের পার্থক্য # ১৫৪

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

Ku q t{pxe T¨x]xn K ep
IxHqx
IL+T¨x]+ixe+ymybT+JybT+RƏ
bxNi qxb Vp e ymy]` V pi
¸ ¸ ¸-?V{V^-_-¸

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

nxq k{oxe ,L, K&qx uope

ďfn Wŷ

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

Kuq t[þxe T¨x]xnK ep
lxHqx
lL+T¨x]+ixe+ymybT+JybT+
RƏ bxNi qxb Vp e ymy]`
V pi ¸¸¸-?v¡v^--¸

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

প্রশ্ন : মাওলানা আবদুল আলিম ছিদ্দিকী মিরঠী হুযূরের সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন- হুযূর সর্বপ্রথম কোন জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে?

উত্তর : হাদিসে আছে-

يَا جَابِرُ إِنَّ اللهَ قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ.

-হে জাবের! আল্লাহ তায়ালা সমস্ত জিনিসের পূর্বে তোমার নবীর নুর তার নুর থেকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন : হুযূর আমার উদ্দেশ্য দুনিয়ার সব জিনিসের পূর্বে?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা চার দিনে জমিন এবং দু'দিনে আসমান। রবিবার থেকে বুধবার জমিন। বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার আসমান উপরন্তু উক্ত শুক্রবার আসর ও মাগরিবের মধ্যেবর্তী সময়ে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন : ইলমে বাতিনের নিম্ন পরিমাণ কী?

উত্তর : হযরত যুননুন মিশরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি একবার সফর করি এবং এমন ইলম এনেছি যা বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ লোক সবাই কবুল করেছেন। দ্বিতীয়বার সফর করি এবং ঐ জ্ঞান নিয়ে আসি যা বিশেষ ব্যক্তিরা কবুল করেছেন সাধারণরা কবুল করেন নাই। তৃতীয়বার সফর করি এবং ঐ জ্ঞান নিয়ে আসি যা বিশেষ ও সাধারণ কারো বুঝে আসে নাই।

এখানে সফর দ্বারা পায়ে ভ্রমণ উদ্দেশ্য নয় বরং অন্তরের ভ্রমণ উদ্দেশ্য। তার জ্ঞানের অবস্থা এরূপ তার নিম্ন স্তর হচ্ছে- তা বিশ্বাস করা, তার উপর ভরসা, নির্দেশ সমর্থন করা যা বুঝে আসে তা উত্তম নতুবা- كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُو الأَلْبَابِ 'সবগুলো আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। বিজ্ঞজনরাই একমাত্র উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।'

শায়খ আকবর ও ইলমে বাতিনের বিদগ্ধজনরা বলেন, ইলমে বাতিনের নিম্নস্তর হলো- তার বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস করা। হাদিসে আছে-

أُغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا، وَلاَ تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلَكَ.

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

-তুমি সকাল কর যে অবস্থায় তুমি নিজেও জ্ঞানী অথবা শিক্ষার্থী বা শ্রোতা অথবা ভালবাসাকারী এবং পঞ্চম ব্যক্তি হওনা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।[1]

প্রশ্ন : ওয়ায়েজ (উপদেশকারী) জ্ঞানী হওয়া কী প্রয়োজন?

উত্তর : জ্ঞানী না হয়ে ওয়াজ করা হারাম।

প্রশ্ন : আলিমের পরিচয় কী?

উত্তর : জ্ঞানীর পরিচয় এই- বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয় অবগত হওয়া। স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া। কারো সাহায্য ব্যতীত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কিতাব থেকে বের করার যোগ্যতা থাকা।

প্রশ্ন : কিতাব অধ্যয়নের দ্বারাই কী জ্ঞান অর্জিত হয়?

উত্তর : কেবলমাত্র তা নয় জ্ঞানীদের মুখ নিঃসৃত বাণী দ্বারাও জ্ঞান অর্জিত হয়।

প্রশ্ন : হুযূর! মুজাহাদার মধ্যে বয়সের শর্ত আছে কী?

উত্তর : মুজাহাদার জন্য কমপক্ষে আশি বছর দরকার। এরপরও অবশ্যই সাধনা করে যাবে।

প্রশ্ন : একজন মানুষ আশি বছর বয়স থেকে মুজাহাদা করবে নাকি আশি বছর ধরে মুজাহাদা করবে?

উত্তর : উদ্দেশ্য এই- যেভাবে জড় জগত বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা গঠিত সেভাবেই হলে আল্লাহর বিশেষ দয়া না হলে উক্ত পথ অতিক্রম করতে আশি বছর প্রয়োজন। আল্লাহর রহমত হলে এক মুহূর্তে খৃষ্টান থেকে আবদাল হয়ে যায়। বিশুদ্ধ নিয়তে সাধনা করলে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই কার্যকর হয়। আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۝

-যারা আমার পথে মুজাহাদা করে অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথ দেখাব।[2]

প্রশ্ন : হুযূর! কারো যদি এভাবে হয় তা হতে পারে পার্থিব জীবিকার মাধ্যম গুলো যদি বর্জন করে তারপরও অন্বেষণ কী দুরুহ। আপনি ধর্মীয় সেবা করছেন তাও কী বর্জন করতে হবে?

[1]. বাযযার : আল মুসনাদ, ২/৩৮, হাদীস : ৩৬২৬

[2]. আল কুরআন, সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৯

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর : তার জন্য এ সেবাগুলো মুজাহিদার অন্তর্ভুক্ত। বরং বিশুদ্ধ অন্তরে করলে মুজাহিদদের থেকেও উত্তম। ইমাম আবু ইসহাক ইস্পরায়িনী যখন বিদ'আতীদের বিদআত সম্পর্কে অবহিত হন তখন এ শীর্ষস্থানীয় আলেমদের কাছে যান যারা দুনিয়া ও তদস্থিত যাবতীয় সম্পর্ক বর্জন করতঃ মুজাহিদায় নিমগ্ন হন, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন-

يَا أَكَلَةَ الْحَشِيشِ أَنْتُمْ هَهُنَا وَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي الْفِتَنِ.

-হে শুকনো ঘাস ভক্ষণকারীরা! আপনারা এখানে ধ্যান মগ্ন আর মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতরা ফিতনায় লিপ্ত।

তারা উত্তর দেন, হে ইমাম! এটা আপনারই কাজ। আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, বিদ'আতীদের খন্ডনে অনেক নদী প্রবাহ করেন।

প্রশ্ন : পার্থিব চিন্তাসমূহ প্রবাহমান হৃদয়ে প্রভাব ফেলতে পারে কী?

উত্তর : হ্যাঁ, দুনিয়ার চিন্তাসমূহ প্রবাহমান হৃদয়ের অবস্থায় অবশ্যই পার্থক্য করে।

প্রশ্ন : সফরের জন্য কোন কোন দিন নির্দিষ্ট?

উত্তর : বৃহস্পতিবার, শনিবার, সোমবার। হাদিস শরীফে আছে- 'শনিবার সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে বের হয় তার জিম্মাদার আমি হব।' তিনি বলেন, দ্বিতীয় বার হজ্বে আমার যাওয়া ও আসার মধ্যে উক্ত তিন দিনের যে কোন একদিন হয়েছিল। আল্লাহর ফজলে অধমের জন্মদিনও শনিবার।

প্রশ্ন : হযরত আবু বকর সিদ্দিকের বয়স ইসলাম গ্রহণের সময় কত ছিলো?

উত্তর : ৩৮ বছর। হযরত ওসমান ﷺ ব্যতীত যার বয়স ৮৩ বছর, তিন খলিফা ও হযরত মুয়াবিয়া ﷺ-এর বয়স হুযূর ﷺ-এর বয়সের অনুরূপ ৬৩ বছর যদিও কিছু দিনও মাস তারতম্য হয় তবে ওফাতের বয়স ৬৩ বছর।

প্রশ্ন : হুযূর সিদ্দিক আকবর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?

উত্তর : সিদ্দিক আকবর ﷺ কখনো মূর্তিকে সিজদা করেন নাই। চার বছর বয়সে তার পিতা তাকে মূর্তি খানায় নিয়ে গেলেন এবং বলেন,

هَؤُلَاءِ آلِهَتُكَ الشُّمُّ الْعُلَى فَاسْجُدْ لَهُمْ.

-এরা তোমার শীর্ষস্থানীয় প্রভু এদের সিজদা কর।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

যখন তিনি প্রতিমালয়ে গেলেন বলেন, আমি ক্ষুধার্ত আমাকে খাবার দাও, আমি বিবস্ত্র আমাকে বস্ত্র দাও, আমি পাথর নিক্ষেপ করছি যদি তুমি প্রভু হও নিজকে রক্ষা কর। কী জবাব দেবে এ মূর্তি। তিনি একটি পাথর তাকে মারল তা লাগার সাথেই মূর্তি পড়ে গেল। প্রভুত্বের শক্তি দেখাতে পারে নাই। পিতা এঘটনা দেখে রেগে গেলেন। তিনি একটি পাথর তার মুখে মারলেন এবং তথা থেকে তার মার কাছে নিয়ে আসেন। সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। মাতা বলল, তাকে তার অবস্থায় থাকতে দিন। যখন এ জন্ম নিয়েছিল অদৃশ্য থেকে ধ্বনি আসলো-

يَا أَمَةَ اللهِ بِالتَّحْقِيْقِ أَبْشِرِىْ بِالْوَلَدِ الْعَتِيْقِ إِسْمُهُ فِي السَّمَاءِ الصِّدِّيْقِ لِمُحَمَّدٍ صَاحِبٌ وَرَفِيْقٌ.

-হে আল্লাহর সত্যিকার দাসী। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর স্বাধীন সন্তানের আসমানে যার নাম সিদ্দিক ও মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথী ও বন্ধু।

আমি জানি না সে মুহাম্মদ ﷺ-কে এবং ঘটনা কি? সে থেকে কেউ সিদ্দিক আকবরকে শির্কের দিকে আহবান করে নাই। এ বর্ণনা সিদ্দিক আকবর স্বয়ং নবীর মজলিশে প্রদান করেছেন। যখন এটা বর্ণনা শেষ করেন জিব্রাইল হুযূরের দরবারে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন-

صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ الصِّدِّيْقُ.

-আবু বকর সত্য বলেছেন এবং তিনি সিদ্দিক।

এ হাদিসটি عوالى العرش الى معالى العرش এ বর্ণিত আছে এবং তা থেকে ইমাম কুস্তলানী বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

যখন থেকে হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হন কখনো পৃথক হন নাই এমনকি ওফাতের পরও নবীর পাশে বিশ্রাম নিচ্ছেন। একদা হুযূর ﷺ নিজ ডান হাতে সিদ্দিকের হাত নেন এবং বলেন,

هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-এভাবে কিয়ামতের দিন আমাদের উঠানো হবে।

ইমামে আহলে সুন্নাহ আবুল হাসান আশআরী কুদ্দিসা সিররোহু বলছেন-

لَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ بِعَيْنِ الرِّضَا مِنَ اللهِ تَعَالَى.

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

-আবু বকর ﷺ সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে থাকেন।

ইবনে আসাকির, ইমাম জুহরী থেকে বর্ণনা করেন-

مِنْ فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ لَمْ يَشُكَّ فِي اللهِ سَاعَةً قَطُّ.

-আবু বকর ﷺ-এর একটি ফযিলত হচ্ছে তিনি কখনো আল্লাহর বিষয়ে সন্দেহ করেন নাই।[৫]

ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী اليواقيت والجواهر গ্রন্থে বলেন, হুযূর ﷺ আবু বকর সিদ্দিক ﷺ-কে বলেন, আপনার কী অমুক অমুক দিন স্মরণ আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, স্মরণ আছে এবং এটিও স্মরণ আছে ঐ দিন সর্বাগ্রে হুযূর بلى অর্থাৎ- হ্যাঁ বলেছিলেন। মোটকথা হলো- সিদ্দিক আকবর ﷺ ওয়াদার দিন থেকে জন্ম দিন পর্যন্ত, জন্মদিন থেকে ওফাত পর্যন্ত, ওফাত থেকে অনন্ত অসীম সময়ের জন্য মুসলমানদের সর্দার। এরূপ হযরত আলী ﷺও ছিলেন। এতদ বিষয়ে আমার একটি বিশেষ পুস্তিকা আছে যার নাম হলো- تزيه المكانة الحيدرية عن وصمة عهد الجاهلية

ইস্তিফতা : ধোপার ঘরে গেয়ারভী শরীফের খানা খাওয়া বৈধ আছে কিনা। ব্যাভিচারণী মহিলার ঘরে খাওয়া ও তার থেকে কুরআন আজিম পাঠের বিনিময় লওয়ার বিধান কী?

উত্তর : ধোপার ঘরে আহার করতে কোন অসুবিধা নেই। অজ্ঞদের কাছে প্রসিদ্ধ আছে- ধোপার কাছে খাওয়া নাপাক কেবলই বাতিল। তবে ব্যাভিচারিণীর কাছে খাওয়া বৈধ নয়। উক্ত পারিশ্রমিক যদি নাপাক উপার্জন থেকে প্রদান করে তাও অকাট্য হারাম এবং যদি তার কাছে কোন জিনিস ক্রয় করে এবং সে যদি হারাম উপার্জন থেকে তার বিনিময় দেয় তা নেয়া অকাট্য হারাম তবে কর্জ নিয়ে তার বিনিময় দিলে তা বৈধ।

প্রশ্ন : যদি সন্তানের নাকে যে কোন উপায়ে দুধ পড়ে গলায় পৌছে যায় তার বিধান কী?

উত্তর : মুখ ও নাকে যে কোন উপায়ে মহিলার দুধ সন্তানের পেটে পৌছলে দুগ্ধ পানের কারণে হারাম হবে। এটি এমন একটি ফতোয়া যা চৌদ্দ শাবান ১২৮৬ হিজরী সালে সর্বপ্রথম অধম লিপিবদ্ধ করেছে এবং উক্ত চৌদ্দ শাবান ১২৮৬

[৫]. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক, ৩০/৩১৭

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

হিজরী সালে ফতোয়ার পদ মর্যাদায় ভূষিত হই। উক্ত সময়ে আলহামদুলিল্লাহ নামায ফরজ হয়েছে। জন্ম ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরি শনিবার জোহরের সময় মোতাবেক ১৪ জুন ১৮৫৬ সাল। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৯১৩ বাংলা, ফতোয়ার পদমর্যাদা লাভের সময় অধমের বয়স ছিল তের বছর দশ মাস চার দিন। তখন থেকে বর্তমান অবধি ও খেদমত নেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন : রুকু-সিজদায় সুবহানাল্লাহ পড়া পরিমাণ থামা কী যথেষ্ট?

উত্তর : রুকু, সিজদার মধ্যে এ পরিমাণ থামা যে, একবার সুবহানাল্লাহ বলতে পারবে- ফরয। যে রুকু-সিজদায় তা'দিল করেনা ষাট বছর পর্যন্ত ঐ রূপ নামায পড়ে তার নামায কবুল হবে না। হাদিসে আছে-

إِنَّا نَخَافُ لَوْ مُتَّ عَلَى ذَلِكَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ أَيْ غَيْرِ دِيْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

-আমরা আশংকা করছি যে, যদি তুমি ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর তাহলে মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্মের উপর মৃত্যু বরণ কর নাই।[৪]

প্রশ্ন : যেটুকু সম্ভাব্য তা ক্ষমতাধীন এ অর্থে হয় তা সৃষ্টি করেছেন।

উত্তর : না, বরং অনেক জিনিস এরূপ যা সম্ভাব্য এবং সৃষ্টি করে নাই। যেমন- কোন ব্যক্তি এরূপ সৃষ্টি করতে পারে যা আকাশ চুম্বী তবে সৃষ্টি করে নাই।

প্রশ্ন : জ্বীন পরীও কী মুসলমান হয়?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত প্রসঙ্গে বলেন, জনৈক পরী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং প্রায় সময় হুযূরের সমীপে উপস্থিত হতো একদা অনেক দিন উপস্থিত হয় নাই। অতঃপর উপস্থিত হলে অনুপস্থিতের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে বলল, হুযূর হিন্দুস্থান আমার এক নিকট আত্মীয় মারা গেছে সেখানে গিয়েছিলাম। পথিমধ্যে দেখলাম, একটি পাহাড়ের উপর ইবলিশ নামায পড়ছে। তার এ নতুন কাজ দেখে আমি বলি, তোমার কাজ তো নামায ভুলিয়ে দেয়া, তুমি কিভাবে স্বয়ং নামায পড়ছ? সে বলল, সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা আমার নামায কবুল করেন, আমাকে ক্ষমা করেন।

প্রশ্ন : যাইদ মুহাম্মদ শের মিয়া সাহেব পিলী ভাতি থেকে বায়আত হয়েছে। কিছু দিন পূর্বে তিনি ওফাত লাভ করেন এখন অন্য কারো মুরিদ হতে পারবে?

উত্তর : শরীয়তের নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত বায়আত পরিবর্তন নিষিদ্ধ এবং নবায়ন বৈধ বরং মুস্তাহাব। আলিয়া তরিকায় বায়আত না হলে নিজের শাইখ থেকে

৪. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪৭/২৪১, হাদীস : ২২১৭২

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ফিরে না এসে এ তরিকায় বায়আত হলে এটা বায়আত পরিবর্তন নয় বরং নবায়ন। সমুদয় সিলসিলা এ সিলসিলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে- তিনজন কলন্দর নিজামুল হক মাহবুব এলাহীর খেদমতে উপস্থিত হন এবং খাবার চান। সেবকদেরকে আনার জন্য নির্দেশ দেন। সেবক যা কিছু তখন ছিল তাদের সামনে রাখল। তাদের একজন উক্ত খাবার তুলে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন উত্তম খাবার আন হযরত উক্ত দুর্ব্যবহারের প্রতি খেয়াল করেন নাই সেবকদেরকে তার চেয় উত্তম খাবার আনার জন্য নির্দেশ দেন। সেবক প্রথম থেকে উত্তম খাবার আনে। তারা পুণরায় নিক্ষেপ করেন এবং তার চেয়ে উত্তম খাবার চাইলেন হযরত তার থেকে উত্তম খাবার আনার নির্দেশ দেন। তারা ঐ বারও নিক্ষেপ করেন এবং তার থেকে উত্তম চাইলেন। তাই কলন্দরকে নিজের কাছে ডেকে নেন এবং কানে কানে বলেন, এ খাদ্য উক্ত মৃত গরু থেকে তো উত্তম যা তোমরা রাস্তায় ভক্ষণ করেছ। এটা শুনেই কলন্দরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। রাস্তায় তিন উপসের পর একটি মৃত গরু যার মধ্যে কীট পড়েছে মিলল তার গোস্ত আহার করে এসেছিল। কলন্দর হুযূরের পায়ে লুটে পড়ল। হুযূর তার মাথা উঠান এবং নিজ বক্ষের সাথে লাগিয়ে নেন এবং যা কিছু দেয়ার ছিল তা দিয়ে দেন। সে সময় তিনি ওয়াজদের কারণে কাপছেন এবং এটা বলছেন যে, আমার মুরশিদ আমাকে নি'মত দান করেছেন। উপস্থিতগণ বলেছেন, নির্বোধ যা কিছু তুমি প্রাপ্ত তা হযরতের দানের বদৌলতে প্রাপ্ত। এমনকি তুমি তো একেবারে শূন্য এসেছিলে। তিনি বলেন, নির্বোধ তোমরা যদি আমার মুর্শিদ আমার উপর দৃষ্টি না দিতেন তাহলে হুযূর কেন দৃষ্টি দিচেহন, এটি উক্ত দৃষ্টির সুফল। এতদ শ্রবণে হযরত বলেন, এ সত্য বলছে এবং বলেন, ভাই গণ! মুরিদ হওয়া এ থেকে শিখে নাও।

সংকলক : একদিন আসরের নামাযের পর মসজিদ থেকে আসেন তখন উপস্থিতদের মধ্যে মাওলানা আমজাদ আলী সাহেব আজমীও ছিলেন। রেসালা- انفس الفكر فی قربان البقر সে সময় ছাপা হচ্ছিল। তাতে মৌলভী আবদুল হাই সাহেবের দু'টি ফতোয়া কোরবানীর গাভী সম্পর্কে ছিল। উক্ত পুস্তিকায় বর্ণনা করা হয়েছিল। উক্ত পুস্তিকা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, উক্ত ফতোয়াগুলোর আলোচনা আসলো প্রাসঙ্গিকভাবে মাওলানা সম্পর্কে বলেন।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর : মৌলভী সাহেব হিন্দুদের ধোঁকায় পড়ে গেলেন, মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী ফতোয়া দিয়ে দেন। এ প্রশ্ন আমার কাছেও এসেছিল। পূর্বসূরীদের শুভ দৃষ্টির কারণে ধোঁকাবাজদের চিনে নিয়েছি। প্রথম রাতেই বিড়াল হত্যা করা প্রবাদের উপর আমল করেছি।

প্রশ্ন : হুযূর তার ফতোয়া দেখে বুঝা গেল তার অধিকাংশ কথা পরস্পর বিপরীত। কারণ সে স্বীয় জ্ঞানের উপর বেশী ভরসা করতো?

উত্তর : হ্যাঁ, স্বীয় জ্ঞানের উপর ভরসা তাও ইমামগণের বিপরীত। কোথাও লিখেছেন-

وَاسْتَدَلُّوْا لأَبِي حَنِيْفَةَ بِوُجُوهٍ وَالْكُلُّ بَاطِلٌ.

-আবু হানিফার জন্য বিভিন্ন উপায়ে দলিল এনেছে এবং সবগুলো বাতিল।

কোথাও লিখেছেন-

قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ كَذَا وَالْحَقُّ كَذَا.

-আবু হানিফা এরূপ বলেছেন এবং হক এরূপ।

ইমাম মুহাম্মদ ﷺ-কে বলছে-

هَهُنَا وَهْمٌ آخَرَ لِصَاحِبِ الْكِتَابِ.

-এখানে গ্রন্থকারের অন্য একটি ধারণা আছে।

মানুষের নিজের অবস্থা লক্ষ্য করা দরকার। নিজকে ভুলবেও না, নিজের প্রশংসার উপর স্ফীতও হবে না। নিজের জ্ঞান খুবই প্রয়োজন। জ্ঞানীরা ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে লিখেছেন-

عِلْمُهُ أَكْبَرُ مِنْ عَقْلِهِ.

-তার জ্ঞান তার বিবেক থেকে বড়।

উপকারী জ্ঞান উহা যার সাথে বুদ্ধিমত্তা ও উপলব্ধি আছে। মাওলানা সাহেব নিজ গ্রন্থ نفع المفتى والسائل -এ যাতে নিজেই প্রশ্নকারী ও নিজেই উত্তরদাতা প্রশ্ন ও উত্তরকে استفسار (প্রশ্ন) এবং استبشار (উত্তর) লিখেছে। একটি প্রশ্ন দাড় করিয়েছে- যে গৃহে জানোয়ার আছে কোন মানুষ নেই সেখানে সহবাস জায়েজ আছে কিনা? তার উত্তর লিখেছে জায়েয নেই। উক্ত উত্তর দ্বারা

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আবশ্যক যে, ঘর থেকে সব মশা মাছিকে বের করা, চতুষ্পদ জন্তু ও কীটপতঙ্গ থেকে ঘরকে পরিষ্কার করা এটি অসাধ্য বিষয়ে কষ্ট দেয়া। অথচ ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্ট বলছেন, যে শিশু উপলব্ধি করছে এবং অন্যের সামনে বর্ণনা করতে পারে তার সম্মুখে সহবাস মাকরুহ নতুবা কোন অসুবিধা নেই। যখন অবুঝ শিশুর সামনে বৈধ অথচ সে মানুষ তাহলে জীব জন্তুর সামনে কেন নিষেধ?

সংকলক : ফকিহগণ এ শর্ত কেন অতিরিক্ত করেন যে, 'অন্যকে বর্ণনা করতে পারে' কেবলমাত্র বুঝা যথেষ্ট ছিলো, তার উপর এটিও আবশ্যক হচ্ছে যে বোবা ও বিকলাঙ্গের সামনে বৈধ তা কোনভাবে বিবেক সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত নয়।

উত্তর : বুঝার দুটি অর্থ আছে। এক. কেবলমাত্র নড়াচড়া বুঝা। এটি শিশুদের মধ্যে বর্ণনা শক্তি আসার পূর্বে হয় এবং এটি বুঝা যে, একাজগুলো লজ্জাকর, এগুলো গোপন করা প্রয়োজন এটি বর্ণনা শক্তি আসার অনেক পর হয়। বর্ণনা করার জন্য প্রথমে বুঝা আবশ্যক এবং ঐ পরিমাণ নিষেধের জন্য যথেষ্ট। নিজে যদিও তা কোন লজ্জাকর বিষয় বুঝে নাই তবে অন্যকে বলতে পারবে। বুঝার দ্বিতীয় অর্থের বিপরীত তা স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধক তাতে অন্যের কাছে বর্ণনার প্রয়োজন নেই। যার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থের বুঝ আছে তার সামনে উত্তমভাবে নিষেধ যদিও বর্ণনা করতে পারবে না।

প্রশ্ন : হুযূর! আজ কী প্রথম তারিখ?

উত্তর : প্রথম তারিখ ছিলো, কালচন্দ্র উদিত হয়েছে। আজ দ্বিতীয় রাত। তারিখের শুরু ও শেষে চারটি পন্থা আছে। প্রথম, খৃষ্টানদের পদ্ধতি। তাদের কাছে অর্ধ রাত থেকে অর্ধ রাত পর্যন্ত তারিখের গণনা। দ্বিতীয়, হিন্দুদের। সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। তৃতীয়, ইউনানী দার্শনিকদের। অর্ধ দিন থেকে অর্ধ দিন পর্যন্ত জ্যোতিষ বিদ্যায় এটা ধরা হয়েছে। চতুর্থ, মুসলমানদের। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এটি বিবেক সমর্থন করছে যে, অন্ধকার আলোর পূর্বে।

সংকলক : উপস্থিতদের মধ্যে গাভীর গোস্ত খাওয়া সম্পর্কে এবং তা ক্ষতিকর হওয়া সম্পর্কে আলোচনা হল সে সম্পর্কে বলেন,

উত্তর : তা সন্দেহাতীত হালাল এবং অত্যন্ত সহজ প্রাপ্য গোশত। সুস্বাদু ও অধিকাংশ মানুষের প্রিয় খাবার। ছাগলের গোস্তকে রোগের আধার বলে। গরুর কুরবানীর জন্য কুরআনে বিশেষ নির্দেশনা আছে। স্বয়ং নবী ﷺ তা দিয়ে কুরবানী পবিত্র বিবিগণের পক্ষ থেকে প্রদান করেছেন। হিন্দুস্থান (ভারত) এ তা

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। তা বলবৎ রাখা ওয়াজিব। নেতা হওয়ার ইচ্ছুক কতেক লোক হিন্দুদের সাথে ঐক্যমত পোষনের জন্য তা বন্ধ হওয়া কামনা করে এরা দুশ্চরিত্র মুসলমান। তবে আশ্চার্যের কথা হলো কোন হিন্দু একতা বিদ্যমান রাখার জন্য মসজিদের পাশে ঘন্টা বা শিঙ্গা বাজানো বন্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা করছেনা। একতার এ এক পক্ষীয় তালী ঐ নেতাদের ভাগ্যে জুটেছে।

হ্যাঁ, হুযূর ﷺ-এর তার গোশত খাওয়া সাব্যস্ত নেই এবং আমারও ভীষণ ক্ষতি করছে। জনৈক বন্ধু আমাকে জোর পূর্বক দাওয়াতে নিয়ে যান সে সময় গরীবালয়ে সৈয়্যদ হাবিবুল্লাহ সাহেব দামেস্কী জিলানী ছিলেন তারও দাওয়াত ছিলো আমার সাথে গেলেন। সেখানে দাওয়াতের সামগ্রী ছিল কিছু লোক গরুর গোস্তের কাবাব বানাচ্ছে, হালোয়া পরটা বানাচ্ছে এই ছিলো খাবার। সৈয়্যদ সাহেব আমাকে বলেছেন, আপনি গাভীর গোস্তের অভ্যস্ত নন। এখানে অন্যকোন জিনিস নেই। ঘরওয়ালাকে বলা হলে উত্তম হবে। আমি বললাম, এটি আমার অভ্যাস নয়। ঐ রুটিও কাবাব খান। ঐ দিন মাড়ি ফুলে গিয়েছে এভাবে ফুলে গিয়েছে গলা এবং মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। অতি কষ্টে সামান্য দুধগুলো গলা দিয়ে যায় এবং ঐটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকছি। কথা একেবারেই বলতে পারছিনা এমনকি ছোট করে কিরআত পড়াও সম্ভব হচ্ছেনা। সুন্নাত নামায সমূহেও যদি কারো ইকতিদা করতে পারতাম। ঐ সময় হানাফী মাজহাব অনুযায়ী ইমামের পেছনে কিরআত জায়েয না হওয়ার মূল্যবান উপকারিতা প্রত্যক্ষ করি। কারো কিছু বলতে হলে লিখে দিতাম। ভীষণ জ্বর ছিলো কানের পেছনে ফোড়া। আমার মরহুম মেঝ ভাই একজন ডাক্তার নিয়ে আসেন। ঐ সময় বেরিলীতে প্লেগ রোগ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিলো। ডাক্তার সাহেব গভীরভাবে দেখে সাত আট বার বলেন, ঐটি ঐ রোগ, এটি ঐ রোগ অর্থাৎ প্লেগ রোগা। আমি একেবারেই কথা বলতে পারছিনা তাই আমি তার উত্তর দিলাম না অথচ আমি ভালভাবে জানতাম যে, এ ভূল বলছেন আমার প্লে রোগ হয় নাই, ইনশাআল্লাহ কখনো হবে না। কেননা আমি প্লেগ রোগী দেখেই বার বার ঐ দোয়া পড়েছি যা হুযূর ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থকে দেখে এ দোয়াটি পড়ে নেবে সে ঐ বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। উক্ত দোয়াটি এই-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا.

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

যে সব রোগে আক্রান্তদের যে সব বিপদগ্রস্থদের দেখে আমি উক্ত দোয়া পড়েছি আল্লাহর ফজলে আজ পর্যন্ত ঐ সব রোগও বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। আল্লাহর দয়ায় সর্বদা রক্ষা পাব। প্রথম জীবনে আমার চক্ষুরোগ বেশী হত, ক্ষিপ্র স্বভাবের কারণে আমাকে খুব কষ্ট দিত। উনিশ বছর বয়সে রামপুর যাওয়ার সময় এক চোখ উঠা রোগী দেখে আমি এ দোয়াটি পড়ি তখন থেকে এখন পর্যন্ত চক্ষু রোগ পূণরায় হয় নাই। ঐ সময় শুধুমাত্র দুবার এরূপ হয়েছে। একবার চোখে কিছু চাপ পড়েছে (প্রেসার পড়েছে) দু'চার দিন পর পরিষ্কার হয়ে গেল। দ্বিতীয়বারও চাপ পড়েছে অতঃপর তাও পরিষ্কার হয়ে গেল তবে ব্যথা লাল হওয়া সহ কোন ধরনের কষ্ট মোটেও হয় নাই। আফসোস এ জন্য হুযূর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে- তিনটি রোগকে অপছন্দ মনে করোনা। ১) সর্দি-তার কারণে অনেক রোগের মূল্যেৎপাটন হয়। ২) খস পাচড়া। তা দ্বারা শ্বেত রোগ সহ যাবতীয় চর্ম রোগ বন্ধ হয়ে যায়। ৩) চক্ষু রোগ অন্ধত্বকে দূরীভূত করে। উক্ত দোয়ার বরকতে এটা তো চলে যাচ্ছে অন্য একটি রোগ আসে ১৩০০ হিজরী সালের জুমাদাল উলা মাসে। কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক মুদ্রণের কারণে পূর্ণ এক মাস ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরের গ্রন্থসমূহ রাত দিন অবিরাম দেখতে হয়েছে। গ্রীষ্ম ঋতু ছিল দিনের বেলায় দালানের ভেতরে কিতাব দেখতাম ও লিখতাম। ২৮তম সাল ছিল চোখ অন্ধকার মনে করে নাই। একদিন অত্যধিক গরমের কারণে দুপুরে লিখতে লিখতে গোসল করি মাথার উপর পানি পড়তেই মনে হয় কোন জিনিস মস্তিষ্ক থেকে ডান চোখে অবতরণ করল। বাম চোখ বন্ধ করে ডান চোখে দেখি দৃশ্যনীয় বস্তুর মধ্যস্থানে একটি কালো বৃত্ত তার নীচে যতকিছু আছে তা অপরিষ্কার ও ভেতরে ঢুকানো মনে হলো। এখানে ঐ সময় একজন ডাক্তার চক্ষু চিকিৎসায় অত্যন্ত সিদ্ধ হস্ত ছিলেন সিনডর সন অথবা ইনডর সন এরকম কোন এক নাম ছিলো। আমার শিক্ষক জনাব মির্জা গোলাম কাদের বেগ সাহেব رحمه الله খুবই জোর করেছেন যে, তাকে যেন চোখ দেখাই, চিকিৎসা করাও না করা ইচ্ছাধীন। ডাক্তার সাহেব অন্ধকার কক্ষে শুধুমাত্র চোখে আলো দিয়ে অনেক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অনেকক্ষণ গভীরভাবে দেখেছেন ও বলেন অধিক কিতাব দেখার কারণে কিছু জড়তা এসেছে। পনের দিন কিতাব দেখবেন না। আমার থেকে পনের ঘন্টাও কিতাব ছুটে যেতে পারবেনা। হাকীম সৈয়দ মৌলভী ইশফাক হোসাইন সাহেব মরহুম সাহসওয়ানী ডেপুটি কালেক্টর ডাক্তারীও করতেন এবং অধমের বড়ই হিতাকাংখী ছিলেন। তিনি বলেন,

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

চোখের পানি নেমে যাওয়ার প্রাথমিক অবস্থা। বিশ বছর পর পানি নেমে আসবে। আমি লক্ষ্য করি নাই এবং যাদের চোখের জ্বল শুকিয়ে গেছে তাদের দেখে উক্ত দোয়াটি পড়ে নিই এবং প্রিয় মাহবুব ﷺ-এর বাণীর উপর আশ্বস্ত হই। ১৩১৬ হিজরি সালে আর একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সামনে আলোচনা হয় গভীর পর্যবেক্ষণ করত বলেন চার বছর পর পানি নেমে আসবে। তার হিসাব ডেপুটি সাহেবের হিসাবের সাথে পুরাপুরি মিল ছিলো। তিনি বিশ বছর বলেছেন এবং ইনি ষোল বছর পর চার বছর বলেছেন। আমার মাহবুব ﷺ-এর কথার উপর ঐ নির্ভরতা না থাকলে ডাক্তারদের কথা দ্বারা (মায়াজাল্লাহ) নড়বড় হয়ে যেতাম। আলহামদু লিল্লাহ বিশ বছর নয় ত্রিশ বছর অতিক্রম হয়েছে এবং উক্ত বৃত্তটি অণু পরিমাণও বৃদ্ধি পায় নাই। আমি কিতাব দেখার ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিশ্রাম নিই নাই এবং ভবিষ্যতেও ইনশাআল্লাহ কম করবনা। এটি আমি এ জন্য বর্ণনা করেছি যে, এটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্থায়ী মুজিযা যা এখনো পর্যন্ত চোখ প্রত্যক্ষ করছে এবং কিয়ামত অবধি ঈমানদারগণ প্রত্যক্ষ করবেন। আমি যদি ঐসব ঘটনাবলী বর্ণনা করি যা নবীর বাণী সমূহের উপকারিতা আমি নিজেই আমার মধ্যে পেয়েছি তাতে একটি পৃথক পুস্তক হবে যাবে। হাদিসের নির্দেশনার উপর আস্থা ছিলো যে, আমার প্লেগ কখনো হবেনা। শেষ রাতে রোগ বেড়ে গেল। আমার অন্তর প্রভুর সমীপে মিনতি জানায়-

اَللّٰهُمَّ صَدَقَ الْحَبِيْبُ وَكَذَبَ الطَّبِيْبُ.

কেউ আমার ডান কানে মুখ রেখে বলে যে, মিছওয়াক ও গুল মরিচ। মানুষ পালাক্রমে আমার জন্য জাগ্রত থাকত। ঐ সময় যে ব্যক্তি জাগ্রত ছিলো আমি ইশারা দিয়ে তাকে আহবান করি এবং তাকে মিছওয়াক ও গুল মরিচের ইঙ্গিত করি। সে মিছওয়াক বুঝল তবে গুল মরিচ কিভাবে বুঝে? মোটকথা- খুব দেরীতে বুঝল। যখন এ দুটি জিনিস আনা হলো অতি কষ্টে আমি মিছওয়াক এর সাহায্য ধীরে ধীরে মুখ খুলি এবং দাতের মধ্যে মিছওয়াক রেখে ছেড়ে দিই দাঁত বন্ধ হয়ে চেপে ধরল মরিচের গুড়ো গুলো ঐ পন্থায় পিছন পর্যন্ত পৌঁছল। কিছুক্ষণ হতে না হতে একটি বিশুদ্ধ রক্তের কুল্লি আসলো তবে কোন কষ্ট অনুভব হয় নাই। তারপর আর একটি বিশুদ্ধ রক্তের কুল্লি আসলো আলহামদু লিল্লাহ উক্ত ফোঁড়া চলে গেল। মুখ খোলে গেল, আমি আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করি এবং ডাক্তার সাহেবের কাছে খবর পাঠাই আপনার উক্ত

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

অনুমানকৃত প্লেগ রোগ আল্লাহর দয়ায় দূর হয়ে গেল। দুই তিন দিন পর আল্লাহর ফজলে জ্বর চলে যাচ্ছিল।

সংকলক : আলোচনার মধ্যে যেহেতু প্লেগ রোগের আলোচনা ছিলো মাওলানা মৌলভী হাকীম আমজাদ আলী সাহেব এটি আরজ করেন-

প্রশ্ন : প্রবল ধারণা হচ্ছে এ বিপদগুলো নাস্তিক জ্বিন হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, নাস্তিক জ্বিন, হাদিসে আছে-

اَلطَّاعُوْنُ وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

-প্লেগ তোমাদের নাস্তিক জ্বিন।

তাই প্লেগ গ্রস্থ শহিদের অন্তর্ভূক্ত। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, শাইখ মুহাক্কিক আউলকী মাদানী আমাকে বলছিলেন হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইয়ামনী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে যান। দেখেন মিম্বরে একটি শিশু উপবিষ্ট। হযরত ব্যতীত কেউ দেখেন নাই। তিনি কিছুই বলেন নাই নামায পড়ে চলে আসেন। অতঃপর জোহরের জন্য আসেন দেখেন একজন যুবক উপবিষ্ট। নামায পড়ে চলে আসেন তাকে কিছু বলেন নাই। অতঃপর আসর নামাযের জন্য যান। মিম্বরে একজন বৃদ্ধ দেখতে পান। এখন কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই নামায শেষে চলে আসেন অতঃপর মাগরিব নামাযের জন্য গমণ করেন তখন একটি গরু সেখানে দেখতে পান। তিনি বলেন, তুমি কে? আমি এত অবস্থায় তোমাকে দেখেছি। সে বলল, আমি প্লেগ। যদি আপনি ঐ সময় কথা বলতেন যখন আমি শিশু ছিলাম তাহলে ইয়ামেনে কোন শিশু বেঁচে থাকত না। যদি ঐ সময় জিজ্ঞাসা করতেন যখন যুবক ছিলাম তাহলে এখানে কোন যুবক থাকতনা যদি ঐ সময় কথা বলতেন যখন আমি বৃদ্ধ ছিলাম তাহলে এ শহরে কোন বৃদ্ধ থাকতনা। এখন আপনি এ অবস্থায় আমাকে গরু দেখেছেন কথা বলেছেন ইয়মেনে কোন গরু থাকবেনা। এটা বলে অদৃশ্য হয়ে যান। এটি আল্লাহ তায়ালার নিজ বান্দাদের উপর রহমত ছিল যে, আপনি প্রথম তিন অবস্থায় তাকে প্রশ্ন করেন নাই। গরুগুলোর মধ্যে রোগ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। যদি সে সময় কোন গরু সুস্থ অবস্থায় ও যবেহ করা হতো তার মাংস এমন খারাপ হয়ে যেত যে, কেউ খেতে পারত না তার থেকে গন্ধকের দুর্গন্ধ আসতো। সে সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইয়ামেনী رحمه الله-এর এক সন্তান মাতৃগর্ভের ওলী ছিলেন। একবার যখন বয়স কয়েক বছর ছিলো বাইরে আসেন এবং নিজ সম্মানিত পিতার স্থানে বসেন। জনৈক ব্যক্তিকে

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

বলেন, লিখ- فُلَانٌ فِى الْجَنَّة 'অমুক বেহেশতে।' এভাবে নাম ধরে অনেক মানুষ লিপিবদ্ধ করান। অতঃপর বলেন, فُلَانٌ فِى النَّار অর্থাৎ 'অমুক আগুনে।' সে লিখা থেকে বিরত রইল। তিনি পূণঃবলেন, সে লিখে নাই। তিনি তৃতীয়বার বলেন, সে লিখা অস্বীকার করে। এতে তিনি বলেন, اَنْتَ فِى النَّار 'তুমি আগুনে।' সে হত ভম্ব হয়ে তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত হল। তিনি বলেন, সে কী اَنْتَ فِى النَّار (তুমি আগুনে) বলেছে নাকি اَنْتَ فِى جَهَنَّم 'তুমি জাহান্নামে' বলেছে? সে বলল, اَنْتَ فِى النَّار 'তুমি আগুনে' বলেছেন। হযরত বলল, আমি তার কথা পরিবর্তন করতে পারব না। এখন তোমার ইচ্ছা দুনিয়ার আগুন গ্রহণ কর অথবা পরকালের আগুন গ্রহণ কর। সে বলল, দুনিয়ার আগুন পছন্দনীয়। সে জ্বলে মৃত্যুবরণ করল। হাদিসে আগুনে জ্বলে মারা গেলেও শহিদ বলেছে।

প্রশ্ন : হুযুর! আমার এক ভাইপো জন্ম নিয়েছে তার কোন একটি ঐতিহাসিক নাম দিন।

উত্তর : ঐতিহাসিক নামে কী লাভ? সত্যিকার নাম ঐ গুলো হাদিস শরীফে যে নামগুলোর ফযিলত বর্ণিত আছে। আমারও আমার ভাইয়ের যতগুলো সন্তান হয়েছে আমি সবগুলোর নাম মুহাম্মদ রেখেছি। এটি অন্যকথা, এ নামটি ঐতিহাসিকও হয়ে যাবে। হামেদ রেজা খানের নাম মুহাম্মদ। তার জন্ম ৯২ হিজরী সালে। ঐ নামের সংখ্যাগত মানও ৯২ এক সময় ঐতিহাসিক নামে এটি ছিল। সুন্দর গুণবাচক নাম থেকে একটি অথবা দুটি যার সংখ্যাগত মান পাঠকের নামের সংখ্যানুযায়ী হবে নামের সংখ্যা দ্বিগুণ করে পড়া যাবে। তা পাঠককে ইসমে আজমের উপকারিতা দেবে। ঐতিহাসিক নামে সংখ্যাগত মান অনেক বড় হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি কারো জন্ম ১৩২৯ হিজরিতে হয় তার সংখ্যা অনুযায়ী গুণবাচক নামসমূহ ২৬৫৮ বার পড়া যাবে। আর মুহাম্মদ নাম হত তাহলে ১৮৪ বার, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো। অতঃপর ঐ পবিত্র নামের ফযিলত সম্পর্কে এ কতিপয় হাদিস উল্লেখ করেছেন। এক হাদিসে আছে- হুযূর ﷺ বলেন, যে আমার ভালবাসার কারণে নিজ সন্তানের নাম মুহাম্মদ অথবা আহমদ রাখবে আল্লাহ তায়ালা পিতা এবং ছেলে উভয়কে ক্ষমা করে দেবেন। অপর এক বর্ণনায় আছে- কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ বলবেন, যাদের নাম মুহাম্মদ অথবা আহমদ, বেহেশতে চলে যাও। অন্য বর্ণনায় আছে- ফেরেশতাগণ ঐ গৃহের সাক্ষাতে আসেন যেখানে কারো নাম মুহাম্মদ অথবা

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আহমদ আছে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে পরামর্শে ঐ নামের মানুষ অংশ নেয় তাতে বরকত রাখা যাবে। অন্য বর্ণনায় আছে- তোমাদের কী ক্ষতি হয়? তোমাদের ঘরসমূহে দুই অথবা তিনজন মুহাম্মদ হলে।

প্রশ্ন : জুতো পড়ে নামায পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : না, আলমগীরিতে স্পষ্ট আছে- মসজিদে জুতো পরে যাওয়া শিষ্টাচার বিরোধী।

প্রশ্ন : গায়রে মুকাল্লিদরা পড়ছে এবং বলছে, বিশ্বকূল সর্দার ﷺ পড়েছেন।

উত্তর : কিছু বিধানে প্রথা ও জনকল্যাণাকার্থে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। আমি বিশেষত: উক্ত বিষয়ে একটি পুস্তিকা ঐতিহাসিক নামে جمال الاجمال لتوقيف حكم الصلوة بالنعال লিপিবদ্ধ করেছি এবং তার একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ- كمال الاكمال রচনা করেছি। সম্মান ও অপমান প্রথার উপর নির্ভরশীল একটি জিনিস যারা এক সময় মান অথবা অপমান হতো। অন্য সময় হয় না অথবা এক সম্প্রদায়ে হয় অন্য সম্প্রদায়ে হয় না। যেমন আরবে ছোট বড় সকলকে এক বচনের শব্দ দ্বারা সম্বোধন হয়- তুমি বলেছ। এটা সেখানে কোন অপমান নয় আর আমাদের দেশে অপমান। অথবা ইউরোপের শিষ্টাচার হচ্ছে- সম্মানিত ব্যক্তির সাক্ষাতের সময় মাথাখালি রাখা এবং জুতো পড়া আমাদের দেশে এটা শিষ্টাচার বিরোধী। শিষ্টাচার হচ্ছে পা খালি হওয়া এবং মাথায় পাগড়ী থাকা। যখন আমাদের দেশে রূপক রাজ বাদশাহর কাছে জুতো পরে যাওয়া অপমান তাহলে প্রভুর দরবার যা বাজার বাজার দরবার। প্রকৃত মহারাজার ও সত্যিকার বাদশাহর দরবার, তা সম্মানের অধিক অধিক উপযোগী।

প্রশ্ন : রেলগাড়িতে বেঞ্চে বসে পা ঝুলিয়ে ফরজ অথবা বিতর পড়ল নামায হয়েছে কিনা? কেউ এরূপ করছে।

উত্তর : হয় নাই। দাঁড়ানো ফরজ, যতক্ষণ না অক্ষম হবেন রহিত হবে না। ফরজ, বিতর এবং ফজরের সুন্নাত এভাবে পড়লে হবে না।

প্রশ্ন : রেলগাড়িতে এরূপ স্থান কম পাওয়া যায় যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা যাবে।

উত্তর : আমাকে দীর্ঘ সফর করতে হয়েছে আল্লাহর ফজলে পাচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহ পড়েছি। কিয়াম (দাঁড়ানো) ও রুকু রেলগাড়ীতে ভালভাবে হয়। হ্যাঁ, কোন কোন সময় সিজদায় কষ্ট হয় যখন কেবলা বেঞ্চের দিকে হবে। তা এভাবে হতে পারে মাথা ঝুকিয়ে বেঞ্চের নিচে করবে কেবলমাত্র সামান্য কষ্ট

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

করতে হবে তবে এতটুকু নিচে করবেনা ৪৫% কোন দিকে ঝুকে যাবে। ৪৫% অংশের কাচাকাচি বৈধ আছে। একটি রেখার কেন্দ্র বিন্দু থেকে অন্য একটি লম্ব দাড় করাও তা দুটি কোণ তৈরী করবে উক্ত দুকোণের প্রত্যেকটির কেন্দ্র বিন্দু থেকে একটি রেখা দিয়ে উভয়টিকে বিভক্ত কর। ফলে ৪৫+৪৫ পরিমাপের চারটি কোণ হবে। ধরে নাও ক' রেখার কেন্দ্র বিন্দু খ' তার উপর লম্বা খ' বর্ণের দিকটি কেবলা। তাহলে উত্তর দিকে চ' ঙ' পরিমাণ ঝোকা অথবা দক্ষিণে চ' জ' পরিমাণ ঝোকা নামায ভঙ্গের কারণ হবে না যেহেতু কেবলা পরিবর্তন হয় নাই। এর চেয়ে অধিক ঝোকলে কেবলা পরিবর্তন হবে। চিত্রটি এই–

প্রশ্ন : যতগুলো নামায ঐভাবে পড়েছে সে গুলো পুণঃপড়ার প্রয়োজন হবে না কারণ তা অজ্ঞাতসারে পড়েছে। হাঁ, আগামীতে এভাবে পড়া ফরজ।

উত্তর : অজ্ঞতা ফিরিয়ে না পড়ার কারণ হতে পারে না। অজ্ঞতা স্বয়ং পাপ। আমাদের আলেমগণ শরীয়তের বিধানসমূহ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং কুরআনে আজিমে বলেন,

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

-তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদের থেকে জিজ্ঞাসা কর।[৫]

এখন অজ্ঞ ব্যক্তির ভুল সে কেন শিখে নাই এবং কেন জেনে নেয় নাই। উক্ত নামায গুলো ফিরিয়ে পড়া আবশ্য।

প্রশ্ন : অতঃপর কী পরিমাণ ফিরিয়ে পড়া যাবে?

উত্তর : এ পরিমাণ যে প্রবল ধারণা হবে আর বাকী নাই।

[৫]. আল কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ৪৩

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি নামায পড়াল, মুসাল্লা (নামাযের কাপড়) বাঁকা ছিলো। সেও কেবলামুখী হয় নাই, মুসাল্লাও ঠিক করে নাই নামায হয়েছে কিনা?

উত্তর : যদি মুসাল্লার বাকা হওয়া কেবলা থেকে ৪৫% এর মধ্য থাকে তাহলে নামায হয়ে গেল, যদি বেশী হয় তাহলে বাতিল (অতঃপর বলেন) বেরীলির মধ্যে অধিক মসজিদ কেবলা থেকে দুই দুই স্তর উত্তর দিকে বাঁকা আর বোম্বাইর মসজিদ দশ স্তর দক্ষিণ দিকে বাঁকা। পবিত্র শরীয়ত যদি তার অনুমতি না দিত তাহলে লাকো নামায বাতিল হতো। (অতঃপর বলেন) মানুষের কপাল তীরের আকৃতি হওয়ার মধ্যে এ সুবিধাও আছে। যাতে সহজে কেবলার দিকে থাকে। যদি কেবলা থেকে ৪৫% স্তর ফিরেও যায় তারপরও কপালের কোন অংশের সাথে সমান হয়ে যাবে। কপাল যদি সমান্তরাল হতো তাহলে এ লক্ষ্য অর্জিত হতো না। মানুষেরা এটা বুঝেছে যে, পশ্চিম দিকে মুখ করতঃ এভাবে দাঁড়াব দিক নির্ণয় যন্ত্র ডান কাধে হবে। অতঃপর যে দিক চেহরার বরাবর হবে সেটাই কেবলার দিক অথচ এটি বিশ্লেষণ ধর্মী কথা নয় তবে ভারতে কেবলা কাছাকাছি হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন : মহিলাদের নামায পাতলা কাপড় সমূহে হবে কী হবে না?

উত্তর : স্বাধীন রমণীদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর ঢাকা ফরজ তবে চেহরা অর্থাৎ কপাল থেকে থুথুনি এক কানের লতি থেকে অন্য লতি পর্যন্ত (যাতে মাথার চুলের অথবা কানের কোন অংশ অন্তর্ভূক্ত নয় থুথুনির নিচের অংশও অন্তর্ভূক্ত নয়) ইহা ঐক্যমতে নামাযে ঢেকে রাখা ফরজ নয় এবং কুনুই পর্যন্ত উভয় হাত। গিরা পর্যন্ত উভয় পা এগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা আছে। এছাড়া যদি কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশ নামাযে ইচ্ছাকৃত খোলে যদিও এক মুহুর্তের জন্য অথবা অনিচ্ছাকৃত একটি রুকন আদায় পরিমাণ অর্থাৎ তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা পর্যন্ত খোলা থাকে তাহলে নামায হবে না এবং পাতলা কাপড় যেগুলোতে দেহ দেখা যায় অথবা বর্ণ দেখা যায় অথবা মাথার চুলের কালো রং জ্বলে তাহলে নামায হবে না।

সংকলক : এক বন্ধু যার ঝুক ওয়াহাবী আকিদার প্রতি ছিল, সে অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বলেন,

উত্তর : তুমি কী সাধারণ অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ না যা ছিলো এবং যা হবে জ্ঞান (علم ما کان وما یکون) সম্পর্কে, যে রূপ প্রশ্ন হবে তা অনুযায়ী উত্তর দেয়া হবে।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

প্রশ্ন : আমি হুযূর -কে সর্বোত্তম ও শীর্ষস্থানীয় জানি এবং হুযূরকে অন্তরাত্মা আলোকময় জানি তবে তিনি অন্তরের কথা জানেন- এটি মানিনা?

উত্তর : অন্তরাত্মা আলোকিত হওয়ার অর্থ এটি যে, অন্তর সমূহের খবর জানে। (অতঃপর তা প্রমাণের দিকে মনোনিবেশ করেন) পবিত্র কুরআনে আছে-

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ

-হে সাধারণ লোক! আল্লাহর শান নয় যে, তোমাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের উপর অবহিত করবেন। হ্যাঁ নিজ রাসূলদের থেকে নির্বাচন করে নেন যাকে চান।[৬]

এবং বলছেন-

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ۝

-আল্লাহ আলেমুল গায়ব, তিনি নিজ অদৃশ্য জ্ঞানের উপর কাউকে ক্ষমতা দেননা তবে নিজ পছন্দনীয় রাসূলকে।[৭]

কেবলমাত্র অদৃশ্য জ্ঞান প্রকাশ করেন না বরং তাকে অদৃশ্য জ্ঞানের উপর ক্ষমতা দেন। (অতঃপর বলেন) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমদের ঐক্যমত হচ্ছে- যে সব ফযিলত অন্যান্য নবীদের দেয়া হয়েছে সব গুলো সর্বোত্তম পন্থায় ও সর্বোত্তম করে হুযূর -কে দেয়া হয়েছে আহলে বাতেন (আধ্যাত্মিক আলেমগণ) এ বিষয়ে ঐকমত যে সব ফযিলত অন্যান্য নবীদের অর্জিত হয়েছে তা সব হুযূরের প্রদানের কারণে এবং হুযূরের উসিলায়। বুখারী ও মুসলিম প্রণেতা বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِى.

-আমি বন্টনাকারী এবং আল্লাহ তায়ালা দান করেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ সম্পর্কে বলছেন-

[৬]. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৯

[৭]. আল কুরআন, সূরা জ্বীন, আয়াত : ২৬-২৭

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

-এভাবে আমি ইব্রাহিম -কে আসমান ও জমিনের যাবতীয় রাজত্ব দেখাচ্ছি।[৮]

نُرِى শব্দটি সর্বদা ও নতুনত্বের উপর ইঙ্গিত বাহক। যার অর্থ হলো ঐ দেখানো একবারের জন্য ছিলনা বরং সর্বদার জন্য। এই গুণটি হুযূর -এর মধ্যে উত্তমরূপে সাব্যস্ত আছে। হুযূরের প্রদানের কারণে এবং হুযূরের উছিলায় তাঁর সম্মানিত পিতা মহোদয়ের অর্জিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক অন্ধরা ব্যতীত কেউ এটিকে অস্বীকার করবেনা।

আর كَذَٰلِكَ শব্দটি সাদৃশ্যের জন্য যা সাধারণ আরবী জান্তা জানে আর সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে উপমা ও উপমেয় আবশ্যক। উপমা স্বয়ং কুরআনুল করিমে বিদ্যমান অর্থাৎ হযরত ইব্রাহিম আর যার সাথে সাদৃশ্য সে হচ্ছে নবী করিম । মর্মার্থ এ হলো- হে হাবীব! যেভাবে আমি আপনাকে আসমান ও জমিন সমূহের রাজত্ব দেখাচ্ছি ঠিক সেভাবে আপনার উসিলায় আপনার সম্মানিত প্র-পিতামহ হযরত ইব্রাহীম -কে ঐগুলো দেখাচ্ছি এবং কুরআনুল করিমে ইরশাদ করছেন-

وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ

-আমার প্রিয় রাসূল অদৃশ্য বিষয়ে কৃপণ নয়।[৯]

যার মধ্যে যোগ্যতা পান তাকে বলেন। উল্লেখ্য, কৃপণ সে যার কাছে সম্পদ আছে এবং ব্যয় করেনা এবং যার কাছে সম্পদ নেই তাকে কৃপণ কিভাবে বলা হবে?

এখানে কৃপণকে না করা হয়েছে যতক্ষণ কোন জিনিসকে ব্যয় করা হবেনা না করার কী লাভ? তাই বুঝা গেল, হুযূর অদৃশ্য জ্ঞানের উপর অবহিত এবং নিজ অনুগতদের তার উপর অবহিত করেন এবং বলছেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

[৮]. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ৭৫

[৯]. আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত : ২৪

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

-আমি আপনার উপর এ গ্রন্থ প্রত্যেক বস্তুর সু-স্পষ্ট বর্ণনা করে দেয়ার জন্য অবতীর্ণ করেছি।[১০]

تِبْيَانًا বলেছেন بَيَانًا বলেন নাই যে জানা হবে তাতে বস্তুর বর্ণনা এভাবে হয়েছে যাতে কোন ধরনের গোপনীয়তা নেই এবং হাদিসে আছে যেমন ইমাম তিরমিজি ইত্যাদি দশজন সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন। সাহাবাগণ বলেছেন, একদিন আমরা ভোরে ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে উপস্থিত হই। হুযূরের আসতে বিলম্ব হয়েছে-

حَتّٰى كِدْنَا اَنْ نَّرَاى الشَّمْسُ.

-নিকট ছিল যে, সুর্যোদয় হবে।

ইত্যবসরে হুযূর আগমন করেন এবং নামায পড়ান অতঃপর সাহাবাদের সম্বোধন করতঃ বলেন, তোমরা কী জান কেন বিলম্ব হয়েছে? সকলই আরজ করেন, আল্লাহ এবং রাসূল উত্তম জানেন। তিনি বলেন,

أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ.

-আমার প্রভূ সর্বোত্তম পন্থায় আমার কাছে আগমন করেন।

অর্থাৎ আমরা পরস্পর নামাযে ব্যস্ত ছিলাম উক্ত নামাযে বান্দা প্রভুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হচ্ছে এবং সেখানে স্বয়ং মাবুদের আবদের উপর তাজল্লি হন।

قَالَ يَا مُحَمَّدُ فِيمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَاءُ الْأَعْلٰى؟ فَقُلْتُ : لَا أَدْرِي، فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَتَجَلّٰى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ.

-তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ! এ ফেরেশতারা কোন বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করছেন? আমি আরজ করি আমি আপনার শেখানো কী জানব। অতঃপর মহান প্রভু নিজ কুদরতের হাত আমার উভয় কাঁধের মধ্যখানে রাখেন এবং তার শীতলতা আমি আমার বক্ষে পাই এবং আমার সম্মুখে প্রত্যেক জিনিস উজ্জ্বল হয়ে গেল এবং আমি জেনে নিলাম।

শুধু এটির উপর শেষ করেনি যে কোন ওয়াহাবী ভদ্রলোকের এটি বলার সুযোগ না থাকে যে, كُلُّ شَيْءٍ দ্বারা উদ্দেশ্যে শরীয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক জিনিস বরং এক বর্ণনায় বলেন, مَا فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 'আমি জেনে নিয়েছি যা

[১০]. আল কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ৮৯

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

কিছু আসমান ও জমিনের মধ্যে আছে।' অপর বর্ণনায় বলেন, فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 'আমি জেনে নিলাম যা কিছু পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আছে।'

এ তিনটি বর্ণনাই বিশুদ্ধ। তিনটির শব্দসমূহ হুযূর থেকে সাব্যস্ত অর্থাৎ আমি জেনে নিলাম যা কিছু আসমান ও জমিনের মধ্যে আছে। এবং যা কিছু পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আছে প্রত্যেক জিনিস আমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে গেল এবং আমি চিনে নিলাম এবং উজ্জ্বল হওয়ার সাথে চিনে নেয়া এ জন্য বলেছে যে কখনো জিনিস পরিচিত হয় দৃষ্টির সামনে হয় না এবং কখনো দৃষ্টির সামনে হয় এবং পরিচিত হয় না। যেমন হাজার মানুষের মজলিশকে ছাদের উপর থেকে দেখ তারা সব তোমার দৃষ্টির সামনে তবে এদের অনেককে তুমি চিনবেনা। এজন্য ইরশাদ করেন জগতের সমুদয় বস্তু আমার দৃষ্টির সামনেও হয়ে গেল এবং আমি চিনেও নিয়েছি যে, তাদের না কেউ আমার দৃষ্টির বাইরে রইল, না জ্ঞানের বাইরে রইল।

মুসলমানগণ দেখুন! দলিল সমূহে অহেতুক তাবিল ও নির্দিষ্ট করা বাতিল এবং শ্রুত নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, প্রত্যেক জিনিসের স্পষ্ট বর্ণনার জন্য এ গ্রন্থটি আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি। নবী ﷺ বলেন, প্রত্যেক জিনিস আমার উপর উজ্জ্বল হয়ে গেল এবং আমি চিনে নিলাম। তাহলে নিঃসন্দেহে এ দেখাও চেনা যাবতীয় গুপ্ত ও লওহে লিপিবদ্ধকে অন্তর্ভূক্ত করেছে যাতে আদি অনন্তের প্রথম দিন থেকে শেষ দিনের এবং অন্তর ও হৃদয়ের যাবতীয় অন্তর্ভূক্ত। এ কারণে তাবরানী এবং নাঈম বিন হাম্মাদ ইমাম বুখারীর শিক্ষক এবং অন্যান্যরা আবদুল্লাহ বিন ওমর رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন-

إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّيْ هٰذِهِ.

-নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার সামনে দুনিয়া উঠান আমি তা এবং তাতে কিয়ামত অবধি যা কিছু হবে সব দেখতেছি যেন আমি আমার এ হাত দেখছি।[১১]

[১১]. কান্‌যুল উম্মাল, ১১/৩৭৮, হাদীস : ৩১৮১০

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

হুযূরের সদকায় আল্লাহ তায়ালা হুযূরের গোলামদের মর্যাদা দান করেছেন। জনৈক বুজুর্গ বলেন, সে প্রকৃত পুরুষ নয় যে সম্পূর্ণ পৃথিবী হাতের মত না দেখে তিনি সত্য বলেছেন, নিজের মর্যাদা প্রকাশ করেছেন। এরপর শাইখ বাহাউল মিল্লাত ওয়াদদ্বীন কুদ্দিসা সির রুহুল আজিজ বলেন, আমি বলছি পুরুষ তিনি নয় যিনি সমগ্র জগতকে আঙ্গুলের নখের ন্যায় দেখবেন না এবং তিনি বংশে হুযূরের শাহজাদা এবং সম্পর্কে হুযূরের একজন শীর্ষ স্থানীয় পাদুকা বহণকারী। হুযূর সৈয়্যদুনা গাউছে আজম কাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফে বলেন,

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللهِ جَمْعًا ☆ كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِ

-আমি আল্লাহর সমগ্র শহরকে সরিষা দানার মত প্রত্যক্ষ করেছি।

এ দেখাটি কোন বিশেষ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিলনা বরং ক্রমাগত ও অব্যাহতই এ বিধান। তিনি বলেছেন-

إِنَّ بُؤْبُؤَةَ عَيْنِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ.

-আমার চোখের পুতলি লাওহ মাহফুজে সংযুক্ত।

লওহ মাহফুজ কী? সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾

-প্রত্যেক ছোট বড় বস্তু লিপিবদ্ধ আছে।[৩৬]

এবং বলছেন-

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴿٣٨﴾

-আমি কিতাবে কোন জিনিসই বাদ দিইনি।[৩৭]

অন্যত্রে বলছেন-

وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

-সিক্ত ও শুষ্ক এমন কোন জিনিস নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে নেই।[৩৮]

[৩৬]. আল কুরআন, সূরা কামার, আয়াত : ৫৩
[৩৭]. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ৩৮
[৩৮]. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ৫৯

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

লওহে মাহফুজের এ অবস্থা যে, তাতে সমুদয় সৃষ্টি প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে তাই যার এর জ্ঞান আছে তার কাছে নিঃসন্দেহে সমুদয় সৃষ্টি জগতের জ্ঞান হবে।

প্রশ্ন : জোহরের সময় কতক্ষণ পর্যন্ত থাকে?

উত্তর : ইমাম আযম -এর মাযহাব অনুসারে মূল ছায়া ব্যতীত দুই গুণ পর্যন্ত থাকে এবং এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত।

প্রশ্ন : যদি এক গুণের ভেতর জোহর পড়া যায় এবং দু'গুণের পর আছর তাহলে ভাল হবে যে, সব ইমামের অভিমত সমন্বিত হবে।

উত্তর : হ্যাঁ, উত্তম। ইমাম আযম ও সাহেবাইনের অভিমত সমন্বিত হবে। সব ইমামের অভিমত সমন্বিত করা অসম্ভব। শাফেয়ী মতাবলম্বী ইত্তাখরী প্রবক্তা হচ্ছে দ্বিগুণের পর কোন নামাযের সময়ই থাকে না।

মৌলভী আমজাদ আলী সাহেব : জোহরে বিলম্ব গ্রীষ্মকালে মুস্তাহাব। তা অতি গরম চলে যাওয়া পর্যন্ত। যেমন হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে-

أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

প্রশ্ন : হ্যাঁ, এক গুণ পর্যন্ত কখনো তাপে তারতম্য হবেনা এটি উঁচু স্তরের বিশুদ্ধ হাদিস। ইমামের উচ্চ স্তরের দলিল তাকে সুস্পষ্ট করে দিল। বুখারীর হাদিস- আবু জর একটি ঘরে উপস্থিত ছিলেন। মুয়াযযিন আযান দিয়ে তার খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, ابرد 'সময় ঠান্ডা কর।' অতঃপর কিছুক্ষণ পর পুণঃ উপস্থিত হন। তিনি বলেন, ابرد 'সময় ঠান্ডা কর', অতঃপর কিছুক্ষণ পর পুণঃ উপস্থিত হন। তিনি বলেন, ابرد 'সময় ঠান্ডা কর।' حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ 'অবশেষে টিলার ছায়া তার সমান হয়'। সে সময় নামায আদায় করেন। স্বয়ং শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমামগণ সুস্পষ্ট বর্ণনা করছেন টিলা সমূহের ছায়া ঐ সময় শুরু হয় যখন অধিকাংশ সময় জোহর শেষ হয়ে যায় তাহলে তার সমান কখন হবে নিশ্চিতভাবে বিলম্বের প্রথম গুণ যখন শেষ হয়ে গেল। প্রথম গুণ প্রবক্তাদের কাছে এ বিশুদ্ধ হাদিসের মোটেও কোন উত্তর নেই। মুকাল্লিদ বিরোধীদের ইমাম নজির হোসাইন দেহলভী 'মে'য়ারুল হক্কে' যে গলাকাটা কথা বলেছেন এবং হাদিস নিয়ে যে তামাশা ও বিদ্রুপ করেছেন তার খণ্ডন আমার কিতাব 'হাযিজুল বাহরাইনে' দেখুন।

প্রশ্ন : যদি দ্বি-গুণের পূর্বে আসর নামায পড়া যায় তাহলে হয়ে যাবে।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর : হ্যাঁ, সাহেবাইনের নিকট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আবার পড়া কী ওয়াজিব হবে না?

উত্তর : ফরজ হবেনা। উক্ত অভিমতের উপর ফতোয়া দেয়া হয়েছে যদিও বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ইমাম আযম -এর অভিমত।

প্রশ্ন : সব মতানৈক্য পূর্ণ মাসয়ালার এটিই বিধান।

উত্তর : না, বরং যে ফতোয়ায় মতানৈক্য আছে তার বিধান হচ্ছে- অভিমতের উপরই আমল করা হোক বা না হোক হয়ে যাবে এবং যেহেতু আলেমগণ উভয় দিকে গিয়েছেন এবং উভয় মতের উপর ফতোয়া দিয়েছেন তাই যার উপরই আমল করা হবে হয়ে যাবে। তবে যে ইমামের অভিমতের প্রাধান্যে বিশ্বাসী তার বেঁচে থাকা উচিত। পবিত্র উভয় হেরমে এখন কয়েক বছর থেকে হানাফী মুসাল্লায় আসরের নামায দ্বিতীয় গুণে হচ্ছে। ফজর নামায ব্যতীত সব নামায প্রথম হানাফী মুসাল্লায় হতো। শাফেয়ী মতাবলম্বী অভিযোগ করেন যে, "আমাদের জন্য আসর সময় আমাদের মাযহাবের দৃষ্টিতে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে" তার পরিপ্রেক্ষিতে এটি হয় নাই যে, আসরের নামায ফজরের নামাযের মত বিলম্বে হবে। অগ্রে রাখা হয়েছে, দ্বিতীয় গুণে করে দেয়া হলো। এবার হজ্বের এই নতুন কাজটি দেখলাম। আমি এবং মক্কার শীর্ষস্থানীয় হানাফী আলেমগণ যেমন মাওলা শেখ সালেহ কামাল মুফতি হানাফী, মাওলানা সৈয়্যদ ইসমাঈল উক্ত জামাতে শরীক হতেন নফলের নিয়তে, অতঃপর হানাফী সময় অনুযায়ী নিজেদের জামাত করতেন যাতে ঐ শীর্ষ স্থানীয় আলেমগণ এ অধমকে ইমামতির জন্য বাধ্য করতেন।

প্রশ্ন : জুমা যদি ঠিক সূর্য ঢলার সময় পড়া যায় তাহলে হবে কী না?

উত্তর : না ফিকহ গ্রন্থসমূহ বাহার ইত্যাদির মধ্যে স্পষ্ট আছে- জুমা জোহরের অনুরূপ।

প্রশ্ন : ঢলার সময় নামায মাকরূহ হওয়া এ ভিত্তির উপর যে জাহান্নাম উজ্জ্বল করা যাচ্ছে এটি হাদিসে আছে। অন্য হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে- তিনি বলেন, জুমার দিন জাহান্নামকে জ্বালানো যায় না। তাই উচিত হচ্ছে- ঢলার সময় মাকরূহ না হওয়া কেননা প্রতিবন্ধক বিদ্যমান নেই।

উত্তর : এটি ঐ সময়ের নফল সমূহের মাকরূহের মধ্যে প্রচলিত হতে পারে। ফরজ নামায সমূহের প্রথম ও শেষ সময় নির্ধারিত। প্রথম সময়ের পূর্ব বাতিল এবং শেষ সময়ের পর কজা হয়ে যায়। যেমন ফজর নামাযের প্রথম সময়

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ফজর হওয়া। তার পূর্বে শুরু করেছে তাহলে নামায নিশ্চিত ভাবে হবে না। মাকরূহ সময় নয় বলে সময়ের পূর্বে ফরজ নামাযকে জায়েয করে না। অনুরূপ জুমার দিন জাহান্নাম জ্বালানো হবেনা। যদি সাব্যস্ত ও হয় তাহলে তা শুধু মাকরূহ নয় বলে সাব্যস্ত করে। জুমা যার শুরু সূর্য ঢলার পর তা তার সময়ের পূর্বে জায়েয করে না। হ্যাঁ, নফল নামাযের ক্ষেত্রে এ হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম আবু ইউসুফ জুমার দিন সূর্য ঢলার সময় মাকরূহ হওয়া মেনে নেন নাই। আশবাহর মধ্যে তাকে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে। তবে এ হাভী কুদসী (আশবাহ গ্রন্থকার) সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে- হাভী প্রণেতা ইউসুফী মাযহাবের লোক, প্রত্যেক স্থানে ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতকে لا ناخذ به বলতেন। আমাদের ইমাম আযম -এর মাযহাব যার আলোকে সমুদয় মূল গ্রন্থও ব্যাখ্যা গ্রন্থের ভাষ্য তা হচ্ছে- সাধারণভাবে নিষিদ্ধ এবং এটিই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

সংকলক : আজ হযরত মাওলানা ওয়াসি আহমদ সাহেব মুহাদ্দিস সুরতী (যাকে আলা হযরত মুদ্দা জিল্লুহুল আলী الاسد الاسد الاشد বলে সম্বোধন করছেন) এবং জনাব মাওলানা মৌলভী হামদুল্লাহ সাহেব পেশাওয়ারী ও পবিত্র দরবারের মেহমান হন। দুপুর বেলা, এ সম্মানিত অতিথি বৃন্দ এবং হযরত কেবলা দুপুরের খাবারের সামনে। মাওলানা মৌলভী হাকিম আমজাদ আলী সাহেব ও উপস্থিত এবং দাওয়াতে অংশ নিয়েছেন। বেরেলীর পানির অপবিত্রতার আলোচনা হয়। এরই প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেন, পানি আল্লাহ তায়ালার বড় নি'মত। যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বান্দাদের উপর দয়ার কথা বলেছেন। এক স্থানে বিশেষ করতঃ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ নির্দেশনা দেন।

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ
نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

-তোমরা কী দেখেছ যে পানি তোমরা পান করছ তোমরা কী তা মেঘমালা থেকে অবতারণ করেছ না কি আমি অবতীর্ণ করেছি। আমি

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

যদি ইচ্ছা করি তা ভীষণ লবণাক্ত করে দিতে পারি অতঃপর তোমরা
কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ না?[১৫]

(আপনার সম্মানজনক বদান্যতার জন্য আমরা সর্বদা আপনার প্রশংসারত হে আমাদের প্রভু) হুযুর ﷺ কখনো আহার, পানাহার ও পরিধানের কোন জিনিস কারো কাছে চাননি তবে শীতল পানি দু'বার চান। একবার চান: রাতের বাসি খাবার আন। আমি মদিনা তৈয়্যবা থেকে উত্তম পানি কোথাও পাইনি। সেবকগণ সেবার জন্য কলসী সমূহে পানি ভরে রাখতেন। গ্রীষ্মকালে এ পবিত্র শহরের শীতল সমীরণ মদিনার পানি কে এত শীতল করে দিত যে সম্পূর্ণ বরফ মনে হতো। উত্তম পানির তিনটি গুণ ঐগুলো তাতে উত্তমভাবে বিদ্যমান ছিলো। একটি গুণ হচ্ছে- পাতলা হওয়া। মদিনার পানি এত হালকা হয় পান করার সময় গলদেশে তার শীতলতা অনুভব হতো অন্য কিছু নয় যদি তার শীতলতা না হতো তাহলে তার পার হওয়া একেবারেই টের পাওয়া যেত না।

দ্বিতীয় গুণ : সুস্বাদু মিষ্টান্ন হওয়া। ঐ পানি অতি উচ্চ স্তরে মিষ্ট। এরূপ মিষ্টি আমি কোথাও পাই নাই।

তৃতীয় গুণ : শীতলতা। এটিও ঐ পানিতে উত্তমভাবে ছিলো। আমার অভ্যাস হচ্ছে খাবারের সময় পানি পান করা আহার ঘরে সাঙ্গ করা হয় জীবন রক্ষাকারী পানি মসজিদে। তাই খাবারের প্রাক্কালে পানি পান করতাম না আহারের পর প্রাণ প্রিয় মসজিদে এতেকাফের মানসে উপস্থিত হই, সরকারী বখশিস থেকে মনে প্রাণে পানি পান করি। প্রত্যেক মসজিদের উপস্থিতিতে এতেকাফ হয়ে থাকে। পানি পানের জন্য এতেকাফ হতোনা বরং এটি তার ফল স্বরূপ। যে ই'তেকাফ করেনা তার জন্য মসজিদে আহার পানাহার জায়েয নেই।

প্রশ্ন : আহার পানাহারের জন্য ইতিকাফ জায়েয?

উত্তর : ইতিকাফ কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণের জন্য করা হয়, আনুসাঙ্গিক তার উপকারিতা অনেক হতে পারে। যেমন রোজা সম্পর্কে হাদিসে আছে-

صُوْمُوْا تَصِحُّوْا.

-রোজা পালন করো সুস্থ হয়ে যাবে।

১৫. আল কুরআন, সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৬৮-৭০

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

এটা হতে পারে না যে, রোজা সুস্থ হওয়ার নিয়্যতে রাখা হবে বরং রোজা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য হয় এবং সুস্থতার সুফল ও তার থেকে আনুসাঙ্গিকভাবে অর্জিত হবে। অনুরূপ হাদিসে আছে-

حُجُّوْا تَسْتَغْنُوْا.

-হজ্ব করো ধনী হয়ে যাবে।

এ হাদিস দ্বারা সম্পদ অর্জনের আশায় হজ্ব করা যাবে না। বরং হজ্ব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে তাতে সম্পদ লাভের সুফলটি ও অন্তর্নিহিত আছে। অতএব যেভাবে এ দু'টি আল্লাহর জন্য হয় সুস্থতা ও ঐশ্বর্যতা উভয়ের আনুষাঙ্গিক। ঠিক একইভাবে ইতিকাফ আল্লাহ তায়ালার জন্য হবে আহার পানাহারের বৈধতা আনুসাঙ্গিক। ফতোয়া আলমগীরি ইত্যাদিতে আছে যদি মসজিদে নিদ্রা যেতে চায় ই'তিকাফের নিয়ত করবে কিছুক্ষণ আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকবে অতঃপর যা ইচ্ছা করবে।

সংকলক : খাওয়া দাওয়া শেষে ডাক যোগে আসা পত্র সমূহ বের করার নির্দেশ দেন। ডাক যোগে আসা পত্রসমূহ বের করা হলো। মাওলানা মৌলভী হাকীম মুহাম্মদ আমজাদ আলী সাহেব পত্র সমূহ পড়া শুরু করেন। (আলা হযরত) উত্তর দিতে লাগলেন, মাওলানা লিখতে লাগলেন। তন্মধ্যে একটি পত্র হযরত সৈয়্যদ শাহ নূর আলম মিয়া সাহেবের ছিলো।

তিনি লিখেন, একটি সমস্যার সমাধান চাই, লজ্জা হচ্ছে কোন ধর্মীয় মাসয়ালা হত যাতে আমার পূণ্য হত এবং আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট হতো না তাহলে আমি জেনে নিতাম। এটি ধর্মীয় মাসয়ালা নয়। দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন আপনার যথাযথ হলে তাহলে আমার ভাবনা থাকতনা। যে বিষয় জানতে চাই তাও আপনার মহান মর্যাদার অনেক নিচে। যা হোক আপনি এমন যে প্রত্যেক বিষয়ের পরিপূর্ণ উপকারিতা আপনার দ্বারা লাভ করা যায়। পূর্ণ আকিদা, আশা, আস্থা নিয়ে সওদার পংক্তি যা বর্তমান সময়ে সর্বত্র আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে তার অর্থ সম্পর্কে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আমি আপনার সমীপে পেশ করছি।

ہوا جب کفر ثابت ہے یہ تمغائی مسلمانی ◈ نہ ٹوٹے شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی

কিছুই বুঝে আসছেনা, এ অধম কর্তৃক এ জাতীয় প্রশ্নে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করা বড়ই অসদাচরণ। তবে কি করব আপনি এমন ব্যক্তিত্ব যিনি এ জাতীয় সমস্যা সমাধান করে দেন। তাই আপনাকে প্রত্যেক বিষয়ের নেতৃত্বস্থানীয় ও

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

মহাজ্ঞানী মনে করছি। আল্লাহ তায়ালা আপনার বিদ্যমান থাকা স্থায়ী ও সৌভাগ্যবান করুন।

إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ

-তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিশালী এবং গ্রহণ করা তার শান।

এ পংক্তির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শাব্দিক বিন্যাস, সারমর্ম ও উদ্দিষ্ট অর্থ কোন ছাত্রের মাধ্যমে পৌছানোর সদয় ব্যবস্থা করে দিলে আমরা কৃতার্থ হব। আমরা সকলই আপনার ব্যাখ্যা ও শাব্দিক বিশ্লেষণ অপেক্ষায় আছি।

মাওলানা আমজাদ আলী সাহেব : হুযূর! তার কী উদ্দেশ্যে ও অর্থ?

উত্তর : অনেক সহজও স্পষ্ট। ঠিক আছে তার উত্তর লিখ এবং এ ডাকে প্রেরণের ব্যবস্থা কর।

সংকলক : অতঃপর হযরত কেবলা মুদ্দাজিল্লুহুল আলী এ উত্তর লিখে প্রেরণ করে দেন।

জনাব! সদাশয় লক্ষ্য করুন! কবিতার প্রকাশ্য অর্থ যতটুকু করি সম্ভবত: উদ্দেশ্যে করেছে কেবলমাত্র এটুকু সামঞ্জস্য দেখছি: সুলায়মানী বিজ্ঞানে যার তসবীহ আবেদ ও জাহেদগণ রাখেন জুন্নারের আকৃতিতে বিদ্যমান তা রাখা দারিদ্রতার প্রতীক সাব্যস্ত হয় কবি সুন্নী মতাদর্শী ছিলনা। মন্দ ধারণা ব্যতীত সে আর কিছু বুঝতে পারে নাই।

আসলে এটি ছিলো একটি বাজে অর্থ। তবে হঠাৎ তার কলম থেকে এমন একটি শব্দ বের হলো যা উক্ত কবিতার লাইনটিকে অর্থপূর্ণ ও সার-সংক্ষেপ করেদিয়েছে। তা কি অর্থাৎ زنار শব্দটি যা কাফেররা বাধে। زنار যা এক টানে ছিড়ে যায়। সুলায়মানী দর্শনে/বিজ্ঞানে তার চিত্র আছে। যতক্ষণ গোল টুকরা থাকবে বিদ্যমান থাকবে। অনুরূপ কুফুরী দু'প্রকার।

এক. অস্থায়ী কুফুরী যা কাফেরদের কুফুরীকে নির্দেশ করে যার শাস্তি স্থায়ী ভাবে জাহান্নামে অবস্থান করা। প্রত্যেক কাফের মৃত্যুর পর তা থেকে ফিরে আসে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

-তারা আল্লাহ ব্যতীত অনেক প্রভু গ্রহণ করেছে যাতে তারা তাদের জন্য সম্মান জনক হয়, তা কখনো হবে না শীঘ্রই তারা তাদের উপসনাকে অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।[১৬]

দুই. স্থায়ী কুফুরী যা সব সময় বিদ্যমান থাকবে বিশেষজ্ঞরা যাকে ঈমানের অংশ বিশেষ বলেছেন যেমন কুরআন আজিম এ ইরশাদ করেন,

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

-যে শয়তানকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে সে অবশ্যই শক্ত গিরা ধরেছে যা কখনো খুলবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।[১৭]

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে বলেছে-

إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ ﴿٤﴾

-আমরা তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট, আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের প্রভুদের থেকে আমরা তোমাদের অস্বীকার করি।[১৮]

বিশুদ্ধ হাদিসে আছে- যখন বৃষ্টি বর্ষণ হয় এবং মু'মিনীন বলে আমরা আল্লাহর ফজল ও রহমতে বৃষ্টি পেলাম এদিকে আল্লাহ বলেন, "আমার উপর বিশ্বাস রাখছে প্রকৃতিকে অস্বীকার করছে।" তাগুত, শয়তান, ভূত এবং যাবতীয় ভ্রান্ত প্রভুর প্রতি মুসলমানদের এ অস্বীকার ও কুফুরী অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে বিপরীত কাফেরদের কুফুরী। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তাদের কুফুরী কিয়ামত বরং বরজখ ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হলে যখন আজাবের ফেরেশতা দেখবে দূরীভূত হয়ে যাবে তবে কোন লাভই হবে না। কী এখন অথচ ইতোপূর্বে অবাধ্য ছিলে। এখন লাইনটির অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেল যা বিদ্যমান ও স্থায়ী কুফুরী তা মুসলমানদের প্রতীক বরং ঈমানের অংশ। বিপরীত অস্থায়ী কুফুরী।

সংকলক : ঐ সময় উক্ত হাফেজ সাহেব উপস্থিত ছিল যে ঐ ওয়াহাবী আকিদার মানুষটি এনেছিল যে অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল।

---

[১৬]. আল কুরআন, সূরা মরয়াম, আয়াত : ৮১-৮২

[১৭]. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬

[১৮]. আল কুরআন, সূরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৪

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

প্রশ্ন : হুযূর! ঐ ব্যক্তি যখন এখান থেকে গেল রাস্তার মধ্যে বলতে লাগল যে, আলা হযরতের কথাগুলো আমার অন্তর কবুল করেছে, এখন আমি ইনশা আল্লাহ তার মুরিদ হব।

উত্তর : দেখ নম্রতার যে উপকারিতা তা কঠোরতায় কখনো অর্জন হতে পারে না। যদি ঐ ব্যক্তির প্রতি কঠোর ব্যবহার করা হতো তাহলে কখনো এ কাজ হতো না। যে সব লোকের আক্বিদা দোদুল্যমান তাদের প্রতি যেন নম্র ব্যবহার করা হয় তারা সঠিক পথে এসে যাবে। ওয়াহাবীদের এসব বড় বড় নেতাদের প্রতি ও প্রথমে নম্র আচরণ করা হয়েছিলো যেহেতু তাদের হৃদয়ে ওয়াহাবীবাদ শক্ত অবস্থান নিয়েছে এবং আল্লাহর বাণী- ثُمَّ لَا يَعُودُونَ (অর্থাৎ পূণ:তারা প্রত্যাবর্তন করবেনা) এর প্রতিফলন হয়েছে। সেহেতু তারা সত্য মেনে নেয়নি। তখন কঠোরতা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ

-হে নবী! কাফেরও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করুণ এবং তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করুন।[১৯]

এবং মুসলমানদের বলেছেন- وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً (তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়) জনৈক ব্যক্তি হুযূর ﷺ-এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, হে আল্লাহ রাসূল! আমার জন্য ব্যভিচার হালাল করুন। সাহাবাগণ তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন যে, পবিত্র দরবারে এসে এ ধরনের অসদাচরণ। হুযূর নিষেধ করেন তাকে বলেন কাছে এসো, সে কাছে আসল। তিনি বলেন, আরো কাছে এসো অবশেষে তার হাটু পবিত্র হাটুর সাথে মিলিত হল। তখন বলেন, তুমি কি চাও যে, কোন মানুষ তোমার মার সাথে ব্যভিচার করুক, সে বলল, না, তিনি বলেন, তোমার কন্যার সাথে, সে বলল, না, তিনি বলেন, তোমার বোনের সাথে, সে বলল, না, তিনি বলেন, তোমার ফুফুর সাথে, সে বলল, না, তিনি বলেন, তোমার খালার সাথে, সে বলল, না, তিনি বলেন, যার সাথে তুমি ব্যভিচার করবে সেও কারো মা অথবা কন্যা অথবা খালা অথবা বোন অথবা ফুফু। নিজের জন্য যা পছন্দ করনা তা অন্যের জন্য কেন পছন্দ করছ? পবিত্র হাত তার বক্ষে মারেন ও দোয়া করেন যে, 'প্রভু! ব্যভিচারের

[১৯]. আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ৭৩

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ভালবাসা তার অন্তর থেকে বের করে দিন।' উক্ত লোকটি বলছে- যখন আমি উপস্থিত হয়েছিলাম তখন ব্যভিচারের চেয়ে প্রিয় কোন জিনিস আমার নিকট ছিলনা এখন তার চেয়ে ঘৃণিত কোন জিনিস আমার কাছে নেই। অতঃপর হুযূর ﷺ বলেন, আমার তোমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন কারো উট হেরে গেল মানুষ তা ধরার জন্য পেছনে ছুটছে যত তারা দৌড়াচ্ছে তা অধিক দৌড়ছে। তার মালিক বলল, তোমরা থেমে যাও, আমি তাকে ধরার পদ্ধতি জানি। এক মুষ্টি সবুজ ঘাস নিয়ে আদর মাখা সূরে উঠের কাছে যায় এবং তাকে ধরে ফেলে। তাকে বসিয়ে তার উপর আরোহণ করে। তিনি বলেন, ঐ সময় যদি তোমরা তাকে হত্যা করে দিতে তাহলে জাহান্নামে যেতে।

প্রশ্ন : হুযূর! আমার কিছু পাওনা এক ব্যক্তির উপর আছে সে দিচ্ছেনা?

উত্তর : এ যুগে কর্জ দিয়ে এটি মনে করা যে, উসুল হয়ে যাবে একটি দুষ্কর খেয়াল। আমার পনের শত টাকা মানুষের উপর পাওনা আছে। যখন কর্জ দিয়েছি মনে করেছি যে, দিয়ে দিলাম কখনো চাইব না। যারা কর্জ নিয়েছে তাদের দেয়ার চিন্তা ভাবনাও নেই। অতঃপর তিনি নিজেই বলেছেন যখন এমনি কর্জ দিচ্ছি তাহলে কেন দান করছিনা। তার কারণ এই যে, হাদিস শরীফে এরশাদ হচ্ছে- যখন কারো অন্যের কাছে পাওনা থাকে এবং প্রদানের দিন-ক্ষণ অতীত হয়ে যায় তাহলে প্রতিদিন ঐ পরিমাণ টাকা দান করার সওয়াব পাওয়া যাবে যে পরিমাণ কর্জ ছিল। উক্ত মহান পূণ্য লাভের আশায় কর্জ দিয়েছি, দান করি নাই যে, পনের শত টাকা দৈনিক কিভাবে দান করতাম।

প্রশ্ন : হুযূর! হাফেজ কতজনের জন্য সুপারিশ করবে? শুনা গেছে যে, নিজের প্রিয়জনদের থেকে দশ ব্যক্তির জন্য?

উত্তর : হ্যাঁ, তার মাতা পিতাকে কিয়ামতের দিন এমন সম্মানের টুপি পরানো হবে যা দ্বারা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে। শহিদ পঞ্চাশ জনের, হাজী সত্তর জনের, আলেমগণ অগণিত মানুষের সুপারিশ করবে এমনকি আলেমদের সাথে যাদের সাধারণ সম্পর্ক ও হবে তাদের ও সুপারিশ করবে। কেউ বলবে, আমি অজুর জন্য পানি দিয়েছি, কেউ বলবে, আমি অমুক কাজ করে দিয়েছিলাম। মানুষের হিসাব-নিকাশ চলতে থাকবে তাদের বেহেশতে পাঠানো হবে। আলেমদের হিসাব কখন যেন শেষ হয়ে গেল, তাদেরকে আটকিয়ে রাখা হবে। তারা বলবেন, প্রভু! মানুষেরা চলে যাচ্ছেন, আমাদের কেন আটকিয়ে রাখা হলো। তিনি বলবেন, যেতে পারবে। তোমরা আমার

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

কাছে ফেরেশতাদের মত। সুপারিশ কর। তোমাদে সুপারিশ দ্বারা মানুষদের কে মাফ করা হবে। প্রত্যেক সুন্নি আলেমকে বলা হবে, তোমাদের ছাত্রদের জন্য সুপারিশ করো যদিও তারা আকাশের নক্ষত্রের সমকক্ষ হয়।

প্রশ্ন : হুযূর আকদাসের পবিত্র নাম কি?

উত্তর : হুযূরের সত্ত্বাগত নাম দু'টি। পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহে আহমদ এবং কুরআন করিমে মুহাম্মদ। হুযূর ﷺ-এর গুণবাচক নামক অনেক অগণিত। আল্লামা আহমদ খতিব কুস্তলানী رحمه الله পাঁচশত একত্রিত করেছেন। সিরতে সামীতে তিনশত অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। আমি ছয়শত আরো বৃদ্ধি করেছি সর্বমোট ১৪০০ হয়েছে। হুযূরের নাম প্রত্যেক স্তরে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক। সমুদ্রে এক ধরনের নাম এবং পর্বত সমূহে অন্য ধরনের।

প্রশ্ন : এ অধিক নাম অধিক গুণের উপর ইঙ্গিত করছে?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : প্রত্যেক স্তর, প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক নাম হওয়া এজন্য যে, প্রত্যেক স্তরে হুযূরের এক বিশেষ অবস্থান আছে। যে স্থানে গুণের প্রকাশ হয়েছে তার সঙ্গত নাম আছে।

উত্তর : এটিই। (অতঃপর বলেন) ইঞ্জিল শরীফে অনেক আয়াত আছে যা হুযূরের গুণাবলী বর্ণনা করছে যদিও খৃষ্টানরা অনেক পরিবর্তন করেছে। ঐ সব আয়াত যা হুযূরের গুণাবলী সম্পর্কে ছিলো বের করে দিয়েছে তবে যে বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ করতে চান তাকে হ্রাস করতে পারেন। অনেক আয়াত এখনো রয়ে গেছে তবে ঐ গুলো নিয়ে গবেষণা করছেনা অনুরূপ তাওরীত ও যবুরের মধ্যেও।

সংকলক : এক বন্ধু শাহজাহানপুর থেকে হুযূরের কাছে আসেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি এবং কিছু দেওবন্দী রচিত পুস্তকও দেখেছি যে, হুযূর আপনি নবী ﷺ-এর জ্ঞানকে আল্লাহ করিম এর জ্ঞানের সমকক্ষ বলছেন। তবে যেহেতু বিষয়টি বোধগম্য হচ্ছেনা তাই আমি ইচ্ছা করেছি যে হুযূরের সাক্ষাত লাভে ধন্য হব এবং উক্ত বিষয়ে যা কিছু ভাবনায় আসে জিজ্ঞাসা করব।

উত্তর : তার মীমাংসা কুরআন আজিম করেছে-

فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ ۝

যা আমার আকিদা তা আমার গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ করেছি ঐ গ্রন্থ সমূহ ছাপানোও হয়েছে কোথাও তার কোন নাম নিশানা থাকলে কেউ দেখান।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অদৃশ্যজ্ঞান বিষয়ে এ আকিদা যে, আল্লাহ তায়ালা হুযূরকে অদৃশ্যজ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা বলেন,

وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝

-আমার প্রিয় রাসূল অদৃশ্য বিষয়ে কৃপণ নন।[২০]

তাফসীর মুয়ালিমুত তানযিল ও তাফসীর খাযেন-এ আছে অর্থাৎ হুযূরের অদৃশ্য জ্ঞান আছে। তিনি তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। ওয়াহাবী ও দেওবন্দীদের ধারণা এই যে, কোন অদৃশ্য জ্ঞানের অবগতি হুযূরের নেই। নিজের পরিণতির ও জ্ঞান নেই, দেয়ালের পিছনেরও খবর নেই বরং হুযূরের জন্য অদৃশ্য জ্ঞান মানা শিরক। শয়তানের জ্ঞানের ব্যাপকতা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং আল্লাহর প্রদানের দ্বারাও হুযূরের অদৃশ্য জ্ঞান হতে পারে না। বরাবর বা সমতা তো দূরের কথা আমি আমার কিতাব সমূহে স্পষ্ট বলেছি যে, যদি পূর্বাপর সমুদয়ের জ্ঞান একত্রিত করা হয় তাহলে উক্ত জ্ঞান প্রভুর জ্ঞানের সাথে ঐ সম্পর্ক কখনো হতে পারেনা যা একটি বিন্দুর এককোটি ভাগের এক ভাগের সম্পর্ক এক কোটি সমুদ্রের হয়। এটি অসীমের সাথে সসীমের সম্পর্ক এবং তিনি অসীম, সসীমের সাথে কিভাবে সম্পর্ক হতে পারে।

প্রশ্ন : সদকার জন্তু জবেহ না করে সদকা ব্যয়ের কোন খাতে দেয়া গেলে তা বৈধ না কী অবৈধ?

উত্তর : যদি সদকা আবশ্যকীয় হয় এবং ওয়াজিবটি বিশেষ যবেহ সংক্রান্ত হয় তাহলে যবেহ ব্যতীত আদায় হবে না তবে ঐ অবস্থায় যে, যবেহের জন্য সময় নির্দিষ্ট ছিল যেমন কুরবানীর জন্য জিলহজ্ব মাসের দশ, এগার ও বার তারিখ এবং উক্ত সময় চলে গেল এখন জীবিত সদকা করা যাবে।

প্রশ্ন : আকিকার গোশত সন্তানের মা, বাবা, নানা, নানী, দাদা, দাদী, মামা, চাচা ইত্যাদি খাবে কী খাবে না?

উত্তর : সকলই খেতে পারে। হাদীসে আছে-

كُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا.

-তোমরা খাও, সদকা কর এবং জমা করে রাখ।

---

[২০] আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত : ২৪

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উকুদুদ্দুররিয়াতে আছে-

أَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الْأُضْحِيَّةِ

-তার গোশতের বিধান কোরবানীর গোশতের বিধানের অনুরূপ।

প্রশ্ন : মুহররম ও সফরে বিবাহ করা কী নিষিদ্ধ?

উত্তর : বিবাহ কোন মাসে নিষিদ্ধ নয়। এটি ভুল প্রচারিত।

প্রশ্ন : যায়দের পালিত মেয়ের বিবাহ যায়দের প্রকৃত ভাইয়ের সাথে হতে পারে?

উত্তর : হ্যাঁ, বৈধ আছে।

প্রশ্ন : ইদ্দতের সময়েও বিবাহ হতে পারে?

উত্তর : ইদ্দতে বিবাহ হওয়ার কথাই আসোন, বিবাহরে প্রস্তাব দেয়াও হারাম।

প্রশ্ন : যদি কোন পেশ ইমাম অথবা কাজি ইদ্দতে বিহা পড়ায় তার কী বিধান, যে পড়িয়েছে তার বিবাহে কোন পার্থক্য আসবেনা। এরূপ ব্যক্তির ইমামতির কী বিধান। তার উপর কোন কাফফারাও আবশ্যক হবে কী হবে না। উক্ত বিবাহে যে সব লোক অংশগ্রহণ করেছে তাদের সম্পর্কেও যেন নির্দেশনা থাকে। ইমাম স্বীকার করেছে যে, আমার ভুল হয়েছে, এখন আমাকে মুসলমান মাফ করবেন। তবে একজন মৌলভী সাহেব তাকে বলে দিল যে, তুমি বল, আমার অবগতি ছিলনা, আমি অজান্তে বিবাহ পড়ালাম। ঐ মাওলানার জন্য শরীয়তের কী হুকুম?

উত্তর : যে জেনে ইদ্দতে বিবাহ পড়াল যদি হারাম জেনেও পড়ায় ভীষণ অবাধ্যতা এবং ব্যাভিচারের পথ নির্দেশক (দালাল) হল তবে এতে তার বিবাহ ভঙ্গ হয় নাই, যদি ইদ্দতে বিবাহ হালাল মনে করে তাহলে স্বয়ং তার বিবাহ চলে গেল এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল। সর্বাবস্থায় তার ইমামতি বৈধ নয় যতক্ষণ না তাওবা করে। এ বিধানটি অংশগ্রহণকারীদের জন্য। যারা জানতনা যে, বিবাহ ইদ্দতের পুর্বে হতে যাচ্ছে তাদের কোন অসুবিধা নেই এবং যে বা যারা জেনে শুনে শরীক হয় যদি হারাম জেনে তাহলে ভীষণ পাপী হবে যদি হালাল জেনে তাহলে ইসলাম ও চলে গেল এবং যে ব্যক্তি ইমামকে মিথ্যা বলার তালিম দিল সে ভীষণ পাপী হলো। তার উপর তাওবা ফরজ।

প্রশ্ন : হিন্দার বিয়ে ও স্বামীর ঘরে যাওয়া দু'বছর হয়ে গেল। স্বামীর ঘরে যাওয়ার পর কেবলমাত্র চৌদ্দ পনের দিন তথায় রইল। অতঃপর নিজ পিত্রালয় চলে আসে তখন থেকে না স্বামী নিয়ে যাচ্ছে, না ভরণপোষণ দিচ্ছে। হিন্দার দেন মোহর অর্ধেক নগদ উসূল এবং অর্ধেক বিলম্বে আদায় যোগ্য (মুয়াজ্জল)।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

এখন শরীয়তের আলোকে ঐ নগদ অর্ধেক দেন মোহর এবং ভরণ-পোষণ পেতে পারে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, নগদ অর্ধেক এখন অথবা যখন চাইবে দাবী করতে পারে। যদি সে স্বামীর ঘরে যাওয়ার অস্বীকারী হয়ে বসে না থাকে বরং সেখানে যেতে আগ্রহী এবং স্বামী আসতে দিচ্ছেনা তাহলে ভরণ-পোষনের ও দাবীদার তবে যতটুকু সময় অতীত হয়েছে তার ভরণ-পোষণ দাবী করতে পারবে না যতক্ষণ না মাসিক কিছু নির্ধারিত হয়। (অতঃপর একটি ফতোয়া চাওয়া হয়)

যায়দ নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, দুতিন দিন পর দ্বিতীয় ব্যক্তি বিবাহ করেছে এখনো ইদ্দত শেষ হয় নাই, তার বিবাহ হয়েছে কী হয় নাই, যদি না হয় তাহলে ত্রিশ বছর পর্যন্ত সে হারাম করেছে এবং হারামে জড়িত হয়েছে। এখন আমরা সমাজবাসীরা তাকে শাস্তি দিতে চাই শরীয়তের হুকুম কী? আমরা তাকে শাস্তি দিতে চাই, শরীয়ত যা রায় দেবে তা তাকে দেব কী? অথবা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব না কাফফারা স্বরূপ কিছু লোককে আপ্যায়ন করান?

উত্তর : উক্ত বিবাহ হয় নাই, কেবলমাত্র হারাম হয়েছে। নারী পুরুষের উপর ফরজ তৎক্ষণাৎ পৃথক হয়ে যাওয়া, এটি যদি না মানে তাহলে সমাজবাসীরা তাকে সমাজ থেকে নিশ্চিত ভাবে বহিষ্কার করবে, তার সাথে মেলা মেশা, কথা-বার্তা, উঠা বসা, একেবারেই বর্জন করবে এছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে। জোরপূর্বক সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা অথবা জরিমানা নেয়া জায়েজ নেই।

প্রশ্ন : আমাদের এখানে বর্তমানে প্রচলন হয়েছে যে, বিবাহের সময় উভয় সাক্ষী উকিলের সাথে যায় না, কাজি উকিলের ওয়াকালতীতে এবং উপস্থিতদের সাক্ষাতে বিবাহ পড়ায়, এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসিত না প্রত্যাখানযোগ্য। উপরন্ত হানাফী মাযহাবে এভাবে বিবাহ পড়া শুদ্ধ হবে কিনা? উকিলের কী নিজের সঙ্গে দু'জন সাক্ষী রাখা এবং উক্ত সাক্ষীদের মহিলার অনুমতি শুনা জরুরী নয়, যদি প্রথম পন্থায় বিবাহ হয় তাহলে সকলই পাপী হয়েছে কিনা?

উত্তর : ওকিলের সাথে সাক্ষীদের কোন প্রয়োজন নাই, যদি প্রকৃতপক্ষে মহিলা উকিলকে অনুমতি দেয় এবং সে বিবাহ পড়ায় তাহলে বিবাহ হয়ে গেল। হ্যাঁ যদি মহিলা অস্বীকার করে যে, আমি অনুমতি দিই নাই তাহলে বিচারকের কাছে সাক্ষীদের প্রয়োজন হবে এটিতো কোন ভুল নয়। হ্যাঁ এটি অবশ্যই ভুল যে, উকিল থাকা অবস্থায় অন্য কেউ বিবাহ পড়াচ্ছে। অপরদিকে বিশুদ্ধ মাযহাব ও জাহির রেওয়ায়াতে আছে- বিবাহ সংশ্লিষ্ট উকিল অন্যকে উকিল বানাতে পারে না। এ বিষয়ে অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা আছে যার বিস্তারিত বর্ণনা আমার

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ফতোয়ার মধ্যে আছে। উচিত হচ্ছে যাকে বিবাহ দেয়া হবে তার থেকে অনুমতি নেয়া অথবা সাধারণ অনুমতি নেয়া।

প্রশ্ন : হুযূর! বর বিবাহের সময় ফুলের পাপড়ী মাথায় পরা উপরন্তু গান বাজনাসহ বিবাহর জন্য যাওয়া শরীয়তে কী হুকুম রাখে?

উত্তর : ফুলের পাপড়ী মাথায় পরা/ফুলের মালা মাথায় পরা বৈধ। এ গান-বাজনা যা বিবাহ শাদীতে প্রবর্তিত ও প্রচলিত সর্বসম্মতভাবে অবৈধ ও হারাম।

প্রশ্ন : হুযূর! অলিমার খাবার খাওয়া শরীয়তের কোন হুকুমের অন্তর্ভূক্ত এবং বর্জন করা কিরূপ?

উত্তর : বাসর রাতের পর অলিমা সুন্নাত। উক্ত বিষয়ে আদেশসূচক শব্দ ও এসেছে। আবদুর রহমান বিন আউফ ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বলেন,

أَوْلِـمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

-ওলিমার ব্যবস্থা কর একটি ছাগল দিয়ে হলেও।[22]

অথবা যদিও একটি ছাগল উভয় অর্থ সম্ভাবনাময় এবং প্রথমোক্ত প্রকাশ্য।

প্রশ্ন : যে শহরের লোকদের মধ্যে কেউ অলিমা কাছেনা বরং বিবাহের প্রথম দিন যেভাবে প্রচলন আছে আপ্যায়নে ব্যবস্থা করা হয় তাদের কী হুকুম?

উত্তর : সুন্নাত পরিহারকারী তবে এটি মুস্তাহাব সুন্নাত। তাই পাপী হবে না তবে এটি হক মনে করবে।

প্রশ্ন : হুযূর! যদি হিন্দা দুগ্ধ পানের সময় আমর নিজ ছেলে এবং বকরকে দুগ্ধ পানের সময় নিজ দুধ প্রদান করে অতঃপর হিন্দাহর তিন ছেলে সায়ীদ, ফাহেল, সলিম জন্মগ্রহণ করে এখন বকরের মেয়ের সাথে সলিমের বিয়ে যে আমরের প্রকৃত ভাই জায়েয আছে কী নেই।

উত্তর : বকরের মেয়ে হিন্দাহর পূর্বাপর সকল ছেলের প্রকৃত ভাইঝি, পরস্পর বিবাহ অকাট্য হারাম।

প্রশ্ন : যায়দ ও বকর পরস্পর চাচাত ভাই ও দুধ ভাই। যায়দের প্রকৃত ছোট ভাই বকরের প্রকৃত ছোট দুধ বোনের বিবাহ হতে পারে কি না?

উত্তর : জায়েয।

সংকলক : তুহফা হানাফিয়ার খন্ড সামনে ছিল তথায় এ কথোপকথন পাওয়া যায়। মনে করলাম তাও মলফুজাত এ সন্নিবেশিত করা হলে অত্যন্ত ফলপ্রসূও

---

২২. ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, ৪/৯২, হাদীস : ৯৯৯

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

পাঠক সমাজের কাজে আকর্ষণীয় হওয়ার কারণ হবে। ২৫ জুমাদাল উলা রোজ বৃহস্পতিবার ১৩১৬ হিজরী দিনের প্রথম প্রহরে জনাব মৌলভী সৈয়্যদ মুহাম্মদ শাহ সাহেব সহকারী প্রধান নদওয়া ইবনে মৌলভী সৈয়্যদ হাসান শাহ মুহাদ্দিস রামপুরী কতিপয় শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি যেমন জনাব সৈয়্যদ নওশা মিঞা, জনাব মৌলভী সৈয়্যদ মুহাম্মদ নবী মুখতার, জনাব তাসাদ্দুক আলী ওকিল প্রমূখ বর্তমান শতাব্দীর সংস্কারক আ'লা হযরত ﵀-এর খেদমতে উপস্থিত হন, দীর্ঘক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন।

মিঞা সাহেব হচ্ছে জনাব সহকারী প্রধান নদওয়া।

(বন্ধনীর ভেতরের বাক্য সমূহ/ শব্দ সমূহ অধম সংকলকের)

মিঞা সাহেব : (পরস্পর সালাম, করমর্দন ও কৌশল বিনিময়ের পর) আমি হাসান শাহ মুহাদ্দিসের ছেলে।

উত্তর : জনাব! আমি তার উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবগত আছি এবং তার সাথে ও একবার সাক্ষাত হয়েছে।

মিঞা সাহেব : আমি আপনার কাছে একটি বিষয় জানার জন্য এসেছি যদিও আপনি অসুস্থ (পাতলা পায়খানা হচ্ছে) আপনার অবশ্যই কষ্ট হবে তবে বিষয়টি অতীব জরুরী এবং ঐ বিষয়ে আপনার মতামত জানতেই হয়।

উত্তর : আমি উপস্থিত যা সীমিত বিবেকে আসে তা উপস্থাপন করব যদিও رای العليل عليل প্রবাদ প্রচলিত।

মিঞা সাহেব : আমার অভিমত এই- কাউকে মন্দ না বলা উচিত এজন্য যে, কবি বলেছেন,

دشمن خویش بدشنام میالا صاحب ◊ کیں زقلب بہر کس کہ دہی باز دہد

'সল্লুস সুয়ূফ' পুস্তিকাটি মিঞা সাহেবের কাছে পৌছে ছিল এরই প্রেক্ষিতে এ উপদেশ।

উত্তর : যথাযথ বলেছেন, যেখানে শাখা প্রশাখাগত মতভেদ থাকবে যেমন হানাফী ও শাফেয়ী ইত্যাদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিভিন্ন দলের পরস্পর মতভেদ সেখানে পরস্পর পরস্পরকে খারাপ বলা জায়েয নেই। অশ্লীল কথা ও দোষ চর্চা যা দ্বারা নিজ জিহ্বা অপবিত্র হয় কারো জন্য সঙ্গতনয়।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

মিঞা সাহেব : কিছু প্রশাখাগত মতানৈক্য নির্দিষ্ট নয়। রিসালতের যুগ দেখুন: মুনাফিকরা কিভাবে মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে থাকতো, এক সাথে নামায পড়তো বিভিন্ন সভা সমাবেশে শরীক হতো ও এক সাথে বসতো।

উত্তর : হ্যাঁ, ইসলামের প্রথম যুগে এরূপ ছিল তবে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার ইরশাদ করেছেন এ মেলা মেশা যা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এরূপ থাকতে দেবেন না অবশ্যই দুষ্টদেরকে পবিত্রদের থেকে পৃথক করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ

এরপর আপনার জানা আছে কী হয়েছে মসজিদ মুসল্লীদের নিয়ে কানায় কানায় ভর্তি বিশেষ করে জুমার দিন সবার সম্মুখে হুযূর ﷺ নাম ধরে এক একজনের উদ্দেশ্যে বলেন- اُخْرُجْ يَا فُلَانُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ হে অমুক! বেরিয়ে যাও, তুমি মুনাফিক। জুমার নামাযের পূর্বে সবাইকে বের করে দিয়েছেন (এ হাদিস তাবারানী, ইবনে আবি হাতিম, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণনা করেন,) দ্বীনের শত্রুদের সাথে এ ব্যবহার এ ব্যক্তির যাকে মহান আল্লাহ সৃষ্টিকুলের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন যার রহমত প্রভুর রহমতের পর অতুলনীয় ও ব্যাপক।

মিঞা সাহেব : দেখুন! ফেরাউনের কাছে যখন মুসা عليه السلام-কে প্রেরণ করেন আল্লাহ বলেন, فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا 'তার প্রতি কোমল আচরণ কর।'

উত্তর : তবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

-হে নবী! জিহাদ কর, কাফের ও মুনাফিকদের সাথে এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।[২২]

ইহা ঐ ব্যক্তিকে আদেশ দিচ্ছেন যার সম্পর্কে বলেন,

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

-আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।[২৩]

[২২]. আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ৭৩
[২৩]. আল কুরআন, সূরা কলম, আয়াত : ৪

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

এ থেকে বুঝা গেল দ্বীনের শত্রুদের কঠোরতা প্রদর্শন উত্তম চরিত্র বিরোধী নয় বরং এটিই উত্তম চরিত্র।

মিঞা সাহেব : আমার উদ্দেশ্য কাফের নয় (মুনাফিকরাও ফিরাউন সম্ভবত: মুসলমান হবেন)

উত্তর : জী! আপনার উদ্দেশ্য সকলের জন্য ব্যাপক ছিল ভাল, এখন কোন সীমা রেখা টেনে দিন।

মিঞা সাহেব : যে কুফুরী কথা বলেছে তাকে এভাবে বলুন, আমার অমুক ভাই যে কথা বলেছে আমার মতে এটি কুফুরী কথা।

উত্তর : যারা কুফুরী কথা বলে আলহামদু লিল্লাহ সে/ তারা আমার ভাই নয় এবং যখন তার কথা কুফুরী সাব্যস্ত হয়েছে তাহলে এ জাতীয় নরম ও সন্দেহমূলক শব্দ দিয়ে বর্ণনার কী প্রয়োজন 'আমার কাছে এ রূপ মনে হচ্ছে' যা দ্বারা সাধারণ মানুষ মনে করবে সন্দেহ প্রবণ কথা।

মিঞা সাহেব : আমার কাছে অবশ্যই বলা উচিত।

উত্তর : শরীয়তের দলিল বিদ্যমান থাকলে অবশ্যই পরিষ্কার বলা উচিত।

মিঞা সাহেব : ভাল, এটা বলুন, কুফুরী কথা বলেছে গোমরাহ বলবেন না।

উত্তর : কী সুন্দর! গোমরাহী কুফুরী কথা বলার চাইতে কত নিকৃষ্ট জিনিসের নাম।

মিঞা সাহেব : এমনিও দাঁড়ি মুন্ডানো ব্যক্তি ফাসেক ও গোমরাহ তবে প্রথাগতভাবে গোমরাহ অনেক খারাপ উপাধী।

উত্তর : দাড়ি মুণ্ডানো ব্যক্তি উক্ত কাজকে হারাম মনে করলে গোমরাহ নয় (সুন্নাত মনে করেও জানে যদিও আত্মার কু-মন্ত্রণায়ও হতভাগ্যতার কারণে সুন্নত গ্রহণ করে নাই) তবে কুফুরী কথার প্রবক্তা গোমরাহ।

মিঞা সাহেব : কুফুরী কোন কথার প্রবক্তা হলেও এখন আপনি এত বড় মুহাদ্দিস (ইসমাঈল দেহলভী) কে যার জীবন হাদিসের খেদমতে অতীত হয়েছে কুফুরী কথার প্রবক্তাদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

উত্তর : 'সল্লুস সুয়ূফ' আপনি লক্ষ্য করেছেন।

মিঞা সাহেব : হ্যাঁ।

উত্তর : আমি তাতে কাফের লিখেছি।

মিঞা সাহেব : না, কাফের লিখেন নাই (আলহামদুলিল্লাহ এটিও গণিমত, নতুবা অনেক ওয়াহাবী তো ক্রন্দন করছে যে কাফের করে দিয়েছে বলে।)

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর : আমি যতটুকু লিখেছি তা অবশ্যই প্রমাণিত, হাদিসের খেদমত মেনে নিলেও গোমরাহীর না আবশ্যক হয়না (হাদিসের খেদমত করলেও গোমরাহী না হওয়াকে আবশ্যক করেনা– অনুবাদক) আল্লাহ তায়ালা বলেন, أضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ

মিঞা সাহেব : এখন আপনি লিখেছেন, তারা বলেছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কাউকে মান্য করো না।

উত্তর : জী, প্রকাশিত ও ছাপানো কিতাব বিদ্যমান এ শব্দটি বিভিন্ন স্থানে দেখে নিন।

মিঞা সাহেব : ইহাকে বলবে যে, নবীর বিশ্বাস রেখো না।

উত্তর : জনাব! উর্দু ভাষা, আপনিই বলুন যে, মান্য করার অর্থ কী?

মিঞা সাহেব : আমরা নবী মান্য না করে মাধ্যমিক পড়ছিনা চাকুরী পাওয়ার জন্য হাদিস কেন পড়ছি।

উত্তর : এটি আপনি আপনার ব্যাপারে বলেন তার সময় মাধ্যমিক স্তর ছিলনা ও মাধ্যমিকের চাকুরী ও ছিলনা।

মাওলানা হাসান রেযা খান সাহেব : জনাব! পঁচিশ বছর বয়সের পর চাকুরী মিলবেও না।

মিঞা সাহেব : কেউ কী নবীর সাথে বেয়াদবী করতে পারে।

উত্তর : মায়াজাল্লাহ! মরে মাটির সাথে মিশে যাওয়া বেয়াদবী নয় কী?

মিঞা সাহেব : (অস্বীকারের ভঙ্গিতে) হু, কে বলেছে?

উত্তর : ইসমাঈল।

মিঞা সাহেব : কেউ নয়, কেউ কী এরূপ বলতে পারে?

উত্তর : তাকভিয়াতুল ঈমান ছাপানো আছে- দেখে নিন।

মিঞা সাহেব : কেউ কী রাসূলকে এরূপ বলতে পারে?

উত্তর : জী, রাসূলের সম্পর্কে এরূপ বলেছে, দেখে নিন।

সৈয়্যাদ মুখতার সাহেব : জনাব মিঞা সাহেব! তার কথা অবশ্যই এখানে এরূপ আছে যার দরূণ অন্তরে ব্যথা পেয়েছে ইনি (আ'লা হযরত কেবলা) তার কারণে আবেগ আপ্লুত হয়েছে।

মিঞা সাহেব : মাওলানা রুমী মসনভী শরীফে লিখেন, হে আল্লাহ! আপনি জালিম, যা চান আমার উপর জুলুম করুন। আপনার জুলুম আমার কাছে অন্যের সুবিচারের চেয়ে পছন্দনীয়।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর : মাওলানা আল্লাহ তায়ালার কাছে এরূপ আরজ করেছে?

মিঞা সাহেব : জী, মাওলানা এরূপ করেছেন।

উত্তর : মসনভী শরীফ আনুন।

মৌলভী মুহাম্মদ রেযা খান সাহেব : মসনবী শরীফ এনেছেন। জনাব মিঞা সাহেবের সামনে রাখেন, মিঞা সাহেব হাতে ঠেলে দেন।

উত্তর : হযরত বলুন, কোথায় লিখেছে।

মিঞা সাহেব : (মসনভী শরীফ আবারো ঠেলে দিয়ে) তাতে লিখেছেন, ... شهيدے ويدہ ال ...... এর সাথে শহিদ শব্দ দেখুন।

উত্তর : এটি অশ্লীলতাকে বিদ্রুপ করা। কুরআন মাজিদে আছে-

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

মাওলানার এ পথ নির্দেশনা আমাদের দলিল। যখন একজন বেহায়াও অশ্লীল মহিলার প্রতি আমাদের শীর্ষ ধর্মীয় ব্যক্তিরা এ রূপ বাক্য ব্যবহার করছেন তাহলে গোমরাহও ধর্মহারা ব্যক্তি বর্গ নিন্দাও অপমানের অধিক যোগ্য।

মিঞা সাহেব : আপনি নিজকে আবদুল মোস্তফা বলে প্রকাশ করেন।

উত্তর : এটি মুসলমানদের সাথে ভাল ধারণার সুফল। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বলেন,

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴿٣٢﴾

এটিকেও শিরক বলুন। (হযরত আলেম আহলে সুন্নাত নিজ কসিদা 'ইকসিরে আজম' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মুজিরে মুজম'-এ লিখেন শাহওয়ালি উল্লাহ সাহেব 'ইজালাতুল খিফা'তে হাদিস বর্ণনা করেন যে, আমিরুল মু'মিনীন ওমর ফারুক رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলেন, كُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ 'আমি হুযূরের বান্দা এবং হুযূরের খাদেম ছিলাম।' এ মাসয়ালার বিস্তারিত বর্ণনা উক্ত গ্রহণযোগ্য কিতাবে আছে।)

মিঞা সাহেব : ভাল, আপনার ইচ্ছা ভাল বলুন, খারাপ বলুন।

উত্তর : কাফেরকে কাফের, রাফেজীকে রাফেজী, খারেজীকে খারেজী, ওয়াহাবীকে ওয়াহাবী অবশ্যই বলা হবে। তারা আমাকে খারাপ বললে আমি তা পরোয়া করিনা। আমাদের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম মনীষী সিদ্দিক ও ফারুক আজম

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

এর ইন্তিকালের এক হাজার বছর অতিক্রম হয়েছে এখনও তাদের মন্দ বলা বন্ধ হয়নি।

মিঞা সাহেব : এরূপ তারাও বলছেন অতঃপর এর দ্বারা কী লাভ হলো?

উত্তর : অবশ্যই লাভ হয়েছে। হাদিসে আছে-

أَتَرْعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ حَتَّى يَعْرِفَهُ النَّاسُ أُذْكُرُوْهُ بِمَا فِيْهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ.

-অশ্লীল ব্যক্তিকে মন্দ বলা থেকে কী বিরত থাকছ, মানুষেরা তাকে কখন চিনবে, অশ্লীলের অপকর্ম সমূহ বর্ণনা করুণ যে মানুষেরা তা থেকে বাচতে পারবে।[illegible]

(এ হাদিসটি ইমাম আবু বকর ইবনে আবিদ দুনইয়া 'কিতাবু যম্মিল গীবতি', ইমাম তিরমিজি মুহাম্মদ ইবনে আলী 'নাওয়াদেরুল উসুলে', হাকেম 'কিতাবুল কুনা'য়, শিরাজী 'কিতাবুল আলকাবে', ইবনে আদি 'কামিলে', তাবারানী 'মু'জামুল কবীরে', বায়হাকী 'সুনানে কুবরায়', খতিব 'তারিখে' হযরত মুয়াবিয়া বিন হীদা কুশাইরী رضي الله عنه থেকে এবং খতিব রুওয়াত মালিকে আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন।)

মিঞা সাহেব : এটি তো ফাসেককে বলেছে?

উত্তর : বিশ্বাসগত অবাধ্যতা কর্মের অবাধ্যতার চাইতে অনেক অনেক নিকৃষ্ট।

মিঞা সাহেব: নিঃসন্দেহে।

উত্তর : স্বয়ং হুযূর ﷺ সকল বদ-মাযহাবীদের জাহান্নামী বলেছেন। كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً এখন কি বলা যাবে না যে, রাফেজী গোমরাহ ও জাহান্নামী।

মিঞা সাহেব: রাফেজী জাহান্নামী নয়।

উত্তর : হাদিসের কি উত্তর?

মিঞা সাহেব : নিরব রইলেন।

উত্তর : আপনার কাছে আবু বকর ও ওমর رضي الله عنهما-কে যে কাফের বলে সে কি জাহান্নামী নয়?

মিঞা সাহেব : কে বলছে কেউ নয়?

উত্তর : রাফেজী বলছে।

মিঞা সাহেব : কোন রাফেজী এরূপ বলেনা।

[illegible]. হাকিম তিরমিযী : নওয়াদিরুল উসূল, ২/১৫৫

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

মৌলভী সৈয়্যদ তাসাদ্দুক আলী সাহেব : চাপানো কিতাব বিদ্যমান আছে, আর কোন কথা নেই।

মিঞা সাহেব : আমার দশ বার হাজার সব সময় সাক্ষাত হয় এরূপ এবং প্রিয় রাফেজী বন্ধু আছে কেউ আমার সামনে তা স্বীকার করে নাই, কেউ এরূপ বলছেনা।

সৈয়্যদ মুখতার সাহেব : জনাব, তারা অবশ্যই এরূপ বলছে, আত্মরক্ষার্থে আপনার সামনে অন্য কিছু সম্ভবতঃ বলে দিয়েছে।

প্রশ্ন : জনাব! রক্ষা করাই উদ্দেশ্য বুঝা গেল?

মিঞা সাহেব : তাই তুমি তাদের মন্দ বলো, তারা তোমাকে মন্দ বলুক।

প্রশ্ন : তার পরওয়া করিনা, আবু বকর ও ওমর رضي الله عنهما-কে এখনও পর্যন্ত মন্দ বলছে।

মিঞা সাহেব : এরূপ তারাও বলছে।

প্রশ্ন : আপনার কাছে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা গোমরাহ কি?

মিঞা সাহেব : গোমরাহ।

প্রশ্ন : হয়েছে কি না?

মিঞা সাহেব : হবে। (আল্লাহ, আল্লাহ দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে ও ভাবনা।)

সৈয়্যদ মুখতার সাহেব : উক্ত প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই তারাও আপনাকে বলছেন (ভ্রান্তরা যদি সত্যাবাদীদের ভ্রান্ত বলে সত্যবাদীরা তাদের ভ্রান্ত বলা থেকে বিরত থাকবেন না।

মিঞা সাহেব : বাড়াবাড়ির ফল এই হবে যে, আগেকার দিনে রাফেজীরা সুন্নীদেরকে হত্যা করেছে। সুন্নিরা রাফেজীদের প্রহার করেছে। আমাদের মতে উভয়ই প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (আল্লাহ আল্লাহ কুফুরী বাক্য উচ্চারণকারীদের গোমরাহ না বলা, রাফেজীদের জাহান্নামী না বলা, সুন্নিরা অবশ্যই প্রত্যাখানযোগ্য বলা- ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

উত্তর : আপনি এরূপ বলুন, তবে আহলে সুন্নাত এরূপ কখনো বলতে পারে না।

মিঞা সাহেব : যখন উভয়ই মুসলমান এবং পরস্পর বিবাদ করে উভয়ই প্রত্যাখানযোগ্য হল। সুবহানাল্লাহ উক্ত দলিল দ্বারা খারেজীরা হযরত আলী,

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উষ্ট্রের যোদ্ধাদের, সিফ্‌ফিনের অভিযানকারী সব মুজাহিদদের মায়াজাল্লাহ উক্ত অপবিত্র বিধান দিয়েছিল ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

উত্তর : ঠিক আছে, আমিরুল মু'মিনীন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু একদিনে পাঁচ হাজার কলেমা পড়ুয়াকে হত্যা করেছে যারা শুধু মুসলমান ছিলেন না বরং বিদগ্ধ আলেম ও ইলমে কেরাতে পারদর্শী ছিলেন ঐ সম্পর্কে কী বলবেন?

সৈয়াদ মুখতার সাহেব : এ বিতর্ক ও আলোচনা শেষ হবে না। চলুন এবার প্রস্থান করি এবং এ জলসাকে উত্তমভাবে শেষ করুন।

মিঞা সাহেব : দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার সময় আবু বকর সিদ্দিককে কেউ তার সম্মুখে মন্দ বলেছে, মানুষেরা তাকে হত্যা করতে চান। সিদ্দিক বলেন, হত্যা আমাকে যারা খারাপ বলে তাদেরকে নয়। (হাদিসের পরবর্তী অংশ এই- যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে বেয়াদবী করে। মিঞা সাহেব এতটুকু পৌঁছলো তার জন্য আলা হযরত আগ বাড়িয়ে বলেন) যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলে মায়াজাল্লাহ মরে মাটির সাথে মিশে গেছে।

উপস্থিতগণ : মিঞা সাহেব ব্যতীত সকলেই হাসতে লাগল।

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আমিরুল মু'মিনীন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহের অনুসারী। যারা খারেজীদের সাথে গলাগলি যেমন করেন নি তেমনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনও স্থাপন করেন নাই। খারাপ আক্বিদা পোষণকারীদের প্রতি কোন শীতলতা দেখান নাই।

মিঞা সাহেব : আসসালামু আলাইকুম। (সব সুন্দরভাবে শেষ হলো, আলহামদুলিল্লাহ)

সংকলক : হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে-

إِتَّقُوْا مَوَاضِعَ التُّهَمِ

-অপবাদের স্থান থেকে বেঁচে থাকো।

এ নির্দেশটি কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়, সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপক। তারা সাধারণ হোক বা বিশেষ ব্যক্তি হোক। উল্লেখ্য যে, আউলিয়াগণ ও আদিষ্ট যেহেতু তারা শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত (مكلف بالشرع) অতঃপর তাদের জন্য উক্ত নির্দেশের বিপরীত কিভাবে জায়েয হবে? অতঃপর ঐ স্থানে কেবলমাত্র অপবাদের স্থান থেকে বেচে থাকা নয় বরং মানুষকে অকারণে খারাপ ধারণা বশবর্তী করণ থেকেও যা হারাম।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর। শরীয়তে জরুরী বিধানসমূহ স্বাভাবিক বিধানসমূহ থেকে ভিন্ন। সবাই জানে যে, শূকর অকাট্য হারাম তবে সাথে সাথে ইরশাদ হচ্ছে- إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَة 'পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। আহার পানাহারের জন্য হারাম ব্যতীত কিছুই নেই এখন যদি আহার পানাহার না করে পাপী হবে, হারাম মৃত্যুবরণ করবে বরং ফরজ হচ্ছে জীবন রক্ষার পরিমাণ গ্রহণ করবে, অনুরূপ গ্রাস আটিকে প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। সরানোর জন্য মদ ব্যতীত কিছু নেই। সার্বজনীন নীতি হচ্ছে- اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَات। আল্লাহর নির্দেশের সাথে প্রাণ রক্ষাও অতীব প্রয়োজনীয় ফরজ। অন্যান্য উপায় ও একান্ত অপারগ হলে এ কাজগুলো করতেই হবে। বাস্তব ধর্মীয় কাজ সম্পর্কে অনভিজ্ঞরাই তা হারাম অবৈধ কর্মে জড়িত মনে করবে। অথচ সে একটি বৈধ কাজ করছে এবং কাজ সম্পর্কে অবগত, কর্তার অবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তাকে অপবাদের শিকারদেরকে খারাপ মনে করতে লাগবে। মনে করবে বাস্তববিরোধী কাজ করছে অথচ সে মহান ওয়াজিব কাজ সম্পাদন করছে। নিজ দেহের কোন অঙ্গ কেটে ফেলা হারাম নয় কি? তবে (মায়াজাল্লাহ) পচন ধরলে কেটে ফেলতে হবে এবং বাকী দেহ রক্ষা পাবে। সৈয়্যেদুনা আবু বকর শিবলী رحمة الله عليه একশত মুদ্রা পান। তিনি তা দজলার তীরে মাথা মুণ্ডানো কাজে রত একজন ব্যক্তিকে দেন তিনি কবুল করেন নাই। নাপিতকে দেন সে বলল, আমি তার মাথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুণ্ডাচ্ছি এর উপর আমি বিনিময় গ্রহণ করব না। শিবলী উক্ত টাকা কে বলল, তুমি এমন সম্পদ যাকে কেউ গ্রহণ করছেনা এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছেন। মূর্খ মনে করবে, সম্পদের অপচয় হলো না কখনো না, বরং আত্মার সংশোধন হলো। তখন এটাই তার একমাত্র ব্যবস্থা ছিলো। দু'জন বন্ধু সামনে পড়ল কেউ গ্রহণ করলনা এখন যদি উক্ত টাকা নিজের কাছে রেখে এমন দরিদ্রের তালাশ করত যে গ্রহণ করবে পাপ কাজ হতনা। এত দীর্ঘ জীবনের উপর তোমাদের আশ্বস্ত হয়। যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যু সামনে এবং ভয় করছে এখন এসে যাবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ভয় অন্তরে থাকবে। জঙ্গলে নিক্ষেপ করত আত্মার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হতনা যে, এখন হাতে আসবে। এখন বলুন এছাড়া তার কাছে আর কী করার ছিল। তার থেকে খুব দ্রুত মুক্ত হন আত্মা নৈরাশ হবে এবং তার চিন্তা-ভাবনা থেকে ফিরে আসবে। এটিই অন্তরের বিশুদ্ধতা ও অন্যের ক্ষতি দূর করা কোটি মুদ্রা অর্জন বরং সাতটি মহাদেশের রাজত্বের চাইতে কোটি কোটি স্তর দূরে ও উত্তম।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

প্রশ্ন : ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ অর্থাৎ অস্তিত্বের এককতা বা কারো সাহায্য ব্যতীত বিদ্যমান থাকার অর্থ কী?

উত্তর : কারো সাহায্য ছাড়া মৌলিক ও সত্ত্বাগত বিদ্যমান থাকা আল্লাহ তায়ালার জন্য। তিনি ব্যতীত যত সৃষ্টি আছে সব তারই ছায়ায়। প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব একটিই হলো।

প্রশ্ন : তা বুঝা তেমন দুষ্কর নয় অতঃপর এ মাসয়ালাটি এত সমস্যাকুল হিসেবে পরিচিত কেন?

উত্তর : তাতে গভীর চিন্তা, অথবা আশ্চার্য হওয়ার কারণ অথবা গোমরাহীর কারণ। যদি তার সামান্য তাফসীল করি তাহলে কিছুই বুঝে আসবেনা বরং অনেক সন্দেহ সৃষ্টি হবে অতঃপর তিনি কতিপয় উপমা/ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন তন্মধ্যে একটি স্মরণ আছে। যেমন- আলো সত্ত্বাগত সূর্য ও প্রদীপে। জমিন ও ঘর সত্ত্বাগত আলোহীন তবে সূর্যের কারণে সমগ্র দুনিয়া আলোকিত এবং প্রদীপ দ্বারা সমগ্র ঘর আলোকিত হচ্ছে। ঘরের আলো প্রদীপরই আলো। তার আলো তুলে নেয়া হলে তাও অন্ধকার হয়ে যায়।

প্রশ্ন : এটি কিভাবে হচ্ছে যে, প্রত্যেক স্থানে আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তর আল্লাহ আল্লাহ দৃষ্টি গোচর হয়।

উত্তর : তার দৃষ্টান্ত এভাবে বুঝুন: যে ব্যক্তি গ্লাস ঘরে যাবে সে প্রত্যেক দিকে শুধু আল্লাহপাকই দেখবে এটিই মূলকথা। যতগুলো ছবি সব তার প্রতিচ্ছবি তবে এ প্রতিচ্ছবি গুলো তার গুণাবলী ও সত্ত্বার সাথে গুণান্বিত হবে না। উদাহরণ স্বরূপ ঐ শ্রবণকারী দর্শনার্থী ইত্যাদি ইত্যাদি হবে না কারণ এ প্রতিচ্ছবি গুলো তার প্রকাশ্য উপরিভাগের ছায়া। সত্ত্বার নয় আর শ্রবণ ও দর্শন সত্ত্বার গুণ, প্রকাশ্য উপরিভাগের নয় তাই সত্তার যে প্রভাব তা তার প্রতিচ্ছবিতে সৃষ্টি হবে না। মানুষ উক্ত উপমার বিপরীত মানুষ আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বার প্রতিচ্ছবি তাই প্রতিচ্ছবি গুণের মধ্যেও প্রয়োজনানুসারে বিদ্যমান থাকবে।

সংকলক : হুযূর এটি এখনো বুঝে আসে নাই যে, তিনি প্রত্যেক স্থানে প্রভুকে কিভাবে দেখছে যদি উক্ত ছায়াও প্রতিবিম্বকে বলা যাবে তাহলে এটি একীভূত করা, একত্ববাদ নয় আর একীভূত করা স্পষ্ট নাস্তিক্যবাদ। যদি এ ছায়া ও প্রতিবিম্ব কে না দেখতেন বরং তাদের না দেখেই যেতেন আল্লাহর জলওয়া দৃষ্টিগোচর হত। এটি স্বয়ং একটি ছায়া এটিও বিলীন হয়ে যাবে তাহলে দর্শক ও রইলনা। দর্শন ও রইলনা অতঃপর আল্লাহ তায়ালাকে দেখার কী অর্থ তিনি তা থেকে পবিত্র যে, কারো দৃষ্টি তাকে পরিবেষ্টন করে তিনি সকলকে পরিবেষ্টন

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

কারী, না পরিবেষ্টিত এটি আমার ঈমান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাত লাভে আমরা ধন্য হব তবে এটি বুঝে আসছেনা যে, দেখা কিভাবে সম্ভব যখন পরিবেষ্টন অসম্ভব যদি এটি বলা হয় দৃশ্যনীয় দৃষ্টির সীমাবদ্ধ কোন স্থানের আবশ্যকতা নেই। যেমন আকাশ তার একটি অংশ মানুষের দৃষ্টির আওতায় আসে যেদিকে তার দৃষ্টি পৌঁছে এ তকরীব সত্তার ক্ষেত্রে প্রচলিত নয় যে তিনি অংশে বিভক্ত হওয়া থেকে পবিত্র। আমি আমার মনোভাব ভালভাবে প্রকাশ করতে পারি নাই তবে আমার বদ্ধমূল ধারণা আছে যে হুযূর আমার এ অবিনাস্ত ও আগোছালো শব্দ দ্বারা আমার উদ্দেশ্যে বুঝে নিয়েছেন।

উত্তর : আয়নার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিবিম্ব দ্রষ্টব্য। আয়না দৃশ্যের সাথে এক হওয়া কী প্রয়োজন। চেহরার স্থানে আয়নার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় অথচ চেহারা ওয়ালার সাথে একীভূত নয় নিঃসন্দেহে আয়না যাতে নিজের ছবি দেখছে তাতে কী কোন ছবি আছে? না বরং দৃষ্টির কিরণ/ আলো আয়নায় পড়ে ফিরে আসছে এবং ঐ প্রত্যাবর্তনে নিজকে দেখছে তাই ডান বাম ও বাম ডান মনে হচ্ছে আয়না তোমার সত্তাগত অস্তিত্ব নয়। তবে তা তোমাকে দেখিয়েছে ছায়া যা নিজের মধ্যে অনুপস্থিত কারো সত্তা অবিনশ্বর হওয়াকে কামনা করেনা- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ তবে প্রভুর বদান্যতায় অবশ্যই বিদ্যমান। ইসলামের প্রথম আকিদা হচ্ছে- حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ দৃষ্টি গোচর না হওয়া অস্তিত্বের অনুপস্থিতি নয় যে দর্শনার্থী যেমন নেই দর্শন ও নেই। উক্ত পর্যবেক্ষণে স্বয়ং নিজের অস্তিত্বই তার দৃষ্টিতে নেই। আহলে সুন্নাত এর আকিদা হচ্ছে কিয়ামত ও বেহেশতে মুসলমানদের আল্লাহ দিদার পদ্ধতি ছাড়া, দিক বিহীন ও সামনা সামনি না হয়ে অর্জিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

-কতেক চেহারা সতেজ উজ্জীবিত হবে নিজেদের প্রভুকে দেখে।[২৪]

কাফেরদের বেলায় বলেছেন,

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

-নিঃসন্দেহে তারা সেদিন নিজ প্রভু থেকে আড়ালে থাকবে।[২৫]

[২৪]. আল কুরআন, সূরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২২-২৩

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

এটি কাফেরদের শাস্তির বর্ণনা, মুসলমানগণ অবশ্যই তা থেকে রক্ষা পাবেন। দৃষ্টি দর্শনীয় বস্তুর পরিবেষ্টন চায়না। আল্লাহর বাণী- لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ এ অর্থটির প্রতি ইঙ্গিত করছে যে তিনি দৃষ্টি সমূহ ও সমুদয় জিনিসকে পরিবেষ্টন কারী তাকে দৃষ্টিসহ অন্য কোন কিছু পরিবেষ্টন কারী নয়। নভোমন্ডলকে দৃষ্টি পরিবেষ্টন করা অপরিহার্য নয় তবে এখানেও (মায়াজাল্লাহ) আল্লাহর সত্তার মত অসম্ভব নয়। ঐখানে আল্লাহর হাকিকত উপলব্ধি করতে না পারা উদ্দেশ্য। এখন রইল দেখা কিভাবে? এটি পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন এবং তাকে দেখা পদ্ধতি থেকে পবিত্র কিভাবে এর কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন : মহান সত্তার প্রকাশস্থল কেবলমাত্র হুযূর ﷺ যেমন শাইখ মুহাদ্দিস দেহলভী رحمه الله মাদারেজুন নবুয়্যাত দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্টে বলেন, নবীগণ প্রভুর গুণাবলীর প্রকাশস্থল এবং সাধারণ সৃষ্টি প্রভুর নাম সমূহের প্রকাশস্থল। বিশ্বকুল সর্দার হুযূর আল্লাহর সত্তার প্রকাশস্থল, হক প্রকাশ হওয়া সত্তার সাথে সম্পৃক্ত অতএব সমুদয় সৃষ্টি সত্তার বহিঃপ্রকাশ/ প্রকাশস্থল কিভাবে হলো।

উত্তর : নামসমূহ গুণাবলীর প্রকাশস্থল এবং গুণাবলী সত্তার প্রকাশস্থল। প্রকাশস্থলের প্রকাশস্থল হচ্ছে প্রকাশস্থল। তাই সব সৃষ্টি সত্তার প্রকাশস্থল যদিও একটি মাধ্যমে বা একাধিক মাধ্যমে। শাইয়েখের উক্তি সত্তার প্রকাশস্থল মাধ্যম ব্যতীত। তিনি হুযূর ﷺ এই প্রথম প্রকাশস্থল তার বক্তব্য লক্ষ্য করুন, তিনি আল্লাহর সত্তার প্রকাশস্থল।

প্রশ্ন : দু'জন ব্যক্তির মধ্যে কিছু অর্থের বিবাদ ছিলো, চৌধুরী মীমাংসা করেদেন বাদী বিবাদী থেকে টাকা পেয়ে গেল। সমাজ প্রথা হচ্ছে যখন চৌধুরী মীমাংসা করেন তখন নিজের কিছু হক নির্ধারণ করে রাখেন এবং তা নিয়ে নেন এ মীমাংসার মধ্যেও চৌধুরী নিজের পাওনার দাবীদার হলো বাদী প্রদানে অস্বীকার করল যখন তিনি জোর দেন তখন সে সব টাকা দিয়ে দিল। চৌধুরী বলেন, আমি কেবলমাত্র আমার হক নেব, সব নেবনা। সে বলল, আমি খুশি হয়ে দিচ্ছি। চৌধুরী সব টাকা নিয়ে নেন। অতঃপর বাদী আদালতে মামলা করেন যে, আমি টাকা পাই নাই এবং দুজন ব্যক্তি যারা উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শী যাদের সামনে টাকা দেয়া হয়েছিল শপথ করে বলে, তার টাকা মিলে নাই এরা সকলের জন্য শরীয়তের বিধান কী?

২৯. আল কুরআন, সূরা আত তাতফীফ, আয়াত : ১৫

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

সংকলক : ঘুষও নিজ খুশিতে দেয়া হয় বরং চৌধুরী দাবী করেছেন এবং বাদী অস্বীকার করেছে অতঃপর চৌধুরী যখন বার বার দাবী করছেন তাই সে সব দিয়ে দিল। এ থেকে বুঝা গেল সে খুশী ছিলনা এবং আমি খুশি হয়ে দিচ্ছি মিথ্যা ছিল আর ঘুষ চাহিদা ব্যতীত নিজ থেকে দেয়া হয় এটি কিভাবে জায়েজ হল এটি তো হারামই আছে এবং চৌধুরীর প্রথমে নেয়া হারাম ছিলো তার কারণও সম্ভবত: ঘুষের নিয়তে।

উত্তর : মানবীয় আকাংখা ঐ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা থাকবেনা। ঘুষ শরীয়ত হারাম করেছে তা কারো সন্তুষ্টির কারণে হালাল হতে পারে না। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে-

اَلرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي كِلَاهُمَا فِي النَّارِ.

-ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী।

চৌধুরী মীমাংসা করে দেয়ার যে বিনিময় গ্রহণ করছেন তা ঘুষ নয় বরং অবৈধ পারিশ্রমিক অজ্ঞ মূর্খরা এ স্থলে হক শব্দ ব্যবহার করছে এমনকি ঘোষ খোররা ও বলছেঃ আমাদের হক দিয়ে দিন এটি কুফুরী যে হারাম কে হক বলছে। তাকওয়ার কথা তা যা আপনি বলেছেন। বাহ্যত মনে হয় তার এ দেয়া প্রকৃতপক্ষে সন্তুষ্ট চিত্তে হয় নাই যদিও পরিষ্কার বলছে, আমি সন্তুষ্ট চিত্তে দিচ্ছি তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুখ অন্তরের কথা বলে। উপরোক্ত যা কিছু তা অনুমান নির্ভর ইঙ্গিত আর সন্তুষ্ট চিত্তে দিচ্ছি প্রকাশ্য ও স্পষ্ট। ফতোয়া কাজি খা ইত্যাদিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে- اَلصَّرِيْحُ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ স্পষ্ট কথার সামনে ইঙ্গিত গ্রহণ করা হয়না।' ফিকহশাস্ত্রে অনেক মাসয়ালা উক্ত মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। খানিয়া, হিন্দিয়াহ, দুররে মুখতার এ আছে এবং সমস্ত হিলা পর্বের ভিত্তিই তার উপর। নতুবা অন্তরের মূল উদ্দেশ্য উক্ত প্রকাশ্য চুক্তির সামঞ্জস্যশীল হয় না। দরজী থেকে কাপড় সেলাই করা হলো পারিশ্রমিক দেয়ার কোন উল্লেখ হয় নাই, পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে কারণ তার পেশাই পারিশ্রমিকের প্রমাণ তবে যদি সে বলে থাকে আমি তোমার কাছে পারিশ্রমিক চাইনা এখন না নিতে পারে যদিও বন্ধুত্ব স্বরূপ বলে যদিও এ অবস্থায় এটি অন্তর থেকে বলেনা বরং কেবলমাত্র সৌজন্যমূলক বলে, যথাসম্ভব মুসলমানের অবস্থা যথার্থতার উপর প্রয়োগ করা ওয়াজিব। অনুমানে সাব্যস্ত করা যে, সে সন্তুষ্টি চিত্তে দেয়া মিথ্যা বলেছে তার প্রতি তিনটি কবিরার সম্পর্ক। ১. মিথ্যা। ২. ধোকা দেয়া যে অসন্তুষ্ট চিত্তে দিয়েছে এবং সন্তুষ্টি তার উপর জাহির

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

করেছে। ৩. হারাম মাল দেয়া যা নেয়া হারাম, দেয়াও হারাম তাই তার কথা বাস্তবতার উপরই প্রয়োগ করব।

প্রশ্ন : শপথের কাফ্ফারা কিছু নেই?

উত্তর : উক্ত পদ্ধতিতে কাফ্ফারা কিছু নেই, তাওবা করতে হবে। কাফ্ফারা ঐ শপথে দিতে হয় যা আগামীতে কোন কাজ করা না করার উপর হয় এবং তার বিপরীত করে, অতীত কর্মের উপর শপথে কাফ্ফারা নেই।

সংকলক : জুমার রাতে আ'লা হযরত মুজাদ্দিদুল আলীর ছোট ভাই মাওলানা মাওলভী মুহাম্মদ রেজা খান সাহেব আগমন করেন এবং বলেন আজ একটি দৈনিক পত্রিকা পাঠে জানতে পারলাম, 'বুখারা সাম্রাজ্য রাশিয়ানদের কবল থেকে মহান সম্রাটের অধীনে চলে গেছে' এ প্রেক্ষিতে বলেন, এটি একটি পুরাতন ইসলামী সাম্রাজ্য যেখানে বড় বড় ইমাম, মুজতাহিদ ছিলেন। যাঁদের বরকতে তা এত দিন পর্যন্ত টিকে আছে। একই সময় সব স্থানে আজান হতো এবং একই সময় নামায, ব্যবসায়ী দোকানদারগণ তৎক্ষণাত নিজ নিজ পেশা বন্ধ করে জমাআতে শরীক হতেন অতঃপর বুখারা সাম্রাজ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আমি একদিন হাকিম ওজির আলীর কাছে দিনের দশটা বাজে যাচ্ছিলাম। আমার বয়স সে সময় জিলানী (আলা হযরতের নাতি)'র সমান ছিল দশ বছর। সামনে একজন বুজুর্গ সাদা দাড়িওয়ালা। বৎস! বর্তমানে আবদুল আজিজ অতঃপর আবদুল হামিদ অতঃপর আবদুর রশিদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন এবং তৎক্ষণাত দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। সুতরাং এখনো পর্যন্ত ঐ বুজুর্গের ভবিষ্যত বাণী পুরোপুরি মিলেছে। অনুরূপ মসজিদের পাশে একজন অলির সাক্ষাত হলো। আমার শৈশব ছিলো। আমাকে অনেক্ষণ ধরে দেখছেন অতঃপর বলেন, তুমি রেজা আলী খান কে, আমি বলি, নাতি, তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন।

প্রশ্ন : ফরজ নামাযের পূর্বের সুন্নাত সমূহ পাওয়া না গেলে কী ঐগুলো কাজা হয়ে যাবে?

উত্তর : নিজ সময় থেকে কাজা বুঝা যাবে, নামাযের সময় থেকে কাজা নয়।

প্রশ্ন : মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে, হাত বাধার মধ্যে মতানৈক্য আছে কেউ সিনার উপর কেউ নাভীর উপর বাঁধে।

উত্তর : তরমুজ খেয়েছেন, ক্ষিরা এক প্রকার ফল এর সাথে কী সম্পর্ক উভয়টি একই প্রকার ফল। ইমামদের মতানৈক্যের পীছু নেবেননা। ইমামগণ যা কিছু বলেছেন শরীয়ত অনুযায়ী বলেছেন, প্রত্যেকের ইমামের অনুসরণ করতে হবে।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

প্রশ্ন : হাবিব আকরাম ﷺ-এর জিয়ারত অর্জন হওয়ার পন্থা কী?

উত্তর : রাতে অধিক দরূদ শরীফ পড়া, সবসময় অধিক দরূদ পড়বে বিশেষ করে শয়নের পূর্বে। এ দরূদ শরীফটি এশার পর একশতবার অথবা যতবার সম্ভব পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ.

জিয়ারত অর্জনের জন্য এ থেকে উত্তম কোন শব্দ নেই তবে একমাত্র নবী ﷺ-এর সম্মানের জন্য পড়বে। এটা যেন মনে না করে আগে জেয়ারত হোক। তার অনুকম্পা ও করুণা অশেষ।

فراق و وصل چہ خواہی رضائے دوست طلب ◊ کہ حیف باشد ازو غیر او تمنائی

অতঃপর একটি সাধারণ মাসয়ালা উপস্থাপন হলো যার শেষে লিখা ছিলো যে, উত্তর কিতাবের উদ্ধৃতি সহ যেন লিখা হয়।

উত্তর : সাহাবাদের যুগে ফতোয়া চাওয়া হতো যার উত্তর দেয়া হতো সেখানে কিতাবের উদ্ধৃতি কোথায় ছিলো বর্তমানে বিস্তারিত পৃষ্ঠা ও লাইন নম্বরসহ জানতে চায় অথচ তা কিছুই বুঝে না।

প্রশ্ন : হুযূর একটি সাহায্যের আবেদন করতে হচ্ছে তার জন্য কোন দিন উপযুক্ত?

উত্তর : তার জন্য কোন বিশেষ দিন নির্ধারিত নেই তবে হাদিস শরীফে আছে- যে ব্যক্তি সপ্তাহের যে কোন দিন সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘর থেকে বের হবে তার প্রয়োজন সমাধানে জিম্মাদার আমি হব।

প্রশ্ন : হুযূর আকদাস ﷺ প্রত্যেক প্রয়োজনের জন্য বলেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, বৈধ প্রয়োজন হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : আলিফ লামের পারায় একস্থানে عَذَابٌ عَظِيْمٌ আছে, নামাযে তদস্থলে اَلِيْمٌ পড়লে হবে কী হবে না?

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর : হ্যাঁ, হয়ে যাবে, নামায ঐ ভূলে যাবে যা দ্বারা অর্থ নষ্ট/ অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : নামাযে যদি বিছমিল্লাহ শরীফ বড় স্বরে বের হয়ে যায় তার বিধান কি?

উত্তর : অনিচ্ছায় বের হলে ভাল, ইচ্ছাকৃত মাকরূহ।

প্রশ্ন : দুটি মসজিদ কাছাকাছি, বর্ষার দিনে একটি ধ্বংস হয়ে গেছে এখন তার সামগ্রী অন্য মসজিদে তাও ধ্বংসের পথে ব্যবহার করা যাবে কিনা।

উত্তর : জায়েয নেই, এমনকি এক মসজিদের বদনাও অন্যমসজিদে নিয়ে যাওয়ার বাধা আছে। মুসলমানদের উভয়টি পূণঃনির্মাণ ও সংস্কার ফরজ এবং এত কাছাকাছি মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনই বা কি?

প্রশ্ন : হুযূর! মসজিদের নামে চাঁদা তুলে নিজে খাওয়ার বিধান কি?

উত্তর : জাহান্নামের উপযোগী।

প্রশ্ন : যদি কোন মানুষ জীবদ্দশায় কবর পাকা করে রাখে এটি জায়েজ কি না জায়েয?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ

-কেউ জানেনা যে সে কোথায় মারা যাবে।[২৭]

কবর প্রস্তুত করে রাখার শরীয়তের বিধান নেই, অবশ্যই কাপড় সেলাই করতঃ রাখতে পারে, যেখানে যাবে নিজের সাথে নিয়ে যাবে, আর কবর সঙ্গে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন : জুমা ও উভয় ঈদের খুতবা বিসমিল্লাহ সহ জায়েয?

উত্তর : আউজুবিল্লাহ ছোট করে পড়ে খুৎবা শুরু করবে।

প্রশ্ন : যদি নামাযের সময় পাগড়ী বাঁধে এবং সুন্নাতের সময় খুলে ফেলে যে মাথা ব্যথার ধারণা হয় তাহলে জায়েজ কি না জায়েয?

উত্তর : উত্তম, তবে আরো উত্তম হচ্ছে খুলবেনা। পাগড়ী পড়ে এক জুমা পড়া পাগড়ী বিহীন সত্তর জুমার সমান। এমর্মে বর্ণিত আছে মাথা ব্যথাও জ্বর এমন বরকতময় রোগ যা নবীগণের হতো। জনৈক অলির মাথা ব্যথা হয় তিনি তার শোকরিয়ার্থে সারা রাত নফল নামাযে কাটিয়ে দেন যে প্রভু আমাকে ঐ রোগ দিয়েছেন যা নবীগণের হতো, আল্লাহু আকবর। বর্তমান অবস্থা হলো নামে মাত্র

[২৭]. আল কুরআন, সূরা লুকমান, আয়াত : ৩৪

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

মাথা ব্যথা অনুভব হলেই তাড়াতাড়ি নামায পড়ে নেয়। অতঃপর বলেন, প্রত্যেক রোগ অথবা ব্যথা দেহের যে স্থানে হয় তা অতিরিক্ত কাফফারা ঐ স্থানের যার বিশেষ সম্পর্ক ঐ স্থানের হয় তবে জ্বর এমন রোগ যা সম্পূর্ণ দেহে সংক্রমিত হয় যাতে আল্লাহর ফজলে সমুদয় শিরা উপশিরার পাপ বের করে দেয়। আলহমাদু লিল্লাহ আমার অধিক জ্বর ও মাথা ব্যথা হয়।

প্রশ্ন : হুযূর খোলাফা-ই-রাশেদীনের সময়েও ওয়াহাবী দল ছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, এটি ঐ দল আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه যাদের হেদায়ত করার জন্য আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী رضي الله عنه থেকে অনুমতি চাইলেন এবং আমিরুল মুমিনীন এর নির্দেশ ক্রমে গমণ করেছেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আমিরুল মু'মিনীন তোমাদের অপ্রিয় হলেন কেন? তারা বলেন, সিফফিনের ঘটনায় আবু মুসা আশয়ারীকে বিচারক করেছেন এটি শিরক হলো যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

-বিধান নয় তবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য।[২৮]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, উক্ত কুরআন করিমে এই আয়াতও আছে-

فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا

-স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ হলে একজন বিচারক স্বামীর পক্ষ থেকে আর একজন স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রেরণ কর যদি তারা উভয়ই সংশোধন চায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা তারা উভয়ের মধ্যে মমতা সৃষ্টি করে দেবেন।[২৯]

দেখ, এটিই ওয়াহাবীদের দলিল দেয়া ও গবেষণার নিয়ম। অদৃশ্য জ্ঞান, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি মাসয়ালা সত্তাগত ও প্রদত্ত পন্থার পার্থক্য থেকে চোখ বন্ধ রাখে, না বাচক দলিল সমূহের উপর ঈমানের দাবী করে। হ্যাঁ, বাচক দলিল দ্বারা কুফুরী প্রমাণ করে। এ উত্তরটি শ্রবণ করে তাদের মধ্যে পাচ হাজার

[২৮]. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ৫৭

[২৯]. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৩৫

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

তাওবা করেন এবং অপর পাচ হাজারের মাথার উপর মৃত্যু আরোহণ করেছে, তারা শয়তানি চিন্তাধারায় অটল রইল। আমিরুল মু'মিনীন তাদের হত্যার নির্দেশ দেন, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সাহাবাগণ তাদের হত্যার বিষয়ে চিন্তিত হন যে, এ সম্প্রদায় সারা রাত তাহাজ্জুদ নামায পড়ে। সারা দিন কুরআন তিলাওয়াতে ব্যয় করে আমরা তাদের উপর কিভাবে তরবারী তুলব। তবে আমিরুল মু'মিনীনকে অতীত ও আগামীর সব জান্তা নবী অবগত করেছেন যে, নামায, রোজা ইত্যাদি বাহ্যিক আমল সমূহের কঠোর অনুসারী হবে এতদসত্ত্বেও ধর্ম থেকে এভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে তীর লক্ষ্যস্থল থেকে বের হয়ে যাবে। কুরআন পড়বে তবে তাদের গলদেশের নিচে অবতরণ করবেনা। আমিরুল মু'মিনীন এর নির্দেশক্রমে সৈন্যেরা তাদের হত্যার জন্য বাধ্য হন, ঠিক যুদ্ধ কালীন সংবাদ এলো যে, তারা সমুদ্রের ওপারে চলে গেছে। আমিরুল মু'মিনীন বলেন, আল্লাহর শপথ, তাদের মধ্যে দশ জন ওপার যেতে পারবেনা তারা সকলই এপারে হত্যা হবে। যখন তারা সকলই নিহত হল আমিরুল মু'মিনীন মানুষদের অন্তর থেকে তাদের তাকওয়া, পবিত্রতা, তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াত কুরআন এর সন্দেহ/ শংকা নিরসন করার জন্য বলেন।

অন্বেষণ কর, যদি তাদের মধ্যে যু সদইয়া (ذوالثدي) পাওয়া যায়, তাহলে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা করেছ। খোজা হলো তাকে লাশের স্তুপের নিচ থেকে বের করে আনা হলো যার একটি হাত মহিলার স্তন সদৃশ্য ছিল। আমিরুল মু'মিনীন আল্লাহু আকবর ধ্বনি দেন ও আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করেন। সৈন্যদের অন্তরের সন্দেহ উক্ত অদৃশ্য সংবাদ দেয়া ও তদনুযায়ী ঘটনা হওয়ার দরুণ দূর হয়ে গেল। কেউ বলেন, তারই প্রশংসা যিনি তাদের অপবিত্রতা থেকে জমিনকে পবিত্র করেছেন। আমিরুল মু'মিনীন বলেন, তোমরা কী মনে করছ যে, এ লোকেরা শেষ হয়ে গেল কখনো না, তাদের মধ্যে কিছু মাতৃগর্ভে, কিছু পিতার ঔরশে। যখন তাদের একদল ধ্বংস হবে অপর দল মাথা চড়া দিয়ে উঠবে- حَتّٰى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الدَّجَّال 'অবশেষে তাদের সর্বশেষ দল দাজ্জালের সাথে বের হবে।' এটি এমন দল প্রত্যেক যুগে নতুন রং নতুন নাম দিয়ে আত্ম প্রকাশ করতে থাকবে বর্তমান যুগে ওয়াহাবী নামে প্রকাশ হয়েছে। তাদের যে সব লক্ষণ বিশুদ্ধ হাদিসে ইরশাদ করেন সব তাদের মধ্যে বিদ্যমান। تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ عِنْدَ صِيَامِهِمْ وَاَعْمَالَكُمْ عِنْدَ

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

اَعْمَالِهِمْ 'তোমরা তাদের নামাযের সামনে তোমাদের নামাযকে ছোট মনে করবে। তাদের রোজার সামনে নিজেদের রোজা তাদের কর্মসমূহের সামনে তোমাদের কর্ম সমূহকে।' يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ 'তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তাদের গলদেশের নিচে অবতরণ করবেনা।' يَقُوْلُوْنَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ 'তারা কথা বললে সকলের কথার চাইতে উত্তম মনে হবে।' কথায় কথায় হাদিস পেশ করবে। অথচ অবস্থা হবে- يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ 'তারা ধর্ম থেকে এভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে তীর লক্ষ্যস্থল থেকে বের হয়।' سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ 'তাদের চিহ্ন হলো তাদের অধিকাংশ মাথা মুণ্ডানো হবে।' مُشَمِّرِى الْاِزَارِ 'গোড়ালীর নিচে চাদর পরিধান করবে।' তাদের প্রধান ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদী। সে মাথা মুন্ডানোর ক্ষেত্রে এত বেশী উৎসাহী ছিল যে, কোন মহিলা তার অপবিত্র মতাদর্শ প্রবেশ করলে তার মাথাও মুণ্ডিয়ে দিতো। কেননা এগুলি কুফুরী যুগের চুল, এগুলো দূর করে দাও। অবশেষে জনৈক মহিলা বলল, যে পুরুষ তোমার ধর্মে আসে তার দাড়িও মুণ্ডিয়ে দাও ঐগুলোও কুফুরী যুগের চুল। ঐ সময় থেকে বিরত রইল। এখন ওয়াহাবীদের প্রতিলক্ষ্য করুণ তাদের অধিকাংশে মাথা মুণ্ডায় ও গোড়ালীর নিচে চাদর জুব্বা পরিধান করে। এ প্রসঙ্গে বললেন, হুনাইন যুদ্ধে হুযুর আকদাস ﷺ যে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বন্টন করেছেন তার উপর একজন ওয়াহাবি বলল, আমি এ বন্টনে ন্যায় বিচার পাচ্ছি না কেননা কাউকে বেশী কাউকে কম দিয়েছেন। এটা শুনে হযরত ওমর ফারুক আজম ؓ আরজ করেন, হে আল্লাহ রাসূল ﷺ! অনুমতি দিন যে আমি এ মুনাফিকের গর্দান ফেলে দিব। তিনি বলেন থাম মেরোনা, তার বংশ থেকে এরূপ এরূপ লোক জন্ম লাভ করবে। ওয়াহাবীদের প্রতি ইঙ্গিত করেন তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন আফসোস যদি আমি তোমার উপর ন্যায় বিচার না করি তাহলে কে ন্যায় বিচার করবে এবং বলেন আল্লাহ দয়া করুন আমার ভাই মুসার উপর তাকে এ থেকেও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। আলেমগণ বলেন, হুযুর ﷺ-এর উক্ত একদিনের দান দানবীর বাদশাহর জীবনের দান ও বদান্যতার চেয়েও অধিক ছিল। জঙ্গল গণিমতে পরিপূর্ণ ছিলো হুযুর দান করে যাচ্ছিলেন দান গ্রহীতারা ভীড় করতে ছিলেন হুযুর পিছু হটতে ছিলেন অবশেষে যখন সব মাল বন্টন হয়ে গেল একজন বেদুঈন পবিত্র চাদর খানা পবিত্র দেহ থেকে টেনে

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

নিল কাঁধ ও পীঠে তার চিহ্ন বসে গেল, তার ফলে তিনি এটুকু বলেন, হে লোকেরা তাড়াতাড়ি করো না, আল্লাহর শপথ! তোমরা আমাকে কোন সময় কৃপণ পাবে না। সত্য হে আরশের অধিপতির বরেণ্য প্রতিনিধি। তার শপথ যিনি হুযূরকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, উভয় জগতের দান সমূহ হুযূরেরই দান, উভয় জগত হুযূরেরই দানের এক অংশ বিশেষ।

فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا ۞ وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

"নিঃসন্দেহে ইহকাল ও পরকাল আপনার দানের অংশ বিশেষ লওহ ও কলম আপনার জ্ঞানের অংশ সমূহ থেকে কিছু অংশ।" একদা রাসূলের নিকট সহাবাগণ উপস্থিত, জনৈক ব্যক্তি আসে মজলিশের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে মসজিদে চলে গেল। তিনি ইরশাদ করেন, কে আছ যে, তাকে হত্যা করবে? সিদ্দিক আকবর رضي الله عنه দাঁড়ালেন ও গিয়ে দেখেন সে নিতান্ত মনযোগও ভয়সহ নামায পড়ছে। সিদ্দিকে আকবরের হাত উঠে নাই যে এমন নামাযীকে ঠিক নামাযরত হত্যা করবেন। ফিরে এসে তিনি সব ঘটনা খুলে বলেন। ইরশাদ করেন, কে তাকে হত্যা করবে? ফারুক আজম رضي الله عنه উঠেন তারও পূর্বাবস্থা হল। হুযূর পুণরায় বলেন, কে আছ যে তাকে হত্যা করবে? মাওলা আলী উঠেন ও আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি। তিনি বলেন, হ্যাঁ, তুমি। যদি তোমার মিলে, তবে তুমি তাকে পাবে না এটিই হয়েছে। মাওলা আলী যখনই গেলেন সে নামায পড়ে প্রস্থান করল। তিনি ইরশাদ করেন, যদি তুমি তাকে হত্যা করে দিতে তাহলে উম্মতের উপর থেকে বড় ফিতনা উঠে যেত। এ ছিল ওয়াহাবীদের আদি পিতা যার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সন্তানরা বর্তমান দুনিয়াকে অপবিত্র ও দুর্গন্ধ যুক্ত করছে। সে মজলিশের পার্শে দাঁড়িয়ে সকলের উপর একবার দৃষ্টি দিল মনে মনে এ বলে চলে গেল যে, আমার মত এদের মধ্যে একজন ও নেই, এটি ছিল অহংকার উক্ত দুষ্ট ব্যক্তির নিজের নামায ও আত্ম গরিমার উপর। সে জানেনা নামায হোক অথবা কোন সৎকর্ম ঐসব গুলো হুযূর ﷺ-এর দাসত্বের শাখা/ যতক্ষণ তার গোলাম হওয়া যাবেনা কোন এবাদতই কাজে আসবে না। তাই কুরআন আজিম এ তার সম্মানকে নিজ ইবাদতের পূর্বে রেখেছেন। তিনি বলেন,

لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

visit: www.YaNabi.in

-যাতে তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের উপর এবং তাকে সম্মান ও মর্যাদা দেবে। সকাল ও বিকাল তার (আল্লাহর) পবিত্রতা বর্ণনা করবে (নামায)।[৩৮]

অতএব সর্বাগ্রে ঈমান, রাসূলের সম্মান ব্যতীত তা গ্রহণীয় নয়। অতঃপর রাসূলের সম্মান, তা ব্যতীত নামায এবং কোন ইবাদতই গ্রহণীয় নয়। এমনিতে আবদুল্লাহ সমগ্র জগতে আছে তবে সত্যিকার আবদুল্লাহ সে যে মুস্ত ফার গোলাম হবে নতুবা শয়তানের গোলাম।

সংকলক : একদিন মৌলভী সাঈদ আহমদ ইবনে মৌলভী ফতেহ মুহাম্মদ সাহেব নায়েব লক্ষ্ণৌ (সহ প্রধান লক্ষ্ণৌ) আলা হযরতের কাছে এসে হাতে চুমা দেন এবং কুরবানীর চামড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যে, মাদরাসা সমূহে দেয়া যায় কী যায় না। ইরশাদ করেন নিঃসন্দেহে তা মাদ্রাসায় ব্যয় করা বৈধ। মৌলভী সাহেব হেদায়া গ্রন্থকারের উক্তি বর্ণনা করেন তার মতে কুরবাণীর চামড়া বিক্রয়ের দ্বারা তার মূল্য সদকা করে দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়।

ওয়াজিব সদকার ব্যয়ের স্থান হচ্ছে যাকাতের ব্যয়ের স্থান, যাকাত এর ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফকিরদের মালীক করে দেয়া শর্ত। এ বিষয়ে তিনি বলেন, এটি ঐ অবস্থায় যে, মাল করার জন্য বিক্রয় করলে যেহেতু তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণে তাতে মালের উপযোগিতা রইলনা। বিপরীত ঐ অবস্থার আল্লাহর রাস্তায় মঙ্গল জনক খাত সমূহে ব্যয় করার জন্য বিক্রয় করে এটিও এক প্রকার সান্নিধ্য আর এখানে সান্নিধ্যই উদ্দেশ্য। এছাড়া মাদ্রাসা সমূহে বিক্রয় করেই দেয়া আবশ্যক নয়। অধিকাংশ চামড়া মাদ্রাসা সমূহে পাঠিয়ে দেয়া হয়, ধনীকেও চামড়া দেয়া যায় তাহলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কী দোষ করেছে? ঐ সময় মৌলানা মৌলভী হাসনাইন রেজা খান সাহেব ও উপস্থিত ছিলেন তিনি বলেন, যখন ওয়াজিব সদকায় মালিক করে দেয়া শর্ত তাহলে যাকাত এবং এরূপ সদকা সমূহ মাদ্রাসা সমূহে কিভাবে ব্যয় করা হবে।

উত্তর : মুহতামিমের উচিত যাকাত, ওয়াজিব সদকার মুদ্রা সমূহ দ্বারা প্রয়োজন বোধে ছাত্রদের জন্য কিতাব সমূহ খরিদ করে দেবেন এবং তাদের ঐ গুলোর মালীকানা সত্ত্ব দিয়ে দেবেন অথবা যে খাবার গুলো মাদ্রাসা থেকে ছাত্রদেরকে পরিবেশন করা হয় ছাত্রদেরকে প্রথমে টাকা দিয়ে মালিক বানিয়ে দেবেন

[৩৮]. আল কুরআন, সূরা ফাতাহ, আয়াত : ৯

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

অতঃপর তারা মুহতামিমকে টাকা ফেরত দেবে এবং খাবারে অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষকদের বেতনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এ মুদ্রাগুলো ব্যয় করা জায়েয নেই।

প্রশ্ন : হুযূর, যদি কুরআন আজিম সিন্দুকে বন্ধ থাকে রেল ভ্রমণ অথবা অন্য কোন ভ্রমণে বাহনে সফর করছি স্থানের সংকীর্ণতার কারণে বাধ্য তাহলে এরূপ অবস্থায় সিন্দুক নিচে রাখা যাবে কী যাবে না?

উত্তর : কখনো রাখবেনা, নিজ থেকেই অপারগতা সৃষ্টি করছেন, নতুবা কোন দুঃসাধ্য নয়। যার অন্তরে কুরআনের সম্মান বোধ আছে সে যে কোন উপায়ে তার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

প্রশ্ন : আসর সময়ে মাকরূহ কখন আসে?

উত্তর : সূর্যাস্তের বিশ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত মাকরূহ নয়। অর্থাৎ সালামের পর বিশ মিনিট সূর্যাস্তে বাকী থাকলে। এরপর মাকরূহ ঐ সময় সূর্যকে চোখ ভরে দেখতে পারে।

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি নামাযে সূরা যিলযাল ও আদিয়াত পড়েছে اَثْقَالَ এবং تُحَدِّثُ এর ث কে س এর মাখরাজ থেকে আদায় করল এবং اَوْحٰی এর ح কে ه আর ضَبْحًا এর ض কে পূর্ণ ذ ও পড়ে নাই বরং স্পষ্ট دَبْحًا পড়ল এবং حُصِّلَ এর ص কে সাদৃশ্যময় س পড়ল উক্ত অবস্থা সমূহে নামায পূণঃ পড়তে হবে কী হবে না?

উত্তর : নামায হয় নাই, পুণঃ পড়বে।

প্রশ্ন : একজন উপস্থিত ব্যক্তি আরজ করেন যে, হুযূর পার্থিব অপছন্দনীয় কাজ সমূহ এমনভাবে পরিবেষ্টন করেছে যে, প্রতিদিন ইচ্ছা করি আজ কাজা নামায সমূহ আদায় করব তবে হয়ে উঠে না। কী এভাবে আদায় করব যে, প্রথমে ফজরের সব নামায সমূহ অতঃপর জোহরের অতঃপর অন্যান্য সময়ের কোন অসুবিধা আছে? আমার এটিও মনে নেই যে কত নামায কাজা হয়েছে এ অবস্থায় কী করা উচিত?

উত্তর : কাজা নামায সমূহ অতি তাড়াতাড়ি আদায় করা আবশ্যক। জানা নেই কখন যে মৃত্যু এসে যাবে। কোন সমস্যা নেই একদিনে বিশ রাকয়াত নামায (অর্থাৎ ফজরে দু'রাকাত, জোহরে চার, আসর চার রাকাত, মাগরিব তিন রাকাত, এশা সাত রাকাত (ফরজ চার+বিতর) এ নামাযগুলো উদয়, অস্ত এবং সূর্য ঢলার সময় ব্যতীত (উক্ত সময় সিজদা হারাম) সব সময় আদায় করা যাবে। তাই প্রথমে ফজরের সব নামায আদায় করবে অতঃপর জোহর অতঃপর

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আসর অতঃপর মাগরিব অতঃপর এশা অথবা সব নামায সাথে সাথে আদায় করে যাবে এবং তার হিসাব করবে যে, আনুমানিক যেন কোন নামায বাকী না থাকে, বেশী হলে কোন অসুবিধা নেই এবং ঐসব নামায সামর্থ অনুযায়ী ধীরে ধীরে আদায় করবে অলসতা করবেনা যতক্ষণ দায়িত্বে ফরজ বাকী থাকে কোন নফল কবুল করা হবে না। ঐসব নামাযের নিয়ত এভাবে হবে, উদাহরণস্বরূপ একশত ওয়াক্ত ফজর কাজা আছে তাহলে প্রত্যেকবার এরূপ বলবে, সবার পূর্বে যে ফজর আমার কাজা হয়েছে প্রত্যেকবার এরূপ বলবে। অর্থাৎ যখন একটি আদায় হলো তাহলে বাকীদের মধ্যে যা সবার প্রথমে এভাবে জোহর ইত্যাদি নামায সমূহে নিয়্যত করবে। যার কাছে অনেক নামায কাজা আছে তার জন্য সহজ ও তড়িত আদায়ের পথ হলো এই যে, প্রত্যেক রাকাতে আলহামদু শরীফের স্থলে তিনবার سُبْحَانَ اللّٰه বলবে, একবার বললেও ফরয আদায় হয়ে যাবে। রুকু-সিজদার তাসবীহতে কেবল একবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم এবং سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়লেই যথেষ্ট। তাশাহুদ এর পর উভয় দরূদের স্থলে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِه এবং বিতরে দোয়া কুনুতের স্থলে رَبِّ اغْفِرْلِيْ বললে যথেষ্ট। সূর্যোদয়ের বিশ মিনিট পর এবং সূর্যাস্তের বিশ মিনিট পূর্বে নামায আদায় করতে পারে, তার পূর্বে অথবা তার পরে জায়েয নেই। প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার দায়িত্বে নামায বাকী আছে চুপি চুপি পড়বে। পাপ প্রকাশ করা জায়েজ নেই (এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন) যদি কোন ব্যক্তির দায়িত্বে ত্রিশ অথবা চল্লিশ বছরের নামায কাজা থেকে যায় সে তার ঐ প্রয়োজনীয় কাজ যে গুলো ব্যতীত জীবন অচল ব্যবসা বাণিজ্য) ও যাবতীয় লেনদেন বর্জন করল ও দৃঢ় সংকল্প করল যে, সব নামায আদায় করে বিশ্রাম নেব এবং মনে করুণ ঐ অবস্থায় একমাস অথবা একদিন পর তার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা নিজ রহমতে তার সব নামায পরিশোধিত করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ

فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ﴿۱۰۰﴾

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

-যে নিজ গৃহ থেকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি হিজরত করতঃ বের হবে অতঃপর পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়ে যায় তার বিনিময় আল্লাহর দায়িত্বে।[৩১]

অত্র আয়াতে প্রমাণিত হলো গৃহ থেকে এক পা বের হলো অতঃপর মৃত্যু এসে গেল তাহলে পরিপূর্ণ কাজ তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করা হবে এবং পরিপূর্ণ পূণ্য ও পাওয়া যাবে। এখানে নিয়্যাত লক্ষ্যণীয় যাবতীয় কাজের নির্ভরতা সুন্দর নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন : হুযূর! যখন রাসূলগণ ও ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ, তাহলে সালাত-সালাম বলে ঈসালে সওয়ার পৌঁছানোর কী প্রয়োজন?

উত্তর : প্রথমত 'সালাত-সালাম' সওয়াব পৌঁছানো নয় বরং সম্মান প্রদর্শন। তাদের উপর দরূদ সালাম অবতীর্ণের দোয়া আরো হলে ও রাসূলগণ ও ফেরেশতাকুল অতিরিক্ত সওয়াবের অমুখাপেক্ষী নন। হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম গোসল করছেন, আল্লাহ তায়ালা স্বর্ণের বৃষ্টি তার উপর বর্ষণ করেন। তিনি চাদর মোবারক বিছিয়ে স্বর্ণ কুড়াতে লাগলেন। আহবান আসলো, হে আইয়ুব! আমি কী আপনাকে তা থেকে অমুখাপেক্ষী করিনি? তিনি বলেন, অবশ্যই আপনি অমুখাপেক্ষী করেছেন, তবে আপনার বরকত থেকে আমার কোন সময় তুষ্টি নেই। উক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, সৈয়্যদ বংশোদ্ভূত একজন বন্ধু প্রায়ই আমার কাছে আগমন করতেন এবং অভাব ও দারিদ্রতার অভিযোগ করতেন। একদা তিনি নিতান্ত চিন্তিত হয়ে আসেন, আমি তার কাছে জানতে চাই যে মহিলাকে পিতা তালাক দিয়েছে সে কী ছেলের জন্য হালাল হতে পারে? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, আমিরুল মু'মিনীন আলী যার সন্তানদের মধ্যে আপনি একজন নির্জনতায় নিজ চেহরায় হাত বুলিয়ে ইরশাদ করেন, হে দুনিয়া অন্য কাউকে ধোকা দাও, আমি তোমাকে এমন তালাক দিয়েছি যাতে কোন প্রত্যাবর্তন করতে না পার। অতঃপর সৈয়্যদ বংশের লোকদের দারিদ্রতা আশ্চার্যের কি! সৈয়্যদ সাহেব বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার শান্তনা হয়ে গেল। তিনি এখনও জীবিত আছেন ঐ দিন থেকে কখনো অভিযোগকারী হয় নাই।

মৌলভী আবদুর রহমান বাহারী জাইপুরী : হুযূর! হাজী আবদুল জব্বার সাহেব অধিকাংশ সময় চিন্তিত থাকেন।

[৩১]. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১০০

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর : لَا حَوْلَ অধিকাংশ পাঠ করবে, এটি ৬৯টি বিপদ দূর করবে তন্মধ্যে সহজতর হচ্ছে চিন্তা। ৬০ বার পড়ে পানিতে ফুঁক দেবে, দৈনিক পান করবে।

প্রশ্ন : জীবিকার বরকতের কোন দোয়া হুযূর ইরশাদ করুণ, বর্তমানে খুব বেশী চিন্তিত।

উত্তর : একজন সাহাবী পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হন ও আরজ করেন, দুনিয়া আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তিনি বলেন, কী তোমার ঐ তাসবীহ স্মরণ নেই যা তসবিহ হচ্ছে ফেরেশতাদের এবং তাদের যাদের বরকতে জীবিকা দেয়া যায়। মাখলুক আসবে তোমার কাছে অপমানিত হয়ে। ফজরে ১০০ বার করে বল,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ ، وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللهَ.

উক্ত সাহাবীর সাত দিন অতীত হয়েছিলো, হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন হুযূর দুনিয়া আমার কাছে এত অধিকভাবে এসেছে আমি অবাক হয়েছি কোথায় রাখব, কোথায় তুলব। উক্ত তাসবীহ এখনও পড়ে যাও। যথা সম্ভব সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে নতুবা সকালের পূর্বে জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে তুমি তাতে শরীক হয়ে পরে সংখ্যা পূর্ণ করবে আর যেদিন নামাযের পূর্বে না হয় তাহলে সূর্যোদয়ের পূর্বে ভাল।

সংকলক : মিশরের মিনারা সমূহের আলোচনা হলো এ প্রসঙ্গে বলেন,

উত্তর : ঐগুলোর নির্মাণ হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে হয়েছে। নূহ আলাইহিস সালাম-এর উম্মতের উপর যেদিন তুফান এসেছিল তা ছিল পহেলা রজব। বৃষ্টি হচ্ছিল, জমিন থেকেও পানি উঠছিল। প্রভুর নির্দেশে নূহ আলাইহিস সালাম একটি নৌকা তৈরী করেন যা দশই রজব চলতে ছিল। উক্ত নৌকায় আশি জন পুরুষ আরোহণ করেছে যাদের মধ্যে দু'জন নবী ছিলেন। (হযরত আদম ও হযরত নূহ আলাইহিস সালাম) হযরত নূহ আলাইহিস সালাম উক্ত নৌকায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর তাবুত রেখেছেন তার এক প্রান্তে পুরুষ অন্য প্রান্তে মহিলাদের বসিয়েছেন। পানি ঐ পাহাড় থেকে যা সর্বোচ্চ ছিল ৩০ ফুট উচু উঠেছিল। দশই মুহররম ছয় মাস পর উক্ত পবিত্র নৌকাটি জুদি পাহাড়ের উপর থামল। সব মানুষ পাহাড় থেকে অবতরণ করল। প্রথম শহর যা আবাদ হয়েছিল তার নাম- سُوْقُ الثَّمَانِيْنَ (আশি জনের শহর)। এ বস্তিটি নিহাওয়ান্দের সন্নিকট মুশিল সংলগ্ন অবস্থিত। উক্ত তুফানে দু'টি দালান গম্বুজ ও মিনারা

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

সদৃশ্য বিদ্যমান ছিলো যে গুলোর কোন ধরনের ক্ষতি হয় নাই, ঐ সময় ভূপৃষ্ঠে উক্ত দালানদ্বয় ব্যতীত আর কোন দালান বিদ্যমান ছিলনা।

আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উক্ত দালান সম্পর্কে বর্ণিত আছে-

بُنِىَ الْهِرْمَانُ النَّسْرُ فِى سَرْطَانَ.

-দালানদ্বয় ঐ সময় নির্মাণ করা হয়েছিলো যখন নসর নক্ষত্র সরতান কক্ষ পথ পরিবর্তন করেছে।

নসর দু'টি নক্ষত্রের নাম। ১. বিদ্যমান নক্ষত্র। ২. উড়ন্ত নক্ষত্র। আর যখন সাধারণ নক্ষত্র বলা হবে তা দ্বারা বিদ্যমান নক্ষত্র উদ্দেশ্য। এগুলোর দরজায় একটি শকুনের ছবি আছে যার থাবায় যেন ছোট সমুদ্র যা দ্বারা নির্মাণের তারিখের দিকে ইঙ্গিত হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যখন বিদ্যমান নক্ষত্র সরতান কক্ষ পথে আসল ঐ সময় এ দালান তৈরী হয়েছে। সে হিসেবে বার হাজার ছয়শত চল্লিশ বছর সাড়ে আটমাস হয়। নক্ষত্র চৌষট্টি চান্দ্র বছর সাত মাস সাতাশ দিনে এক কক্ষ পথ অতিক্রম করে। আর যখন ধ্রুব তারা কক্ষপথের ষোলতম স্তরে তাহলে তখন থেকে ছয় লক্ষ পথ সাড়ে পনের স্তর অতিক্রম করেছে ফলে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মেরও প্রায় পৌনে ছয় হাজার বছর পূর্বে তৈরী হয়েছে। তাঁর জন্ম সাত হাজার বছর থেকে কিছু বেশী হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি জ্বিন জাতির নির্মাণ যারা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মের পূর্বে ষাট হাজার বছর জমিনে অবস্থান করেছে।

প্রশ্ন : হুযূর! উক্ত আশি জন মানুষের সন্তানরাই কি দুনিয়াতে বৃদ্ধি পেয়েছে?

উত্তর : তুফানে যারা অবশিষ্ট ছিলো তাদের কারো বংশ বৃদ্ধি পায় নাই। সমগ্র দুনিয়াতে নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর বংশ বিস্তারিত। কুরআন আজিম এ আছে- وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ এজন্য তাঁকে দ্বিতীয় আদম বলে।

প্রশ্ন : কী হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) দুনিয়াতে এক হাজার বছর বেঁচে ছিল?

উত্তর : না, বরং আনুমানিক ষোলশত বছর জীবিত ছিলেন।

প্রশ্ন : হুযূর আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)-এর উপর ও হজ্ব ফরজ হয়েছিলো?

উত্তর : তাদের উপর ফরজ হওয়ার কথা আল্লাহই জানেন। আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হজ্ব করতে ছিলেন, হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর সিংহাসন বাতাসের উপর উড়তে ছিলো যখন মহান কাবা অতিক্রম করল কাবা

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ক্রন্দন করল এবং একত্ববাদের সমীপে মিনতি করে, আপনার একজন নবী ও একদল সৈন্য অতিক্রম করেছে তারা না আমার কাছে অবতরণ করেছে, না নামায পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে মহান প্রভু ইরশাদ করেন, ক্রন্দন করোনা, আমি তোমার হজ্ব বান্দাদের উপর ফরজ করে দেব তারা তোমার কাছে এভাবে প্রত্যাবর্তন করবে যেভাবে পাখিরা তাদের বাসায় প্রত্যাবর্তন করে। এমন ক্রন্দন করে দৌড়বে যেভাবে উষ্ট্রী নিজ সন্তানের প্রেমে দৌড়ে। তোমার মধ্যে শেষ নবী প্রেরণ করব যিনি আমার কাছে সকল নবীর চেয়ে প্রিয় হবে যার নাম হযরত মুহাম্মদ ﷺ।

প্রশ্ন : غرور যবর সহ এবং غُرور পেশ সহ এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : غرور যবর সহ ধোকা দেয়া এবং পেশসহ ধোকা।

প্রশ্ন : যায়দ নিজ পরিবার ও ছেলে সন্তানকে নিজ ভাগ্নে ও ভাইপোর তত্ত্বাবধানে রেখে নিজে বাইরে চলে গেল। তার চলে যাওয়ার পর স্ত্রীর সন্তান প্রসব হলো তার বার্তা স্বামীকে দেয়া হলো সে কোন উত্তর দিলনা অবশেষে সে যখন ফিরে এল তখনও কেবল নিরব রইল কিছু বলেও নাই, শুনেও নাই পুণরায় বাইরে চলে গেল অতঃপর একটি মেয়ে সন্তান জন্ম নিল। তা অবহিত করলে সে উত্তর দিল, তোমরা আমার স্ত্রীকে অপবাদ দিচ্ছ এ অবস্থায় সন্তান অবৈধ হবে কী হবে না?

উত্তর : যতক্ষণ না চারজন স্বাধীন ন্যায়পরায়ন পুরুষ এভাবে সাক্ষী দেবে যেভাবে সুরমাদানির শলাকা সুরমাদানিতে তাদের সাক্ষী শরীয়তের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রশ্ন : হুযূর! রিসালতের যুগে এরূপ কোন ঘটনা অতীত হয়েছে কী হয় নাই?

উত্তর : পবিত্র রিসালতের যুগে ব্যভিচারের প্রমাণ সাক্ষীগণের দ্বারা কখনো হয় নাই অবশ্যই দুবার এরূপ হলো যে, অপরাধীরা নিজেরাই স্বীকার করেছে। প্রথমত: হযরত মায়েজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এবং দ্বিতীয়ত: একজন মহিলা সাহাবীর। উভয় অপরাধী রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হন এবং শরীয়তের শাস্তি কামনা করেন যে আমরা পবিত্র হয়ে যাব। উভয়কে পাথর মারা হলো। যে সময় হযরত মায়েজকে পাথর মারা হলো তিনি পালিয়ে যান তবে পাথর মারার দায়িত্ব যারা তাকে ধরে হত্যা করল। নবীর কাছে গিয়ে ঘটনার পূর্ণবিবরণ দেয়। তিনি বলেন, তোমরা ছেড়ে দাওনি কেন যখন তিনি পালিয়ে গেছেন তিনি বলেন, তিনি এমন তাওবা করেছেন যে, যদি সমগ্র শহরে বন্টন করে দেয়া হয়

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। সাহাবীদের একজন হযরত মায়েজ ﷺ সম্পর্কে কিছু মন্দ উক্তিক করে ফলে ইরশাদ করেন, মন্দ বলোনা, আমি দেখেছি তিনি বেহেশতের নদীসমূহে সাঁতার কাটছেন। অনুরূপ মহিলা সাহাবীর ঘটনা- নিজের অপরাধ নবীর কাছে এসে স্বীকার করেন ও শাস্তি প্রার্থনা করেন। ইরশাদ করেন, তোমার গর্ভে সন্তান আছে। গর্ভ প্রসবের পর এসো। গর্ভ প্রসবের পর সন্তান সহ উপস্থিত হন ও আরজ করেন এ সন্তান নিয়ে এখন কী করব? তিনি বলেন, তাকে দুধ দাও, একথা শুনে ঐ মহিলা প্রত্যাবর্তন করেন, দু'বছর পর সন্তানসহ উপস্থিত হন, সন্তানের হাতে রুটির টুকরো ছিলো। আরজ করেন, হুযূর, এখন এসন্তান নিজেই রুটি খেতে পারে। সন্তান নিয়ে পাথর মারা হলো।

প্রশ্ন : হুযূর! কী হদ্দ বা শরয়ী শাস্তি দ্বারা পবিত্র হয়ে যাবে?

উত্তর : হদ্দ বা শাস্তি দ্বারা পবিত্র হয়ে যাবে। কিসাস (হত্যার বদলা হত্যা) দ্বারা হয়না। অবৈধভাবে হত্যাকারীর উপর তিনটি হক আছে। ১. নিহতের আপনজনের। ২. নিহতের। ৩. আল্লাহ তায়ালার। তন্মধ্যে নিহতের আপনজনের হক কিসাস নেয়ার দ্বারা আদায় হয়ে যায় অপর দুটি হক অনাদায়ী থেকে যায়।

প্রশ্ন : ঐ ব্যক্তির উপর যাকে কিসাস এর মধ্যে হত্যা করা হয়েছে নামায পড়া যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, যেভাবে আত্মহত্যাকারীর উপর পড়া যাবে। তবে নিজ মাতা পিতাকে হত্যাকারী এবং ডাকাত যে ডাকাতি কালে মারা গেছে তাদের জানাযার নামায নাই।

প্রশ্ন : এক বন্ধু জনৈক ওয়াহাবীর জানাযার নামায পড়েন এরূপ ব্যক্তির কী হুকুম?

উত্তর : ওয়াহাবী, রাফেজী, কাদিয়ানী ইত্যাদি কাফের ধর্ম ত্যাগীদের জানাযার নামায তাদের এরূপ জেনে পড়া কুফুরী।

প্রশ্ন : যদি ইমাম মিম্বর ছেড়ে দিয়ে খুৎবা পড়ে এবং যখন বলা হয় তখন বলে কোন অসুবিধা নেই উক্ত পদ্ধতিতে নামায হবে কী হবেনা?

উত্তর : সুন্নাত বিরোধী। ইমামকে বুঝানো উচিত। নামায হয়ে গেছে। হুযূর ﷺ যুগের অনেক বছর পর মিম্বর শরীফ তৈরী হয়েছে। প্রাথমিক যুগে প্রায়ই স্তম্ভে হেলান দিয়ে হুযূর খুতবা দিয়েছেন।

প্রশ্ন : হুযূর নামাযীর সামনে বের হওয়ার জন্য কত দূরত্ব প্রয়োজন?

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর : খোদাভীরুদের মত নামায পড়বে যে দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবদ্ধ থাকবে সিজদার স্থান দেখার নীতি মালা হচ্ছে যেখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে তার থেকে সামান্য আগে যেতে পারে। আমার অভিজ্ঞতার আলোকে এটি তিনগজ। এ স্থান দিয়ে বের হওয়া সাধারণভাবে জায়েয নেই। এর বাইরে মাঠে ও বড় মসজিদ বের হতে পারে। ঘর ও ছোট মসজিদে কেবলার দেয়াল পর্যন্ত সামনে যেতে পারে না। ফকীহগণ যাকে বড় মসজিদ বলেছেন তা এখানে কোনটিই নয়। খাওয়ারজমের মসজিদ ব্যতীত যার এক চতুর্থাংশে চার হাজার স্তম্ভ আছে বড় মসজিদ। অথবা মসজিদ হারাম শরীফে নামাযীর সামনে তাওয়াফ জায়েয। কেননা তাও নামাযের মত ইবাদত। (এ প্রসঙ্গে বলেন, যে যদি কোন মানুষ একাকী নিজ ঘরে অথবা মসজিদে নামায পড়েছে এবং অন্য লোকটি হাতে তালি দেয় অথবা মসজিদে নামাযীর সামনে বের হতে চায় তাহলে নামাযী তাকে অবহিত করার জন্য উচ্চ স্বরে سُبْحَانَ اللّٰه বলবে। যদি নামাযে শিশু সামনে এসে বসে যায় তাহলে তাকে হটিয়ে দেবে এবং যদি কোন আসনে পড়তে থাকে এবং শিশু পড়ে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে তাকে কোলে তুলে নেবে। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমা বিনতে যয়নবকে কোলে নিয়ে নামায পড়েছেন। যদি শিশুর কাপড়ে অথবা শরীরে নাপাক লাগে যদি সে এতটুকু যোগ্য যে কোলে নিজে রক্ষা পেতে পারে তাহলে নামায বৈধ কেননা শিশু নাপাক বহণকারী নতুবা নামায যায়েজ হবে না কেননা এখন সে নিজে নাপাক বহণকারী।

প্রশ্ন : মিথ্যুক নবী দাবীদারের কাছে মুযিজা তলব করা যায়?

উত্তর : যদি নবী দাবীদারের কাছে এই মনে করে যে তার দুর্বলতা প্রকাশ হোক মুজিযা চাইলে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি বাস্তবতার জন্য মুজিযা চাইল যে যদি মুজিযা ও দেখাতে পারে কী পারে না তাহলে তৎক্ষণাত কাফের হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গ বলেন, বিতর্কের মধ্যে মানুষ এটি শর্ত করে নেয় যে, নিরব হয়ে যাবে সে অন্যের মতবাদ গ্রহণ করে নেবে এটি ভীষণ হারাম ও নিতান্ত বোকামী। আমরা যদি কারো থেকে নিরোত্তর হয়ে যাই তাহলে মাযহাবের উপর কোন অসুবিধা হয় না কেননা আমাদের পবিত্র মাযহাবের ভিত্তি আমাদের উপর নয়। আমরা মানুষ ঐ সময় উত্তর স্মৃতিতে আসে নাই।

সংকলক : উক্ত সময় মাওলানা মৌলভী নয়ীমুদ্দিন সাহেব, মাওলানা মৌলভী জাফরুদ্দীন সাহেব, মৌলভী আহমদ মুখতার মিরঠী, মৌলভী আহমদ আলী

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

সাহেব, মাওলানা মৌলভী রহম এলাহী সাহেব ব্যবস্থাপক আনজুমান এ আহলে সুন্নাত ও শিক্ষক মাদ্‌রাসা আহলে সুন্নাত, মাওলানা মৌলভী আমজাদ আলী সাহেব শিক্ষক মাদ্‌রাসা আহলে সুন্নাত ও পরিচালক প্রকাশনা আহলে সুন্নাত প্রমুখ আলেমগণ হুযূরের নিকট উপস্থিত ছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারীর বিপক্ষে জলসা হচ্ছিল। এসব আলেমগণ মুনাজারায় বিজয়ী ও সফলতার সাথে ফিরে এসেছেন। প্রতিপক্ষ সম্মানিত রামচন্দ্রের মধুর ও মিষ্টি ভাষা এবং নির্লজ্জভাবে কিছু না কিছু অবশ্যই বলে ফেলে এ প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেন, মারাত্মক ভুল এ জাতীয় লোকদের সাথে মৌখিক আলাপ আলোচনা হওয়া যার প্রেক্ষিতে সে কিছুনা কিছু বকে যাবেই। যাতে মানুষ মনে করবে যে বড় বক্তা, প্রত্যেকটির যথাযথ উত্তর দিচ্ছে মানুষের শক্তি নেই যে, মুখ বন্ধ করার। নির্লজ্জ নাস্তিকগণ আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে ও বিরত থাকবেনা সেখানেও অনবরত বলতে থাকবে অবশেষে মুখে শীল গালা করে দেয়া হবে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি নির্দেশ হবে বলে যাও–

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾

এধরনের লোকদের সাথে সর্বদা লিখিত আলোচনা হওয়া উচিত যাতে প্রতারণার ফাঁদ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক প্রতারনা হয় ওয়াহাবী ইত্যাদির সাথে শাখা প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করে ওয়াহাবী, মুকাল্লিদ বিরোধী ও কাদিয়ানীরা এটিই চায় যে মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে। তাদের কখনো এ সুযোগ দেয়া উচিত নয় তাদের এটি বলে দেয়া চাই, প্রথমে তোমরা ইসলামের বৃত্তে এসো। নিজেদের মুসলমান হওয়া প্রমাণ করো অতঃপর শাখা প্রশাখা সংক্রান্ত মাসয়ালা নিয়ে আলোচনার অধিকার হবে।

প্রশ্ন : মুসাফাহা প্রত্যাবর্তনের সময় করতে নিষেধ করা হয়েছে?

উত্তর : না, নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ যখন পরস্পর সাক্ষাত করতেন মুসাফাহা করতেন আর যখন বিদায় নিতেন কোলাকুলি করতেন।

প্রশ্ন : কোলাকুলি এক পক্ষ থেকে না উভয় পক্ষ থেকে করে?

উত্তর : এক পক্ষ থেকেও হয়ে যাবে তবে আরবে উভয় পক্ষ থেকে করে।

প্রশ্ন : জুমা, উভয় ঈদ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর মুসাফাহা করা কিরূপ?

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর : বৈধ। 'নসীমুর রিয়ায' কিতাবে আছে- اَلْاَصَحُّ اَنَّهَا بِدْعَةٌ مُبَاحَةٌ

প্রশ্ন : আযানে পবিত্র নাম নেয়ার সময় নুরানী রওজার দিকে মুখ করা যাবে?

উত্তর : সুন্নাত বিরোধী। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ বলার সময় মুখ কোথাও ফিরাতে পারেনা। খুতবায় আম্বয়া জালালুহু এবং সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেনা। কেননা এটি আন্তরিক মুহাব্বত নয়। আন্তরিক মুহাব্বত হচ্ছে- শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থাকা, তাতে নিজের পক্ষ থেকে সংশোধন যেন প্রবিষ্ট না করে। হ্যাঁ, খুতবার মধ্যে যদি কলেমা শরীফ পড়ে তাহলে শাহাদাত আঙ্গুলি উত্তোলনে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন : ছগিরা ও কবিরা গুনাহর মধ্যে কী পার্থক্য?

উত্তর : কবিরা গুনাহ সাতশত ঐগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা অনেক দীর্ঘ। আল্লাহর অবাধ্যতা যে পরিমাণ হয় সব কবিরা, যদি কবিরা ও ছগিরা পৃথক পৃথক গণনা করা হয় তাহলে মানুষ ছগিরাকে হালকা মনে করবে তা কবিরা থেকেও মারাত্মক হয়ে যাবে। যে গুনাহ হালকা মনে করে করবে তা কবিরা। ঐগুলোর পার্থক্যের জন কেবল এটুকু যথেষ্ট যে ফরজ বর্জন করা কবিরা আর ওয়াজিব বর্জন ছগিরা। যে গুনাহ বেপরোয়া ও পুণঃপুণঃ করা যায় তা কবিরা।

প্রশ্ন : কোন কোন মহিলা অমুহরম (যে সব পুরুষের জন্য উক্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম নয়- অনুবাদক) এর কাছে যেতে পারে?

উত্তর : রোগীনি, গোসল দেয়ার কাজে নিয়োজিত মহিলা, ধাত্রী অমুহররমার কাছে যেতে পারে।

প্রশ্ন : মাযহাব বিরোধীকে মুসলমান করার নিয়ম কী?

উত্তর : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ আল্লাহ এক, আসমান থেকে পানি বর্ষণকারী। আল্লাহ এক জমিন থেকে ফসল উৎপাদন কারী, আল্লাহ এক জীবন দান কারী। আল্লাহ এক মৃত্যুদান কারী। আল্লাহ এক জীবিকা দান কারী, আল্লাহ এক আল্লাহর পুজা ব্যতীত কারো পুজা নেই। মানুষ আল্লাহ ব্যতীত যাদের পুজা করছে তারা সবাই মিথ্যুক। আল্লাহ নিজ বান্দাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য নিজ সৎ বান্দাদের প্রেরণ করেছেন যাদের নবী ও রাসূল বলে। তারা যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে এনেছেন ঐগুলো সবই সত্য উক্ত নবীগণ ও কিতাব সমূহের উপর ঈমান এনেছি। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সকলের সরদার মুহাম্মদ ﷺ তিনি যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে এনেছেন সব সত্য, আমার দ্বীন মুসলমানদের দ্বীন, মুসলমানদের দ্বীন সত্য। মুসলমানদের দ্বীন ছাড়া অন্যান্য

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

দ্বীন যতগুলো আছে ঐগুলো সবই মিথ্যা- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

প্রশ্ন : সন্দেহ দূর করার জন্য কী পড়বে?

উত্তর : اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ পড়লে তৎক্ষণাত সন্দেহ দূর হয়ে যায় বরং কেবলমাত্র اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ বললেও দূর হয়ে যায়।

প্রশ্ন : যদি লোক দেখানোর জন্য নামায ও রোজা রাখল তাহলে ফরজ আদায় হবে কী হবে না?

উত্তর : মায়াজাল্লাহ ফিকহ অনুযায়ী নামায ও রোজা হয়ে যাবে যে ভঙ্গকারী পাওয়া যায় নাই। পূণ্য পাওয়া যাবে না বরং জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী হবে। কিয়ামত দিবসে তাকে বলা হবে হে অশ্লীল, হে বেঈমান, হে ক্ষতি গ্রস্ত, হে নাস্তিক! তোমার আমল ধ্বংস হয়েছে। তোমার বিনিময় তার থেকে প্রার্থনা কর যার জন্য তুমি করতেছিলে। রিয়ার কুফল বর্ণনার জন্য এ খারাপটিই যথেষ্ট।

প্রশ্ন : তাবারক মৃত্যুর পরই হয় অথবা জীবনেও করা যায় পরিমাণ সোয়া মন শুদ্ধ কী শুদ্ধ নয়?

উত্তর : প্রত্যেক বছর করবে অথবা এক বছর। তাবারক শরীফ দ্বারা উদ্দেশ্য ইসালে সওয়াব। শরীয়তের কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। যে পরিমান হোক, যখন হোক পবিত্র মাল ও বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে। মৃত্যুর পর হোক অথবা জীবনে প্রতি বছর হোক কোন অসুবিধা নেই বরং নির্দিষ্ট করে স্থগিত না করা উচিত। তার অগণিত উপকারিতা আছে, তাতে সূরা তাবারাকা পড়া হয়। উক্ত সূরার সমান কবর আযাব থেকে রক্ষা কারী ও শান্তি প্রদান কারী কোন কিছু নেই। যদি তার পড়ুয়ার কাছে আজাবের ফেরেশতা আসতে চান সেদিকেও প্রতিবন্ধক হয় এবং বলে, এর কাছে এসোনা ইনি আমাকে পড়তেন। ফেরেশতা আরজ করবেন, আমরা তার নির্দেশক্রমে এসেছি তুমি যার বাণী তখন সে বলে, থামুন! যতক্ষণ না আমি প্রত্যাবর্তন করি, তার কাছে আসবেন না। সে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজ পড়ুয়ার মার্জনার এমন বিবাদ করবে যে সৃষ্টির এরূপ ঝগড়া করার শক্তি নেই। শেষ পর্যন্ত যদি মাগফেরাত এ বিলম্ব হয় তাহলে আরজ করবে। তিনি আমাকে পড়তেন অথচ আপনি তাকে

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

মাফ করছেন না, আমি যদি আপনার বাণী না হই তাহলে আমাকে আপনার কিতাব থেকে বাদ দিন। এ প্রেক্ষিতে ইরশাদ হয়ঃ যাও! আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তৎক্ষণাত সে বেহেশতে যায় এবং সেখান থেকে রেশমী কাপড় ও আরাম দায়ক বালিশ, ফুল ও খুশবো নিয়ে কবরে উপস্থিত হয় এবং বলে, আমার আসতে বিলম্ব হয়েছে। আপনি ভয় করেছেন যেহেতু আমি ছিলাম না। অতঃপর বিছানা বিছিয়ে দেন ও বালিশ দেন ফেরেশতা প্রভুর নির্দেশক্রমে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রশ্ন : হুযূর! জনৈক ব্যক্তি নিজ কন্যাকে ইন্তেকালের পর দেখল সেখানে রোগাক্রান্ত এবং বিবস্ত্র এ সপ্নটি অনেকবার দেখেছে।

উত্তর : কলেমা তৈয়্যবা সত্তর হাজার বার দরূদ শরীফ সহ পড়ে বখশিশ করে দিতে হবে। ইনশা আল্লাহ তায়ালা পাঠক ও যার জন্য বখশিশ করে দেয়া হয়েছে উভয়ের জন্য মুক্তির মাধ্যম হবে এবং পাঠকের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব হবে, যদি দু'জনের উদ্দেশ্যে বখশিশ করে দেয় তাহলে তিনগুণ এভাবে লক্ষ লক্ষ বরং সমুদয় মু'মিন মুসলিমের উদ্দেশ্যে ঈসালে সওয়াব করতে পারে সে অনুপাতে তার পাঠকের সওয়াব হবে। হযরত শাইখ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী رحمة الله عليه একস্থানে দাওয়াতে গমণ করেন। তিনি দেখতে পান একটি ছেলে খাবার খাচ্ছে। খাওয়ার সময় হঠাত ক্রন্দন করতে লাগলো কারণ জানতে চাইলে বলে, আমার মার জাহান্নামের হুকুম হল, ফেরেশতারা তাকে নিয়ে যাচ্ছেন। উক্ত শহরে এই ছেলেটি কশফের জন্য খ্যাত ছিল। হযরত শাইখ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী رحمة الله عليه-এর কাছে এ কলেমা তৈয়্যবা সত্তর হাজার বার পঠিত সংরক্ষিত ছিলো। তিনি তার মার জন্য মনে মনে ঈসালে সওয়াব করে দেন তৎক্ষণাত ছেলেটি হাসল। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ছেলেটি বলে, হুযূর আমি এখন দেখলাম আমার মাকে ফেরেশতাগণ বেহেশতের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। শাইখ বলেন, উক্ত হাদিসের বিশুদ্ধতা আমার উক্ত ছেলের কশফের মাধ্যমে অর্জিত হলো এবং তার কশফের সত্যতা হাদিস থেকে হল।

প্রশ্ন : আযাব কেবলমাত্র রূহের উপর হয় অথবা দেহের উপরও হয়?

উত্তর : রূহ ও দেহ উভয়ের উপর হয় অনুরূপ সওয়াবও। হাদিসে আছে- একজন বিকলাঙ্গ কোন একটি বাগানের সামনে পতিত অবস্থায় ছিলো এবং ফলমুল দেখছে তবে ঐ পর্যন্ত যেতে পারছিলনা। হঠাৎ করে একজন অন্ধের

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ঐদিকে অতিক্রম হলো। সে বাগানে যেতে পারছে তবে সে ফলমুল দেখতে পাচ্ছেনা। বিকলাঙ্গ অন্ধকে বলল, তুমি আমাকে বাগানে নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে আমিও তুমি উভয়ই ফল খাব। অন্ধ তাকে নিজ কাঁধে তুলে বাগানে নিয়ে গেল। বিকলাঙ্গ ফল ছিড়ল এবং উভয়ই খেল। উক্ত অবস্থায় কে অপরাধী হবে। উভয়ই অপরাধী হবে। অন্ধ হলো দেহ আর বিকলাঙ্গ হল রূহ।

প্রশ্ন : প্রত্যেকের সাথে কতগুলো রূহ আছে?

উত্তর : কেবলমাত্র একটি রূহ। যদি মুসলমান হয় তাহলে ইল্লিয়ীনে আর কাফের হলে সিজ্জীনে। যে ব্যক্তি কবরে যায় তাকে ভালভাবে দেখতে পান। তার কথা শুনেন, বুঝেন। মৃত্যুর পর রূহের অনুভূতি অগণিত বেড়ে যায় রূহ চাই মুসলমানদের হোক অথবা কাফেরের। শাহ আবদুল আজিজ সাহেব বলেন, রূহের স্থানের দুর ও নিকট একই। দৃষ্টির রূহকে দেখ কুপের ভেতর থেকে নক্ষত্র সমূহ দেখছে অর্থাৎ দৃষ্টি দিতেই জমিন থেকে স্থির নক্ষত্র রাজির দিকে পৌঁছে যায় যা এখান থেকে আট হাজার বছরের পথ। হাদিসে জীবিত ও মৃতের রূহের দৃষ্টান্ত পাখির মত বলেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত খাচার মধ্যে বন্ধি থাকে তদনুযায়ী ডানা মেলতে পারে যখন খাচা থেকে বের করে দাও তার উড়া দেখ।

প্রশ্ন : কবর খনন করা হলো সেখানে মৃতদের হাড় সমূহ বেরিয়ে আসলো তখন কী করা যাবে?

উত্তর : যদি অন্যত্র জায়গা পাওয়া যাচ্ছে তাহলে কখনো তাতে দাফন করবে না এবং উক্ত কবর যথা নিয়মে ঠিক করে দেবে নতুবা উক্ত হাঁড় সমূহ এক প্রান্তে রেখে ব্যবধান সৃষ্টিকারী দেবে ও তাকে দাফন করবে। যদি এটি জানা যায় যে, প্রথমে এখানে কবর ছিল যদিও বর্তমানে কোন চিহ্ন বিদ্যমান নেই। এ অবস্থায় সেখানে কবর খনন করা যায়েজ নেই। হ্যাঁ, যদি অন্যকোন জায়গা পাওয়া সম্ভব না হয় এবং এ কবরটি পুরান হয় তা হলে অপারগ অবস্থায় জায়েয।

প্রশ্ন : দাঁড়ি মুন্ডানো ও ছাটা ছগিরা গুনাহ অথবা কবিরা?

উত্তর : ছাটা ও মুন্ডানো একবার ছগিরা গুনাহ, অভ্যাস গত হলে কবিরা গুনাহ যা দ্বারা প্রকাশ্য ফাসেক হয়ে যাবে। তার পিছনে নামায মাকরূহ তাহরীমি, পড়া গুনাহ ফিরিয়ে পড়া ওয়াজিব। যদি ফিরিয়ে না পড়ে পাপী হবে। একদা হযরত মাওলানা শাহ সৈয়্যদ আহম্মদ আশরাফ সাহেব কচৌচি আগমন করেছিলেন। বিদায় প্রাক্কালে তিনি বলেন, মৌলভী সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাহেব আশরাফী নিজ ভাগিনাকে আমি চাই যে, হুযূরের খেদমতে উপস্থিত করি, হুযূর যা সঙ্গত মনে করেন তার থেকে কাজ নেবেন। উত্তরে বলেন, অবশ্যই আসবেন, এখানে

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ফতোয়া লিখবেন, মাদ্রাসার পাঠ দেবেন। ওয়াহাবীদের খন্ডন ও ফতোয়া দেয়া এদুটি এমন বিষয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত এটিও কেবলমাত্র পড়া দ্বারা অর্জিত হয় না। তাতে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে বসার প্রয়োজন হয়। আমিও একজন বিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সাত বছর বসেছি। আমার ঐ সময় এ দিন, ঐ স্থান, ঐ মাসয়ালা এবং যেখান থেকে তা এসেছিল ভালভাবে স্মরণ আছে। আমি একবার একটি অত্যন্ত কঠিন পেঁচানো বিধান আপ্রাণ চেষ্টা ও প্রাণান্তকর পরিশ্রম দ্বারা বের করি এবং তার সহায়ক ও পরীক্ষণ আট পাতায় একত্রিত করেছি তবে যখন সম্মানিত পিতামহের সমীপে পেশ করি তখন তিনি এমন এক বাক্য বলেছেন যার মধ্যে এ সব পৃষ্ঠার কথা খন্ডন হয়ে গেল। ঐ বাক্যটি এখনো পর্যন্ত অন্তরে গেথে আছে। হৃদয়ে তার প্রভাব এখনো বিদ্যমান। আত্ম প্রশংসা জায়েয নেই তবে প্রয়োজনের সময় বাস্তবতাকে প্রকাশ করা যেন নিয়ামত এর বর্ণনা দেয়া। সৈয়্যদুনা ইউসুফ মিশরের বাদশাহকে বলেছেন,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

-জমিনের গুপ্তধন আমার হাতে দিয়ে দিন আমি অবশ্যই উত্তম সংরক্ষক ও অভিজ্ঞ।

আল্লাহর ফজল ও রহমত রসূল -এর সাহায্য ও শুভ দৃষ্টিতে ইফতা ও উচু স্তরের সাবজেক্ট ঐ গুলোর এখান থেকে উত্তম শিক্ষা হিন্দুস্থানের কোথাও পাওয়া যাবে না অন্য দেশের কথা বলছিনা। আমি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সন্তুষ্ট চিত্তে শিখানোর জন্য প্রস্তুত। সৈয়্যদ মুহাম্মদ আশরাফী সাহেব আমার ছেলে আমার কাছে যা কিছু আছে তা তার পিতামহ হুযূর সৈয়্যদুনা গাউছে আজম -এর বদান্যতা ও বখশিস। এখানে ফিকহ শাস্ত্রের বুৎপত্তি মৌলভী আমজাদ আলী সাহেবের কাছে অত্যধিক পাবেন তার কারণ এই যে, তিনি ফতোয়া পড়ে শোনাতেন এবং আমি যা উত্তর দিতাম লিপিবদ্ধ করতেন, শেখার মন মানসিকতা তাকে অগ্রগামী করেছে। অনরূপভাবে সময় জ্ঞান এমন এক বিষয় যার বিশেষজ্ঞ হারিয়ে গেছে অথচ ধর্মের ইমামগণ তাকে ফরজ কেফায়া বলেছেন। বর্তমানে আলেমদের মধ্যে কেউ এতটুকুও জানেননা যে অমুক দিন সূর্য কখন উদয় হবে এবং কখন অস্ত যাবে। হায়াত অনেক শেষ হয়ে গেছে

আল কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৫

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

অল্পই বাকী আছে। যে বা যারা যা নিতে চান তা নিয়ে নিন। سَلُوْنِي قَبْلَ اَنْ تَفْقِدُوْنِي হযরত মাওলানা আলী ﷺ-এর ইরশাদ এবং শাইখ সাদী ﷺ-এর অভিমত পরিপূর্ণ শুদ্ধ- قدرے نعمت پس از زوال بود। জ্ঞান অর্জন কারীদের উচিত যখন কোন কিছু অর্জন করার ইচ্ছা করে যদিও অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয় তার অভিজ্ঞতাকে দরজায় রেখে মনে করবে আমি কিছুই জানিনা। রিক্ত হস্তে এসেছি তাহলে কিছু না কিছু পাবে। যে নিজকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করবে কবির ভাষায়-

انا کہ پر شد دگر چوں پرد

পূর্ণ পাত্রে অন্য কোন জিনিস রাখা যায় না। বর্তমান জ্ঞান অন্বেষণকারী এরূপ যে, আমি যখন হাসান মিঞা মরহুমের বাড়ী থাকতাম তাতে একটি সোপান বাইর থেকে ছাদের উপর গেছে। ঐ সময় একজন শিক্ষকের দায়িত্বে হেদায়া আখেরাইন পড়ানোর দায়িত্ব নেয়া হয়েছিল। এটি কোন সহজ কিতাব ছিলনা যখন তিনি দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারছিলেন না তখন তিনি আমার কাছে পড়তে চাইলেন তবে শর্ত করেন যে, উক্ত বাইরের সিঁড়ি দিয়ে আমাকে ছাদে নিয়ে যাবেন এবং তথায় নির্জনতায় তাকে পাঠ দিব কেউ জানতে পারবেনা। আমি বললাম, মাওলানা হেদায়া আখেরাইন এর সবক চুপি সারে হয় না, মানুষের চোখের অন্তরালে আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। এখানকার একজন বন্ধু ফতোয়া লিপিবদ্ধ করতেন তিনি এভাবে লিখতেন যে, বাইর থেকে উত্তর লিখে পাঠিয়ে দিতেন আমি সংশোধন করতঃ পাঠিয়ে দিতাম। একদিন তাকে বলা হলো, মাওলানা! এভাবে উত্তর ঠিক হয়ে গেলে তবে আপনার তো এটি জানা হবেনা যে, আপনার লিখিত অংশ কেন কাটা হলো এবং অন্য উদ্ধৃতি কী কারণে বৃদ্ধি করা হলো। উচিত হচ্ছে আপনি আসরের নামাযের পর আপনার লিখিত ফতোয়ার উপর সংশোধনী নিয়ে যাবেন। তিনি বললেন, সে সময় আপনার কাছে অনেক লোকের জমায়েত থাকে, উক্ত সমাবেশে আপনি বলবেন, তুমি এ ভুল লিখেছ, ঐ ভুল করেছ। তাতে আমার লজ্জা হবে। এ অধমের নামে আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে উত্তর জানতে চাই নামে পত্র আসে (ইস্তেফতা) তার কারণ হলো- এখান থেকে তাদের নামে উত্তর যায়। সে সময় মক্কা শরীফের লাইব্রেরীর সংরক্ষক মুহাফিজ ﷺ অধমের কাছে আগমন করেছিলেন। অধমের সাক্ষাতের জন্যই কেবলমাত্র তার আগমণ ছিল। তার

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

সম্মুখে উহার আলোচনা হলো তিনি বলেন, এ রূপ ব্যক্তি জ্ঞানের বরকত থেকে বঞ্চিত থাকেন। ঠিক ঐরূপই হয়। তিনি উক্ত বিদ্যা বর্জন করতঃ এখন অলস দিন কাটিয়েছেন। এখন বি. এ. পাশ করতে চাচ্ছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, যখন আমি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে হযরত যায়দ বিন সাবিত ﷺ-এর দরবারে যেতাম এবং তিনি বাইরে না থাকতেন।

তখন আদব রক্ষার্থে তাকে আহ্বান করতাম না, তার চৌকটে মাথা রেখে শুয়ে যেতাম, হাওয়া মাটিও বালি উড়াইয়া আমার উপর নিক্ষেপ করত। অতঃপর হযরত যায়দ পবিত্র ঘর থেকে যখন বাইরে আগমন করতেন বলতেন হে রাসূলের চাচাত ভাই! আপনি আমাকে অবহিত করেন নাই কেন? আমি আরজ করতাম: আমার বৈধতা/ সঙ্গত ছিলনা যে আমি আপনাকে অবগত করি এটি ঐ শিষ্টাচার যা কুরআন আজিম দিয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

-নিশ্চয় যারা কক্ষের বাইর থেকে আপনাকে আহ্বান করে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ/ বিবেকহীন। যদি তারা ধৈর্যধারণ করতো অবশেষে আপনি তাদের কাছে আগমন করতেন তা তাদের জন্য অবশ্যই মঙ্গল জনক হতো, আল্লাহ নিতান্ত ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালু।[৩৩]

একদা হযরত যায়দ ﷺ ঘোড়ার উপর আরোহণ করেন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ লাগাম ধরেন হযরত যাইদ বলেন, এ কি করেছেন হে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চাচাত ভাই! তিনি বলেন, আমাদের এটিই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আলেমদের সাথে যেন আদব করি। ফলে হযরত যায়দ ﷺ ঘোড়া থেকে নেমে যান এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ-এর হাতে চুমা দেন এবং বলেন, আমাদের এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে নবী পরিবারের প্রতি এরূপ আচরণকরি। হারুনুর রশিদ এর মত ক্ষমতাবান বাদশাহ মামুনুর

---

[৩৩]. আল কুরআন, সূরা হুজরাত, আয়াত : ৪-৫

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

রশিদের শিক্ষার জন্য ইমাম কসায়ী (যিনি ইমাম মুহাম্মদের খালাত ভাই, শীর্ষ স্থানীয় আলেম ও সাত ক্বারীর অন্তর্ভূক্ত) আরজ করেন, আমি এখানে পড়ানোর জন্য আসবনা। শাহজাদা আমার ঘরে আসা যাওয়া করবেন। হারুনুর রশিদ বলেন, তিনি সেখানেই যাবেন তবে তার পাঠ প্রথমে হতে হবে। তিনি বলেন, এটিও হবেনা, বরং যে প্রথমে আসবে তার পাঠ প্রথমে হবে। মোটকথা মামুন রশিদ পড়া আরম্ভ করেন হঠাৎ একদিন হারুনুর রশিদ এর অতিক্রম হল যে অবস্থায় ইমাম কসায়ী নিজ হাত ধৌত করছেন এবং মামুনুর রশীদ পানি ঢালছেন, বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে নেমে পড়েন ও মামুনুর রশিদকে চাবুক মারেন এবং বলেন, হে বে-আদব! আল্লাহ দু'হাত কী জন্য দিয়েছেন? এক হাতে পানি ঢাল অন্য হাতে তাঁর পা ধৌত কর।

একদা হারুনুর রশিদ আবু মুয়াবিয়া খিজিরকে দাওয়াত করেন তিনি অন্ধ ছিলেন। যখন বদনা ও চিলিমছি হাত ধোয়ার জন্য আনা হলো তখন তিনি চিলিমছি সেবকদের দেন ও বদনা স্বয়ং নিজে নেন ও তার হাত ধুইয়ে দেন এবং বলেন, আপনি কী জানেন কে আপনার হাতে পানি ঢালছেন? তিনি বলেন, না, বলেন, হারুন। তিনি বলেন, যেভাবে আপনি জ্ঞানের সম্মান করেছেন অনুরূপ আল্লাহ আপনার ইজ্জত করবেন। হারুন বলেন, উক্ত দোয়া অর্জনের জন্য এটি করেছি।

হারুনুর রশিদের দরবারে যখন কোন আলেম তাশরীব আনতেন বাদশাহ তার সম্মানের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। একবার সভাষদরা আরজ করেন, হে আমিরুল মুমিনীন বাদশাহর শান শওকত চলে যাচ্ছে। উত্তর দেন, যদি ধর্মীয় আলেমদের সম্মান দ্বারা ভয় ভীতি চলে যায় তাহলে চলে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত, একারণেই পৃথিবীর রাজা বাদশাহদের তুলনায় তার ভয় উত্তমরূপেই ছিলেন। খ্রীষ্টান রাজা বাদশাহরা তার নাম নিতেই থরথর করে কাঁপতেন কুস্তনতুনিয়ায় একজন মহিলা ক্ষমতাসীন ছিলেন। তিনি প্রতিবছর কর আদায় করতেন। যখন তিনি মারা যান তার ছেলে ক্ষমতারোহন করেন, তিনি কর আদায় করেন নাই। অন্যদিকে কর চাওয়া হচ্ছে। তখন তিনি হারুনুর রশিদের কাছে একজন দূতের মাধ্যমে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, সে মরে গেল যে দূত ছিলো সে আপনাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এ পত্র নিয়ে দূত যখন দরবারে উপস্থিত হন প্রধান মন্ত্রীর প্রতি হুকুম হলো শোনাও প্রধান মন্ত্রী তা দেখে আরজ করেন, হুযূর আমার মধ্যে এমন শক্তি নেই যে, এটি আপনাকে শুনাতে পারি। তিনি বলেন, আমাকে দিন এবং তা পড়েন। বাদশাহ দেখামাত্র এমন উত্তেজিত হন

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

যে, যা দেখে সকল সভাসদরা পালিয়ে যান শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও দূত রয়ে যান। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি হুকুম হলো- উত্তর লিখুন। তিনি লিখার ইচ্ছা করেছেন তবে বাদশাহী ভয় এত বেশী ছিলো ভয়ে হাত থর থর করে কাপছে ও কলম চলছেনা অতঃপর তিনি বলেন, আন, আমাকে দাও এবং এটি লিখেন, এই পত্রটি আমিরুল মু'মিনীন হারুনুর রশীদ এর পক্ষ থেকে রোমের কুকুরের প্রতি যাকে নাস্তিকীনি জন্ম দিয়েছে। উত্তর তা নয় যা তুমি শুনবে, উত্তর তা যা তুমি দেখতে পাবে। এ নির্দেশনামা দূতকে দেন এবং তাড়াতাড়ি সৈন্যদের প্রস্তুতির নির্দেশ দেন দূতের সাথে সৈন্য সহ গমণ করেন। যাওয়ার সাথে সাথেই কুস্তনতুনিয়া জয় করেন এবং খ্রীস্টান বাদশাহকে বন্ধি করেন। সে অনেক কান্নাকাটি করেন। হাত জোড় করে কর পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন, এতে তিনি ছেড়ে দেন, বশ্যতা আদায় করে ফিরে আসেন। এখনো এক মঞ্জিলের বেশী আসেন নাই, খবর পান যে সে আবার বিদ্রোহ করছে। তৎক্ষণাত আবার প্রত্যাবর্তন করেন ও পুণরায় বিজয় করেন। অতঃপর তাকে পুণঃ গ্রেফতার করেন, অতঃপর তিনি হাত জোড় করতঃ আবার কাকুতি-মিনতি করে ফলে তাকে তিনি ছেড়ে দেন। এরূপ জেদী, প্রতাপশালী, দুর্দান্ত বাদশাহর আলেমদের প্রতি এরূপ সম্মান ছিলো।

প্রশ্ন : বান্দাদের আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মর্যাদা নামায ব্যতীত ও হয়?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রত্যেক সিজদার মধ্যে প্রভুর সান্নিধ্য লাভ হয় এবং সিজদা চার প্রকার। যথা- ১. নামাযের সিজদা। ২. সিজদা তিলাওয়াত। ৩. সিজদা সাহু। ৪. সিজদা শোকর।

প্রশ্ন : সিজদা শোকর সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব?

উত্তর : সুন্নাতে মুস্তাহাব। যখন অভিশপ্ত আবু জাহল এর মস্তক করতন করতঃ রাসূলের খেদমতে আনা হলো তিনি শোকরের সিজদা করেন।

প্রশ্ন : উক্ত অভিশপ্ত দ্বারা ও পবিত্র অন্তরে অনেক ব্যথা পৌঁছেছে?

উত্তর : এ অভিশপ্ত ব্যক্তিটি বারজন অভিশপ্তদের একজন যারা সকলই ধ্বংস হয়ে গেছে। কারো মাথার উপর বিজলী পড়েছে। কারো উপর পাথর মোট কথা বিভিন্ন প্রকারের খোদায়ী আযাব ঐ দুষ্টদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। একদা আস সফরে গেল, ক্লান্তিতে একটি বৃক্ষে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। আল্লাহর হুকুমে জিব্রাইল আমিন আগমন করেন তার মাথা ধরে বৃক্ষের সাথে ধাক্কা দিতে লাগলেন আর সে চিৎকার করছে যে কে আমার মাথাকে বৃক্ষের সাথে ধাক্কা দিচ্ছে? তার সাথী বলছে, আমরা কাউকে দেখছিনা, অবশেষে মৃত্যুবরণ করতঃ

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

নরকে পৌছে গেল। কিয়ামতের দিন উক্ত নিকৃষ্টতম নাস্তিকের সবচেয়ে পৃথক অবস্থা হবে। এ নিজকে (মায়াজাল্লাহ) পরাক্রমশালী ও মহাসম্মানী বলত। দোজখের দারোগার প্রতি নির্দেশ হবে। তার মাথার উপর হাতুড়ি মারো, যা লাগার সাথে সাথেই একটি বড় শূন্য/ গর্ত মাথায় সৃষ্টি হবে, যার প্রশস্ততা তোমাদের কল্পনানুযায়ী হবে না বরং তার পার্শ্বের একটি দাত অহুদ পর্বতের মত হব। তার মাথা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর যে গর্ত/ শূন্যতা সৃষ্টি হবে তাতে সিদ্ধ পানি ভর্তি করা হবে এবং তাকে বলা হবে-

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

-তুমি আযাব গ্রহণ কর তুমি সম্মান ও মান ওয়ালা ছিলে।[৩৪]

প্রত্যেক কাফেরকে এ পানিই পান করা হবে যে যখন মুখের কাছে আসবে মুখ জ্বলে ছাই হয়ে তাতে পড়ে যাবে। পেটে গেলে নাড়ি ভূড়িকে টুকরো টুকরো করে দেবে। তার উপর বিভিন্ন প্রকারের আযাব হবে। প্রত্যেক দিক থেকে মৃত্যু আসবে তবে কখনো মরবেনা, কখনো তার আযাবে হালকা করা হবে না। এরূপ অবস্থা সকল রাফেজী, ওয়াহাবী, কাদিয়ানী, প্রকৃতির পুজারী ও ধর্মত্যাগীদের হবে। যে অন্যকারো প্ররোচনায় কুফুরী করে থাকে সে মহান প্রভুর দরবারে আরজ করবে, ঐ ব্যক্তি আমাকে ধোকা দিয়েছে তাকে দ্বিগুণ আযাব দিন। প্রভু বলেন, সকলের উপর দ্বিগুণ হবে তবে তোমরা জানবেনা। জাহান্নামীদের দেহ এত বিশাল আকৃতির হবে যাদের পার্শ্বের এক একটি দাত ওহুদ পর্বতের মত হবে।

প্রশ্ন : মসজিদে কাপড় সেলাই করা জায়েয অথবা জায়েয নেই?

উত্তর : যদি বিনিময়ের উপর সেলাই করা হয় তাহলে জায়েয নেই, নতুবা কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন : আহার গ্রহণের সুন্নাত পন্থা কি?

উত্তর : ডান পা খাড়া করে রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে দেবে এবং রুটি বাম হাতে রেখে ডান হাতে ছিড়বে। এক হাতে ছিড়ে খাওয়া অন্য হাত ব্যবহার না করা অহংকারীদের অভ্যাস।

প্রশ্ন : ফাতিহায় আলহামদু শরীফ পড়াকে ওয়াহাবীরা নিষেধ করেন, কী অতিরিক্ত সওয়াব আছে?

[৩৪]. আল কুরআন, সূরা দোখান, আয়াত : ৪৯

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর : যা কিছু ত্রিশ পারায় আছে তা কেবলামাত্র আলহামদু শরীফে আছে। উক্ত প্রসঙ্গে হাদিসে আছে আল্লাহ তায়ালা হাদিসে কুদসীতে বলেন, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ 'আমি সূরা ফাতিহাকে নিজের ও বান্দাদের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে বন্টন করেছি।' প্রথম অর্ধেক আমার জন্য। শেষ অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। যখন বান্দা প্রথম তিন আয়াত সমূহকে পড়ে তখন ইরশাদ করেন যে, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছেন যখন মধ্যবর্তী আয়াত- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ পড়ে তখন ইরশাদ করেন, এ অর্ধেক আমার জন্য বাকী অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। যখন শেষের তিন আয়াত পড়েন তখন ইরশাদ করেন,

هٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

-এটি আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দার জন্য যা আমার বান্দা চায়।[৩৫]

এটি এ জন্য ইরশাদ হয়েছে যে, প্রথম তিন আয়াত সমূহের মধ্যে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত প্রশংসা এবং পরবর্তী اِهْدِنَا থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত নিজের জন্য দোয়া মধ্যবর্তী আয়াতে ইবাদত ও ইসতেয়ানত এর আলোচনা। এবাদত আল্লাহ তায়ালার জন্য আর ইসতেয়ানত তথা সাহায্য প্রার্থনা বান্দাহর উপকার। ওয়াহাবীদের বিবেকের প্রতি ধিক্কার, তারা এরূপ বরকত ও পূণ্যময় আয়াত পড়া থেকে নিষেধ করছে।

প্রশ্ন : হুযূর! সাহাবাদের যুগে কুরআন আজিমের এ পারা গুলো হয়েছিলো?

উত্তর : ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী কিতাবুল ইতক্বান এ যে পরিমাণ হাদিস ও বর্ণনা এতদ সম্পর্কিত একত্রিত করেছেন সেখানে পারার কোথাও বর্ণনা নেই। যা দ্বারা প্রকাশিত হলো যে তাদের সময় পর্যন্ত এ বিভক্তি ছিলনা। হ্যাঁ, রুকুর প্রচলন আজ থেকে আটশত বছর পূর্বে হয়েছে। মশায়েখগণ আলহামদু শরীফের পর পাচশত চল্লিশ রুকুর ব্যবস্থা করেছেন যে তারাবীহতে প্রত্যেক রাকাতে এক রুকু পড়বে ফলে সাতাইশ রাত্রিতে যে শবে কদর আছে তা শেষ হবে।

প্রশ্ন : এ আহজাব ইত্যাদি কিভাবে শুরু হল?

[৩৫]. বুখারী শরীফ : بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ ১/৩৫২, হাদীস : ৩৯৮

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর : আহজাব ও আ'শার পবিত্র যুগ থেকে শুরু হয়েছে। আশার হচ্ছে দশটি আয়াতের সমষ্টির নাম অর্থাৎ সাহাবাগণ এক দশক আয়াত হুযূর থেকে পড়তেন এবং উক্ত আয়াত সংশ্লিষ্ট বিধান সমূহ অর্জন করার পর দ্বিতীয় দশক শুরু করতেন। সৈয়্যদনা ফারুক আজম আট বছর সুরা বাকারা শরীফ শেষ করেছেন এবং শেষ করার পর একটি উট কুরবানী দেন। সৈয়্যদনা আবদুল্লাহ বার বছরে শেষ করেছেন।

প্রশ্ন : কী এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ যে হযরত মাহবুব এলাহি কবর শরীফে উলঙ্গ মাথা দাঁড়িয়ে গায়কদের অভিশাপ দিচ্ছিলেন?

উত্তর : এ ঘটনাটি হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতেয়ার কাকী -এর মাজার শরীফে সেমা মজলিশে কাওয়ালী হচ্ছিল। বর্তমানে মানুষরা অনেক কিছু সংযোজন ও বর্ধন করেছে এমনকি নাচ গানেরও ব্যবস্থা করছে। অথচ সে সময় মাজার শরীফে কোন ধরনের বাশিও ছিলনা। হযরত সৈয়্যদ ইব্রাহীম ঈরজী যিনি আমাদের সিলসিলার পীরদের অন্তর্ভুক্ত মজলিশ সেমার বাইরে অনস্থান করছিলেন। একজন সালেহ বন্ধু তার কাছে আসেন। আরজ করেন, মজলিশে চলুন। হযরত সৈয়্যদ ইব্রাহীম ঈরজী বলেন, তুমি জান যে, আমি দরবারে উপস্থিত হয়েছি, যদি হযরত রাজি থাকেন, আমি এখনই যাচ্ছি। তিনি পবিত্র মাজারে ধ্যানে মগ্ন হন ও দেখেন, হুযূর পবিত্র কবরে চিন্তিত ও বিষন্ন, কাওয়ালীদের দিকে ইঙ্গিত করতঃ বলেন, এ হতভাগ্যদের কাজ কর্মে আমি চিন্তিত ও বিষন্ন হয়েছি। তিনি ফিরে আসেন, এবং আরজ করার পূর্বে বলেন, তিনি দেখেছেন।

প্রশ্ন : হুযূর! (کاک) কাকী এর কী অর্থ, উক্ত নামকরণের কারণ কী?

উত্তর : হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতেয়ার কাকী -এর খেদমতে কতিপয় মুসাফির উপস্থিত হন। হুযূরের কাছে সে সময় কোন প্রকার খাদ্য সামগ্রী ছিলনা। অদৃশ্য থেকে کاک (রুটিসমূহ) আসল যা সব অতিথির জন্য যথেষ্ট হল, তখন থেকে তিনি কাকী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। (উক্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন) একদা মাওলানা ফজল রাসূল যিনি আমার পীর ও মুর্শিদ এর সঙ্গে হযরত মাওলানা নুর সাহেব থেকে (যিনি বাহরুল উলুম মালেকুল উলামা এর ছাত্র) পড়তে ছিলেন, দিল্লীতে ছিলেন। ওয়াহাবীদের জলসায় গমণ করেছিলেন। সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে রুটি ও খেজুর বর্ষণ করা হতো। যথা নিয়মে তার সামনেও বর্ষিত হলো একটি রুটি ও একটি

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

খেজুর। তিনিও পেলেন তিনি খেজুর ভাঙলেন তন্মধ্যে থেকে কীট বের হয়। রুটির কোণা পোড়া/ দগ্ধ। এগুলো দেখে হাসেন ও উচ্চস্বরে বলেন, বন্ধুরা! আজ পর্যন্ত শুনতাম যে, ফেরেশতাগণ ভুলেন না এটি কোন ধরনের ভুল যে রুটি পর্যন্ত দগ্ধ/ পোড়ে ফেলেছেন এবং শুনতাম যে, বেহেশতের ফল মূল পচে গলে যায় না। আশ্চার্য হলো যে, খেজুরে পোকা পড়েছে। এর ফলে অনেক হৈ চৈ পড়ে গেল। তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন, পর্দা সরালেন যার পিছন থেকে এ বর্ষণ হচ্ছে দেখলাম ইসমাইল দেহলভীর একজন গোলাম যার নাম ছিলো আবদুল লতিফ। একটি থলেতে, রুটি ও অপর এক থলেতে, খেজুর নিয়ে বসে আছেন, পর্দা তুলতেই তা ফাস হয়ে গেল। অতঃপর হযরত মাওলানা ফজল রাসূল সাহেব দিল্লী থেকে লক্ষ্মৌ হযরত মাওলানা নুর রাহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উপস্থিত হন। ভেতর থেকে খবর এলো যে, আসার নিষেধাজ্ঞা। তিনি চৌকটে বসে যান ও কান্না শুরু করেন, আরজ করেন যে, আমার কী অপরাধ জানতে পারতাম তা ক্ষমা যোগ্য কিনা। অনেক্ষণ অতীত হওয়ার পর মাওলানা নুর সাহেব রাহমতুল্লাহি আলাইহি বাইরে আগমণ করেন ও বলেন, আমি তোমাকে এ জন্য পড়িয়েছিলাম যে ওয়াহাবীদের জলসার যাবে। তিনি আরজ করেন, এটুকু বুঝলাম যে, আমার ভুল ক্ষমা যোগ্য। অতঃপর তিনি ইসমাইল দেহলভীর ধোকার যাবতীয় ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করেন আমি কেবলমাত্র তার তথ্য ফাঁস করার জন্য গিয়েছি। জানিনা কত আল্লাহর বান্দা তার প্রতারণায় পথভ্রষ্ট হচ্ছে। তিনি শুনে খুশি হন ও রাজি হয়ে যান। উক্ত মাওলানা নুর সাহেব একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন সামনে বাদশাহর উজীর আলী বখশ যিনি বাদশাহর খুবই আস্থাভাজন হচ্ছিলেন। হাতির উপর চড়ে আসছিলেন, তিনি হযরতকে দেখে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন যে, হাতি বসান, নেমে যান এবং নিকট উপস্থিত হন এবং সালাম আরজ করেন, তিনি সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। সালাম গ্রহণ করেন নাই যেহেতু তিনি (উজির) রাফেজী দাঁড়ি মুন্ডানো ছিলেন। তিনি মনে করেছেন সম্ভবতঃ তিনি আমাকে দেখেন নাই। অন্যদিকে গিয়ে সালাম পেশ করেন। তিনি সেদিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেন। সালাম কবুল করেন নাই, তৃতীয়বার আবার সালাম করেন, তিনি উত্তর দেন নাই। উক্ত দুষ্ঠ লোকের রাগ এসে গেল এবং হাতির উপর আরোহণ করত: এটা বলে চলে যাচ্ছেন ফরঙ্গী মহল এর পুরুষদের দাঁড়ি ও মহিলাদের চুল মুন্ডাতে না পারলে আমার নাম আলী বখশ নয়। তিনি যখন বাড়ী যান তখন

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

একজন ছাত্র আলী বখশের উক্তি পেশ করে। তৎক্ষণাত তিনি বাইরে চলে আসেন, সেই সময় দরবারে আমার পীর ও মর্শিদ এবং মাওলানা ফজল রাসুল সাহেব উপস্থিত ছিলেন। আরজ করেন, হুযূর! কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে করেছেন? তিনি বলেন, বৎস নুরের নির্বুদ্ধিতার দরুণ, রাফেজী এসেছে, সালাম দিয়েছে, উত্তর দিলেই সব ঝামেলা শেষ হতো। এখন সে পুরুষের দাঁড়ি ও মহিলার চুল মুন্ডানোর শপথ করেছেন। যে কারো প্রতি তিনি তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারেন। নূরের নির্বুদ্ধিতা। তিনি সোজা রাজ দরবারে চলে যান, ইতোপূর্বে কখনো যান নাই। পিছু পিছু এ দুজন সম্মানিত ব্যক্তি ও যান। ঐ দিন ছিলো নববর্ষের প্রথম দিন। তার ঘরে উৎসব হচ্ছিল, শরাব, কাবাব ও গান-বাজনার সামগ্রী সমূহ বিদ্যমান ছিল। দারোয়ান যখন তাকে আসতে দেখল, অবাক হয়ে দৌড়াতে লাগল এবং বাদশাহকে বার্তা দিল বাদশাহ শুনে অবাক হন ও নির্দেশ দেন যে, যাবতীয় শরীয়তের নিষিদ্ধ কার্যাবলী যেন তুলে নেয়া হয়। নিজেই দরজা পর্যন্ত স্বাগতম জানিয়ে ভেতরে নিয়ে যান, যথাযথ সম্মান সহ বসালেন, আলী বক্স দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি ভয়ে জড় সড় হয়ে যান। তিনি ভাবছেন এখন ইনি কী অভিযোগ পেশ করেন আল্লাহ জানেন, বাদশাহ কী করাতে কী করে ফেলেন, তবে এ উদার মনা ব্যক্তি উক্ত সংকীর্ণ মনার অনুমান থেকে যোজন যোজন দূরে। ইনি অভিযোগ পেশ করার জন্য গমন করেন নাই বরং তাকে তার মহানত্ব দেখানোর জন্য গমণ করেছেন। বাদশাহ আরজ করেন, জনাব! এত কষ্ট করেছেন যে, তিনি বলেন, আপনার রাজ্যে থাকি আপনার কাছে আসবনা?

বাদশাহ ঐ মিষ্টিগুলো যা নববর্ষের নতুন দিন উপলক্ষে এসেছে পেশ করেছেন। তিনি বলেন, আমার দু'সন্তান বাইরে অপেক্ষা মান। তাদেরকেও ডাকা হলো। কিছুক্ষণ অবস্থান করত: ফিরে আসেন। এ ঘটনা দুটি আমাকে হযরত মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব লক্ষৌতে বর্ণনা করেছেন যখন আমি ও তিনি ১৩০৯ হিজরী সাল কিছু কিতাব দেখার জন্য লক্ষৌ গিয়েছিলাম।

একদিন নওয়াব উজীর আহমদ খান সাহেব একটি কিতাব যার মধ্যে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের পরিচিতি লিপিবদ্ধ করেছেন আলা হযরত মুদ্দা জিল্লুহুকে সংশোধনের জন্য জোহরের পর শুনাচ্ছিলেন। এলমে জফর (অদৃশ্যজ্ঞান জানার বিদ্যা)'র পরিচিতি শুনানোর সময় হুযূর ইরশাদ করেন, আপনি 'ইলমে জায়িরজার' পরিচিতি লিখেন নাই। এটি এলমে জফর এর একটি শাখা। তাতে

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উত্তর ছন্দবদ্ধ আরবী ভাষায় বাহরে তাভীল এবং লাম অক্ষরের ছন্দে আসে। যতক্ষণ উত্তর পুরা হবেনা মিকতা (শেষ লাইন যাতে কবির ছদ্ম নাম থাকতে পারে) আসে না। যার জ্ঞানীর অনুমতি হবে না আসবেনা। আমি অনুমতি অর্জন করতে চেয়েছিলাম তাতে কিছু পড়া যাবে যাতে হুযূর আকদাস স্বপ্নে আগমন করেন। যদি অনুমতি হয়ে যায় হুকুম মিলে যাবে নতুবা মিলবেনা। আমি তিন দিন পড়েছি, তৃতীয় দিন স্বপ্ন যোগে দেখি যে, একটি প্রশস্ত ময়দান তাতে বড় একটি পাকা কূপ হুযূর আগমন করেছেন কতিপয় সাহাবী ও সাথে ছিলেন। যাদের মধ্যে আমি হযরত আবু হোরাইরা-কে চিনেছি। উক্ত কূপ থেকে হুযূর ও সাহাবা গণ পানি ভর্তি করছেন। উক্ত কূপে একটি বড় তক্তা বেরিয়ে এলো প্রস্ত ১$\frac{1}{2}$ গজ ও দৈর্ঘ্য ২ গজ হবে এবং তা সবুজ কাপড় মুড়ানো যার মধ্যে সাদা উজ্জ্বল কলাম ১ ০। এ আকৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে। যা দ্বারা এ মর্মার্থ উদ্ধার করেছি যে, তা অর্জন করা অনর্থক বলা হয়। তা দ্বারা জফর রীতির আলোকে অনুমতি বের হতে পারতো ০ বর্ণটি কে শেষের আগে রাখা হয়েছে। তার অংক মান ৫ এখন তা নিজস্ব স্থান থেকে উন্নতি করে দ্বিতীয় স্থানে এসে গেছে। পাঁচ এর দশক হচ্ছে পঞ্চাশ যার আবজদী অক্ষর নুন। এভাবে অনুমতি বুঝা যাচ্ছে তবে আমি সেদিকে মনোযোগ দিই নাই। শব্দকে প্রকাশ্য অর্থের উপর রেখে উক্ত বিষয়কে বর্জন করেছি যে, لغا অর্থ অনর্থক কথা বলা।

প্রশ্ন : শাইখের মৃত্যুর পর কবরকে মুরিদের কিভাবে সম্মান করা উচিত?

উত্তর : চার হাত ব্যবধানে দন্ডয়মান হয়ে ফাতেহা পড়বে তার জীবদ্দশায় যেভাবে সম্মান করত সামনে উপস্থিত হয়ে, মাথার দিকে উপস্থিত হওয়ার মধ্যে মুখ ফিরিয়ে দেখতে হয় তাতে কষ্ট হয়। (এ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন) একজন বুজুর্গ ইন্তেকাল হয়, তার কন্যা প্রতিদিন কবরে উপস্থিত হতেন এবং কুরআন আজিম তিলাওয়াত করতেন। কিছুদিন অতিক্রম হওয়ার পর উক্ত উৎসাহ চলে গেল ফলে একদিন যান নাই। স্বপ্নে এসে গেলেন, বলেন, এরূপ করোনা, আসো। আমার মুখো মুখি দাড়াও অবশেষে আমি তোমাকে চোখ ভরে দেখব, অতঃপর আমার জন্য রহমতের দোয়া কর এবং চলে যাও। রহমত এসে আমারও তোমার মধ্যে ব্যবধান হয়ে যাবে। জনৈক মহিলা মৃত্যুর পর স্বপ্নে নিজ সন্তানকে বলেছেন, আমার কাফন এত খারাপ যে, আমার সঙ্গীদের সাথে

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

মিশতে আমার লজ্জা করছে। পরন্ত অমুক ব্যক্তি আসবে তার কাফনে উত্তম কাপড়ের কাফন রেখে দিও। সকালে ছেলে উঠে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে খোঁজ নিল। জানা গেল, সে পুরোপুরি সুস্থ কোন রোগ নেই। তৃতীয় দিন খবর পেল তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ উত্তম কাফন সেলাই করত: তার কাফনে রেখে দিল এবং বলল, এটি আমার মাকে দেবেন। রাতে উক্ত সতী মহিলা স্বপ্ন যোগে আগমণ করেন এবং ছেলেকে বলেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুণ, তুমি অনেক উত্তম কাফন প্রেরণ করেছ। উহবান বিন সাইফী সাহাবী ছিলেন। তার কাফনে একটি তাহবন্দ (গলাবন্দ) অতিরিক্ত চলে গিয়েছে। রাতে নিজ ছেলের কাছে স্বপ্নযোগে আগমণ করেন ও বলেন, এ তাহবন্দ লও বলে আলনায় রেখে দেন। সকালে চোখ খুলেই তা উক্ত স্থানে রক্ষিত পেল। জনৈক ব্যক্তি কবর স্থানে একটি কবরের পাশে বসে পড়েন, মুহূর্তেই তার ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখছেন উক্ত কবরে একজন মহিলা বলছেন, হে আল্লাহর বান্দা! ঐ বিপদ আমার থেকে দূর করে দিন যা কিছুক্ষণের মধ্যে আসছে। তৎক্ষণাত তার চোখ খুলে গেল, দেখছেন ঐখানে একটি কবর খনন করা হচ্ছে। সামনে দিয়ে একটি জানাযা যা কোন সমাজপতির ছিল আসছে। তিনি সকলকে নিষেধ করেন যে, এ স্থানটি ঠিক নয়, অপবিত্র স্থান, এরূপ ঐরূপ মোট কথা তারা বিরত রইলেন এবং আর একটি স্থানে উক্ত মৃতকে নিয়ে যান, রাতে ঐ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখতে পান যে, উক্ত মহিলা বলছেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুণ। আপনি আমার নিকট থেকে আগুন দূর করেছেন।

সংকলক : একদিন মাওলানা মৌলভী আমজাদ আলী সাহেব আসরের পর বাহার শরীয়ত তৃতীয় খন্ড সংশোধনের উদ্দেশ্যে শুনাচ্ছিলেন। তাতে একটি মাসয়ালা এ প্রসঙ্গে ছিল যে, আল্লাহ তায়ালার জন্য স্ত্রী বাচক শব্দ মুখ থেকে নামাযে বের হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

উত্তর : তিনি বলেন, শব্দ হোক অথবা সর্বনাম। হযরত আবু সাঈদ তৎক্ষণাত আধ ঘুম থেকে উঠে যান এবং অনেকক্ষণ কান্না কাটি করেন মানুষেরা কারণ জিজ্ঞাস করেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি মহান প্রভুকে বলছেন তুমি লাইলা ও সালমার কবিতা সমূহ আমার উপর প্রয়োগ করছ, যদি আমি না জানতাম, তুমি আমাকে ভালবাস তাহলে ঐ আযাব দিতাম যা কারো উপর দিই নাই।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

প্রশ্ন : হুযূর! দোয়ার সময় যদি কারো হাত ঠান্ডার কারণে আবৃত থাকে তখন কী হবে?

উত্তর : জনৈক বুযর্গ সম্ভবত: হযরত যুননুন মিশরী দোয়ার মধ্যে ঠান্ডার কারণে এক হাত বাইরে বের করেছেন। এলহাম হলো এক হাত তুলেছেন আমি তাতে দিয়েছি যা দেয়ার ছিল। দ্বিতীয় হাত তুলতেন তাও ভরে দিতাম।

প্রশ্ন : দোয়া সব সময় কবুল হয়?

উত্তর : হাদিস শরীফে আছে- আল্লাহ তায়ালা লজ্জা করেন, দান করেন। তাকে লজ্জা করেন যে, তার বান্দা তার দিকে হাত তুলেছেন এবং তা খালি ফেরত দেবেন এবং বলছেন, যে দোয়া প্রার্থনা করেন না আল্লাহ তায়ালা তার উপর অসন্তুষ্ট হন।

প্রশ্ন : কী প্রথম কাতারে নামায পড়ার সওয়াব বেশী হবে?

উত্তর : হাদিসে আছে- যদি মানুষের জানা থাকত প্রথম কাতারে নামায পড়লে এ পরিমাণ সওয়াব আছে তাহলে অবশ্যই লটারী দিতেন অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে চাইতেন স্থান সংকুলানের অভাবে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা হতো। সর্বপ্রথম ইমামের উপর রহমত নাযিল হবে অতঃপর প্রথম কাতারে যে ব্যক্তি ইমামের সামনা সামনি থাকবে অতঃপর তার ডান পার্শ্বে এরপর বাম পার্শ্বে অনুরূপ দ্বিতীয় কাতারে প্রথম ইমামের সামনা সামনি ব্যক্তির উপর এরপর ডান পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বের উপর এভাবে শেষ কাতার পর্যন্ত হবে।

সংকলক : আউলিয়া কেরামের বরকত আলোচনায় বলেন, সৈয়্যদুত তায়িফা হযরত জুনাইদ বাগদাদী অসুস্থ হন। তার প্রস্রাব পরীক্ষার জন্য বোতল ভর্তি করে একজন খ্রীস্টান ডাক্তারের কাছে নেয়া হয়। ডাক্তার গভীরভাবে দেখেনও হঠাৎ বলে উঠেন- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ মানুষেরা কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলেন, আমি দেখছি যে, এ প্রস্রাব এমন ব্যক্তির যার হৃদয় প্রভুর প্রেমে কাবাব হয়ে গেছে আল্লাহু আকবর ঐ বুজুর্গদের প্রস্রাব এরূপ হেদায়ত করত যিনি অন্যদের কথাও বলতেন না।

ইয়েমেনের একজন খ্রীস্টান এ সহীহ হাদিসটি শুনেছেন যে, হুযূর আকদাস বলছেন,

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ.

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

-মু'মিনের দূরদর্শিতাকে ভয় কর তিনি আল্লাহর নুর দ্বারা দেখেন।[৩৬]
উক্ত খ্রীস্টান চাইলেন যে, পরীক্ষা করবে, সেখানকার খ্রীস্টান জুন্নার বাঁধতেন। তিনি জুন্নার নিচে গোপন রাখেন, উপরে মুসলমানী পোশাক পরেন, পাগড়ী বাঁধেন মুসলমান সেজে মশায়েখদের বৈঠকে প্রদক্ষিণ শুরু করেন। প্রত্যেকের কাছে গমন করেন, হাদিসের অর্থ জানতে চান তিনি কিছু বলতেন, ইনি অন্যের কাছে গমন করতেন এভাবে তিনি বাগদাদ শরীফে আসেন এবং জুনাইদ বাগদাদীর ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন, জনাব! এ হাদিসের মর্মার্থ কি? اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ তিনি বলেন, তার অর্থ এ যে জুন্নার ছিড়ে ফেল, খ্রীস্টান ধর্ম ত্যাগ কর, ইসলাম গ্রহণ কর। এ কথা শুনা মাত্র অস্থির হয়ে যান এবং কলেমা শাহাদত পড়েন এবং বলেন, জনাব! আমি এতগুলো মশায়েখ এর নিকট গিয়েছি কেউ আমাকে চিনেন নাই। তিনি বলেন, সকলই চিনেছেন তবে তোমার দিকে এগিয়ে আসেন নাই কেননা তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার হাতের উপর নির্ধারিত ছিল।

প্রশ্ন : মুজাহাদা অর্থ কী?

উত্তর : যাবতীয় মুজাহাদা এ পবিত্র আয়াতে একত্রিত করে দিয়েছেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ۝

-যে নিজ প্রভুর সম্মুখে দণ্ডয়মান হওয়াকে ভয় করে এবং আত্মাকে প্রবৃত্তি সমূহ থেকে বিরত রাখে নিঃসন্দেহে বেহেশতই তার ঠিকানা।[৩৭]

এটিই বড় জিহাদ, হাদিসে আছে- কাফেরদের সাথে জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় বলেন,

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ

-আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতম জিহাদ থেকে বৃহত্তম জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি।

[৩৬]. তিরমিযী শরীফ : ১০/৩৯৯, হাদীস : ৩০৫২
[৩৭]. আল কুরআন, সূরা নাযিয়াত, আয়াত : ৪০-৪১

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

জনৈক ব্যক্তির আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছে হলো, বিশ বছর অতিক্রম হল তিনি খান নাই অতঃপর স্বপ্নযোগে হুযূর ﷺ-এর সাক্ষাত হলো, তিনি বলেছেন- اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا 'তোমার আত্মার ও কিছু তোমার উপর হক আছে।' ভোরে ওঠে আঙ্গুর খেল এখন আত্মা দুধের আগ্রহ প্রকাশ করল। তিনি বলেন, ত্রিশ বছর আগ্রহ কর অতঃপর সম্ভবতঃ হুযূর, আগমণ করবেন এবং বলবেন তার থেকে এটিই উত্তম যে, ধৈর্য্য ধারণ কর। তৎক্ষণাত আগ্রহ দূর হয়ে গেল। ঐ ধরনের প্রবৃত্তি হয়ত আত্মাগত হয় অথবা শয়তানী প্ররোচনায় হয়। যার দু'টি সহজ পার্থক্য আছে। ১. এই যে, শয়তানী প্রবৃত্তির মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি হওয়া চায় যে, এখনই করে নাও। اَلْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ আত্মার এরূপ তাড়াতাড়ি হয় না। ২. এই যে, আত্মা নিজ প্রবৃত্তির উপর অবিচল থাকে যতক্ষণ না পুরা হয় তা থেকে পরিবর্তন হয় না তার বাস্তবিকই উক্ত বস্তুর আগ্রহ আছে। যদি শয়তানী প্রবৃত্তি হয় তাহলে একটি জিনিসের আগ্রহ হবে তা পাওয়া না গেলে তৃতীয় জিনিসের আগ্রহ হবে একারণে যে তার উদ্দেশ্যে পথভ্রষ্ট করা যে উপায়ে হোক না কেন। একজন লোক জনৈক বুজুর্গের কাছে আসেন, দেখেন খাওয়ার পানির কলসী রৌদ্রে রেখেছে। তিনি বলেন, পানি রৌদ্রে রেখেছি রয়ে গেল, গরম হলো সম্ভবতঃ তিনি বলেন, সকালে ছায়াই ছিল। অতঃপর রৌদ্র আসলো। আমি আল্লাহকে লজ্জা করছি যে, আত্মার অনুকরণে কাজ করব। হযরত সিররী সকতী ﷺ রোজাদার ছিলেন পানি শীতল হওয়ার জন্য কলসী ভর্তি করতঃ তাকে রাখা হলো। তিনি আসরের পর ধ্যান মগ্ন (মুরাকাবা) ছিলেন বেহেশতী হুরগণ একের পর এক সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। যে সামনে আসতেন তাকে জিজ্ঞাসা করতেন তুমি কার জন্য। তিনি আল্লাহর একজন বান্দাহর নাম নিতেন একজন আসেন তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলেন, আমি তার জন্য যিনি রোজা পালন অবস্থায় পানি শীতল হওয়ার জন্য রাখেন নাই, তিনি বলেন, যদি আপনি সত্যি বলেন তাহলে ঐ কলসীটি ফেলে দিন, তিনি ফেলে দেন, তার শব্দে চোখ খুলে গেল, দেখলেন উক্ত কলসী ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রইল।

দু'জন ফেরেশতা পরস্পর মিলিত হল একজন জিজ্ঞাসা করেন কোথায় যাচ্ছ? অন্যজন বলেন, অমুক আবেদের হাতে দুধের পেয়ালা আছে তিনি তা পান করতে ইচ্ছে করছেন আমাকে নির্দেশ দেয়া হলো গিয়ে ডানা মেরে দুধ ফেলে দিই এবং তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি বলেন, একজন ফাসেক অনেক্ষণ থেকে জাল ফেলে বসে আছে মাছ আটকা পড়ে নাই। আমার প্রতি নির্দেশ

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

হয়েছে যে, যাও এবং মাছ আটকিয়ে দাও (উক্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন) যদিচল্লিশ দিন অতীত হয়ে যায় যে, কোন রোগ অথবা স্বল্পতা অথবা অপমান না হয় তাহলে ভয় করবে যে, যেন পরিত্যাগ করা না হয়। হাদিসে আছে- যখন কোন গ্রহণযোগ্য বান্দাহ মহান প্রভুর কাছে নিজ কোন প্রয়োজনে হাত তোলেন ও কান্না কাটি করেন জিব্রাইল عليه السلام-এর প্রতি নির্দেশ হয় যে হে জিব্রাইল! তার প্রয়োজন অপূরণ রেখে দিন, আমার তার কান্না কাটি ও আমার দিকে মুখ করা ভাল মনে হচ্ছে। যখন কোন ফাসেক নিজ প্রয়োজনে হাত তোলে তখন ইরশাদ হয় হে জিব্রাইল! তার প্রয়োজন তাড়াতাড়ি পূরণ করে দিন। আমার নিজের দিকে তার মুখ করা ভাল লাগছেনা। এ হাদিসে বড় একটি উপকারিতা হচ্ছে এই যে, জিব্রাইল عليه السلام প্রয়োজন পূরণকারী। অতঃপর হুযূর ﷺ-কে প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ অপসারণকারী, রোগ প্রতিরোধকারী মানলে কোন মুসলমানের চিন্তার বিষয় হতে পারে? জিব্রাইল عليه السلام ও প্রয়োজন পূরণকারী।

একদা মৌলভী আহমদ মুখতার সাহেব মিরাঠ থেকে এসেছে। এশার নামাযের পর আ'লা হযরত মুদ্দাজিল্লুহুল আলীর হাত চুম্বন করেন এবং এ মাসয়ালাটি জিজ্ঞাসা করেন যে, শরয়ী ইমামতে কুবরার জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়া কী শরীয়তে প্রয়োজন তা না হলে শরয়ী ইমামতে কুবরা পাওয়া যাবে না যদিও প্রথাগত অথবা মানব কল্যাণ মূলক শর্ত হোক।

উত্তর : এটি মাযহাব সংক্রান্ত মাসয়ালা। এটিতে আমাদেরও রাফেজী খারেজীদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। খারেজীরা কোন বিশেষ শর্ত আরোপ করেনা। রাফেজীরা এত বেশী কঠোরতা ও সংকীর্ণতা করেন যে, কেবলমাত্র হাশেমীয়দের নির্দিষ্ট করেছেন এবং এটিও মাওলা আলীর বদান্যতা নতুবা ফাতেমার বংশদের নির্দিষ্ট করতেন। আহলে সুন্নাত সিরাতুল মুস্তাকিম ও মধ্যবর্তী পথে বিদ্যমান আমাদের আকীদা সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তক সমূহে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, আহলে সুন্নাতের মতে ইমামতে কুবরার জন্য পুরুষ, স্বাধীন ও কুরাইশী হওয়া আবশ্যক। আরো স্পষ্ট করে বলছেন যে, তার শর্ত অকাট্য, নিশ্চিত ও ইজমা দ্বারা সমর্থিত।

প্রশ্ন : খেলাফতে রাশেদা কাকে বলে, তার প্রয়োগ কার কার উপর হয়েছে এবং কার কার উপর হবে?

উত্তর : খেলাফতে রাশেদা ঐ খেলাফত যা নবুয়তের রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যেমন চার খলিফা, ইমাম হাসান মুজতাব, আমিরুল মু'মিনীন ওমর

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

বিন আবদুল আজিজ رضي الله عنه প্রমূখ খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমার ধারণা মতে এরূপ খেলাফতে রাশেদা ইমাম মাহদী رضي الله عنه কায়েম করবেন। অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহই জানেন।

প্রশ্ন : কিয়ামত কখন হবে এবং ইমাম মাহদীর আবির্ভাব কখন হবে?

উত্তর : কিয়ামত কখন হবে তা আল্লাহ তায়ালা জানেন, তার শিক্ষা দ্বারা তার রাসূল ﷺ কিয়ামতের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন-

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴿٢٧﴾

-আল্লাহ অদৃশ্য জ্ঞান জানেন, তিনি নিজ অদৃশ্য জ্ঞানের উপর কাউকে ক্ষমতা প্রদান করেন না তার পছন্দনীয় রাসূল ব্যতীত।[৩৮]

ইমাম কুস্তুলানী প্রমূখ স্পষ্ট বলেছেন যে, উক্ত অদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা উদ্দেশ্য- কিয়ামত যা উপরের আয়াতে বর্ণিত আছে। ইমাম জালালুদ্দিন সূয়ূতী رحمه الله-এর পূর্বে কিছু শরীয়ত বিশেষজ্ঞ হাদিস থেকে গবেষণা করতঃ হিসেব করেছেন যে, এ উম্মত এক হাজার হিজরী সাল অতিক্রম করবেনা, ইমাম সূয়ূতী তার অস্বীকারে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন- 'আল কাশফু আন তাযাওয়াজি হাযিহিল ইমামাতিল আনফি'। তাতে প্রমাণ করেছেন যে, এ উম্মত ১০০০ হিজরি সাল অবশ্যই অতিক্রম করবেন। ইমাম জালালুদ্দিন رحمه الله-এর ওফাত ৯১১ হিজরি সালে এবং নিজে হিসাব করতঃ এ অনুমান করেছেন যে, ১৩০০ হিজরি সালে শেষ হবে। আলহামদু লিল্লাহ তাও ২৬ বছর অতিক্রম করেছে এখনো কিয়ামত তো দূরের কথা কিয়ামতের কোন বড় নিদর্শনও আসে নাই, ইমাম মাহদী সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, উক্ত হাদিস সমূহে কোন নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ নেই। কিছু জ্ঞান দ্বারা আমার ধারণা হয় যে, সম্ভবতঃ ১৮৩৭ হিজরি সালে কোন ইসলামী রাষ্ট্র বাকী থাকবেনা এবং ১৯০০ হিজরি সালে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে।

প্রশ্ন : যখন আমি মক্কা শরীফে হযরত মাওলানা আবদুল হক সাহেব رحمه الله-এর খেদমতে উপস্থিত হই কাজি রাহমতুল্লাহ ওয়াহাবীকে দরবারে উপস্থিত পাই এবং এটি ঐ সময় যখন মাওলানা তাকে হাদিসের সনদ দিয়েছিলেন। এটি

[৩৮]. আল কুরআন, সূরা নজম, আয়াত : ২৬-২৭

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আমার খুবই কষ্টকর হলো। মাওলানা আবদুল হক সাহেবের কাছে আরজ করি, আমি ও আপনার দাসত্বে উপস্থিত, ইনিও আপনার থেকে সনদ অর্জন করেছেন, তাহলে এখানে ঐ মতানৈক্য যা আমাদের ও তাদের মধ্যে রাসূল ﷺ-এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে ছিলো সহজ উপায়ে সমাধান হতে পারে। ফলে মাওলানা তিন দিনের মধ্যে একটি পুস্তিকা- بفرائد السنية فى الفوائد البهية শীর্ষক রচনা করেছেন। কাজি রাহমতুল্লাহকে দিয়েছেন। উক্ত পুস্তিকায় মাওলানা কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে অনেক হাদিস একত্রিত করেছেন তবে ঐগুলোর মধ্যেও সময় নির্দিষ্ট নেই।

উত্তর : হাদিসে আছে দুনিয়ার বয়স সাত দিন আমি তার পরবর্তী দিন প্রেরিত হয়েছি। অপর হাদিসে আছে- আমি আশা করছি যে, আমার উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা আরো অর্ধদিন দান করবেন। এ হাদিস সমূহ থেকে উম্মতের বয়স পনের শত বছর সাব্যস্ত হয়েছে।

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

-আপনার প্রভুর নিকট একদিন তোমাদের গণণাকৃত এক হাজার বছরের মত।[৩৯]

এ হাদিস সমূহ থেকে যা বুঝা যাচ্ছে তা ঐ নির্দিষ্ট সময় বিরোধী নয় যা এ জ্ঞান থেকে আমার চিন্তা চেতনায় এসেছো। কেননা এখানে হুযূর ﷺ-এর পক্ষ থেকে নিজ প্রভুর কাছে প্রার্থনা আগামীতে প্রভু প্রদত্ত নিয়ামত তিনি যেন অধিক বয়স দান করবেন। যেভাবে বদর যুদ্ধে হুযূর ﷺ সাহাবাগণের তিন হাজার ফেরেশতা সাহায্যের জন্য অসিম আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

-কী তোমাদের যথেষ্ট করবেনা তোমাদের প্রভু তিন হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করত: তোমাদের সাহায্য করবেন।[৪০]

তার উপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের অতিরিক্ত করত: বলেন,

---

[৩৯]. আল কুরআন, সূরা হজ্ব, আয়াত : ৪৭
[৪০]. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১২৪

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

بَلَىٰٓ ۚ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

-কেন হবেনা, যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর এবং ভয় কর তাড়াতাড়ি করত: তোমাদের কাছে আসবে, ফলে তিনি তোমাদেরকে পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন।[৪১]

প্রশ্ন : হুযূর জাফর (অদৃশ্যমান জানার বিদ্যা) থেকে জেনে নিয়েছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, (স্বর একটু চাপিয়ে বলেন) আম খান। আটি গণনা করবেন না। (অতঃপর নিজেই ইরশাদ করেন,) আমি এ উভয় সময় ১৮৩৭ হিজরি সালে ইসলামী সম্রাজ্য বৃদ্ধি পাওয়া এবং ১৯০০ হিজরি সালে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হওয়া কশফ জগতের পুরোধা শাইখ আকবর মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী رحمة الله عليه-এর কথা থেকে গ্রহণ করেছি। আল্লাহ আকবর, কত মহান কশফের মালিক ছিলেন যে, তুর্কি সম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ওসমান পাশা হযরতের জীবনাবসানের পর জন্ম নিয়েছেন তবে শাইখ আকবর رحمة الله عليه-এর এত সময় পূর্বে ওসমান পাশা থেকে শুরু করে শেষ যুগের কাছাকাছি পর্যন্ত যত ইসলামী বাদশাহ ও তাদের উজীর হবেন রুমুজের মধ্যে সকলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন তাদের যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। কোন কোন বাদশাহর প্রতি তার ঐ লেখায় কোমলতার সাথে সম্বোধন করেছেন। কোন বাদশাহর প্রতি ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। তাতে ইসলামী সম্রাজ্যের শেষ হওয়া সম্পর্কে ايقظ শব্দ বলেছেন এবং স্পষ্ট বলেছেন-

لَا أَقُولُ أَيْقَظَ الْهِجْرِيَّةُ بَلْ أَيْقَظَ الْجَفَرِيَّةُ.

আমি আইক্বায জাফরীর যে হিসাব করেছি তাতে ১৮৩৭ হিজরি সাল বেরিয়ে আসে এবং তার দ্বিতীয় কথা থেকে ১৯০০ হিজরি সাল ইমাম মাহদীর আবির্ভাব কাল গ্রহণ করেছি তিনি বলেন, রুবায়ী-

إِذَا دَارَ الزَّمَانُ عَلَى حُرُوْفٍ ◊ بِبِسْمِ اللهِ فَالْمَهْدِيُّ قَامَا
وَيَخْرُجُ فِي الْحَطِيْمِ عَقِيْبَ صَوْمٍ ◊ اَلَا فَاقْرَاهُ مِنْ عِنْدِيْ سَلَامَا

---

[৪১]. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১২৫

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

স্বয়ং নিজ কবর শরীফ সম্পর্কেও বলে দিয়েছেন যে, এত সময় পর্যন্ত আমার কবর মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকবে। তবে শীন বর্ণ সীন বর্ণে প্রবেশ করলে তখন মুহিউদ্দিনের কবর প্রকাশিত হবে। সুলতান সলিম যখন সিরিয়ায় প্রবেশ করলেন তখন তাকে সুসংবাদ দেয়া হলো যে, অমুক স্থানে আমার কবর। সুলতান সেখানে একটি গম্বুজ তৈরী করেছেন যা সর্বসাধারনের জেয়ারতস্থল হল (অতঃপর বলেন) কতগুলো নকশা ২৮ ঘর বিশিষ্ট তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন যে গুলোতে এক একটি ঘর লিখেছেন বাকীগুলো খালি রেখেছেন এখন তার হিসাব করে যান তার সমার্থ কী?

প্রশ্ন : কাফের বাসন্তী পুজা ও লক্ষী পুজায় মিষ্টি সহ বিভিন্ন জিনিস বিতরন করেন মুসলমানদের নেয়া জায়েয কী জায়েয নয়?

উত্তর : উক্ত দিন নেবেনা, হ্যাঁ, যদি দ্বিতীয় দিন দেয় তাহলে নেবে, এটি মনে করে নয় যে ঐ দুষ্টদের পুজা পরবের মিষ্টি বরং ক্ষতিকর সম্পদ গাজীর প্রাপ্য হিসেবে।

প্রশ্ন : যদি নামাযে কফ এসে যায় তাহলে কী করবে?

উত্তর : কাপড়ের কোণায় অথবা আচলে নিয়ে ঘষে ফেলবে।

প্রশ্ন : হুযুর! প্রত্যেক ভিক্ষুকের উপর দয়া করা চাই তা কাফের হোক না কেন। কেননা কুরআনে 'وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ' বলেছেন।

উত্তর : ভিক্ষুকই হতে হবে। 'বাহরুর রায়েক' ইত্যাদিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে- কাফের হারবীকে কিছু সদকা দেয়া মোটেও জায়েয নেই। তিনি বলেন, ইরশাদ হয়েছে- اَقِمِ الصَّلٰوةَ 'নামায পড়' তা দ্বারা কী এ উদ্দেশ্য অজু থাকুক বা না থাকুক। শর্ত বিদ্যমান থাকাও উচিত। সাধারণভাবে নয়। ফিকহবীদরা বলেন, যদি মানুষের কাছে একবার তৃষ্ণা নিবারণের পানি আছে আর জঙ্গলের মধ্যে একটি কুকুর ও একজন কাফের তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত তাহলে ঐ পানি কুকুরকে পান করাবে কাফেরকে দেবেনা। হাদিস শরীফে আছে- কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হিসাব নিকাশের জন্য প্রভুর দরবারে আনা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে, কী এনেছ? সে বলবে, আমি এতগুলো নামায পড়েছি ফরজ নামায ব্যতীত, এতগুলো রোজা রেখেছি রমজানের রোজা ব্যতীত, এতগুলো খয়রাত করেছি যাকাত ব্যতীত এতবার হজ্ব করেছি ফরজ হজ্ব ব্যতীত ইত্যাদি। ইরশাদ হবে- هَلْ وَلَّيْتَ لِى وَلِيًّا وَعَادَيْتَ لِى عَدُوًّا 'তুমি কী কখনো আমার প্রিয়জনদের ভালবেসেছ এবং আমার শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছ?' আজীবনের

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ইবাদত একদিকে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের মুহাব্বত অন্যদিকে। যদি মুহাব্বত না থাকে তাহলে সকল ইবাদত ও সাধনা নিরর্থক।

আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর সাথে যারা বেআদবী/অসৌজন্যমূলক আচরণ করে তাদের সাথে শত্রুতামি করতে হবে, তারা দয়ার যোগ্য কখনো নয়। সাধারণ মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখনই কাউকে অভাব গ্রস্থ দেখলে তাকে দয়ার যোগ্য মনে করে যদিও আল্লাহও তদীয় রাসূল ﷺ-এর শত্রু হয়ে থাকে। হযরত সৈয়্যদ আবদুল আজিজ দাব্বাগ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, কাফেরকে সামান্যতম সাহায্য করা এমনকি 'যদি সে রাস্তার সন্ধান চায় এবং কোন মুসলমান বলে দেন' এতটুকু কথা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, জিম্মী, আশ্রয় প্রার্থী কাফেরদের জন্য শরীয়তে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ আছে। কারণ ইসলাম নিজের দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করতে চায় এবং নিজের অঙ্গীকার সত্যায়ন করতে চায়।

প্রশ্ন : হুযুর! এ ঘটনাটি কোন কিতাবে আছে যে, হযরত সৈয়্যদুত তাঁয়িফা জুনাইদ বোগদাদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'হে আল্লাহ' বলেছেন এবং সমুদ্র পার হয়ে গেছেন। পূর্ণ ঘটনা স্মরণ নেই।

উত্তর : সম্ভবত: 'হাদিকা-ই নদিয়া'-এ আছে। একদা হযরত সৈয়্যদী জুনাঈদ বাগদাদী رحمه الله দজলায় গমন করেন এবং 'হে আল্লাহ' বলতে বলতে তার উপর জমিনের উপর চলার মত চলতে লাগলেন। অতঃপর একজন ব্যক্তি আসল তারও অতিক্রম করার প্রয়োজন ছিলো ঐ সময় কোন নৌকা ছিলনা। যখন তিনি হযরতকে নদী পার হতে দেখেন আরজ করেন, আমি কিভাবে আসবো? বলেন, হে জুনাইদ! হে জুনাইদ! বলতে বলতে চলে এসো। সে এরূপ বলেছে, নদীর উপর জমিনের মত চলতে লাগলো যখন নদীর মাঝ পথে পৌঁছলো পাপিষ্ট শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল যে, হযরত নিজেই 'হে আল্লাহ' বলছেন আর আমাকে 'হে জুনাইদ' বলাচ্ছে, আমিও 'হে আল্লাহ' কেন বলবনা? সে 'হে আল্লাহ' বলল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে যাচ্ছে চিৎকার দিল, হযরত আমি ডুবে যাচ্ছি। তিনি বলেন, উহাই বল, 'হে জুনাইদ'। যখন তা বলল নদী পার হয়ে গেল। আরজ করল, হযরত! কী ব্যাপার ছিল আপনি হে আল্লাহ বলেছেন নদী পার হয়ে গেলেন আর যখন আমি বললাম, ডুবে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন, হে মুর্খ! তুমি তো এখনো জুনাইদ পর্যন্ত পৌঁছতে পার নাই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার উচ্চাভিলাষ।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

দু'জন ওলী একজন নদীর এপার অন্যজন নদীর ওপার থাকতেন। তাদের একজন ফিরনী রান্না করেন এবং খাদেমকে বলেন, কিছু আমার বন্ধুকেও দিয়ে এসো, খাদেম বলে, হুযূর যাতায়াত পথে সমুদ্র আছে। কিভাবে পার হব নৌকা ইত্যাদি কোন বাহন নেই। তিনি বলেন, নদীর কুলে যাও এবং বল, আমি তার পক্ষ থেকে এসেছি যিনি এখনো পর্যন্ত নিজ স্ত্রীর কাছে যান নাই। খাদেম হতবাক হয়ে যায়। এটি কী গোলক ধাঁ ধাঁ! তার কারণ তিনি অনেক সন্তানের জনক। যা হোক নির্দেশ পালন করতে হবে। সমুদ্রের নিকট গেল এবং ঐ বার্তা শুনালো যা তিনি বলেছেন। সে বলল, সমুদ্র তড়িত রাস্তা করে দিল, সে সমুদ্র পার হয়ে উক্ত অলির খেদমতে ফিরনী পেশ করে। তিনি আহার করেন, বলেন, তোমার মুনিবকে আমার সালাম দিও। খাদেম বলে সালাম তখন দেব যখন সমুদ্র পার হতে পারব। তিনি বলেন, সমুদ্রে গিয়ে বল, আমি ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে আসছি যিনি ত্রিশ বছর থেকে আজ পর্যন্ত কিছুই খাননি। খাদেম ছয় পাঁচের মধ্যে ছিলো, এটি আশ্চার্য কথা যে, এখন আমার সামনে ক্ষীর খেয়েছেন আর বলছেন এত সময় থেকে কিছুই খান নাই। তবে আদব রক্ষার্থে নিরব রইল। সমুদ্রে এসে যেরূপ বলেছিলেন সে রূপ বলেছে। সমুদ্র পুণরায় রাস্তা করে দিল। যখন মুনিবের কাছে গিয়ে পৌছলো তার থেকে গোপন রাখতে পারে নাই। আরজ করে, হুযূর! এটি কী বিষয় ছিল? তিনি বলেন, আমাদের কোন কাজ নিজ আত্মার জন্য হয় না।

প্রশ্ন : ওয়াহাবীদের জামাআত ত্যাগ করত: পৃথক নামায পড়তে পারে?

উত্তর : না তাদের নামায নামায, না তাদের জামাত জামাত।

প্রশ্ন : ওয়াহাবীদের তৈরীকৃত মসজিদ মসজিদ কিনা?

উত্তর : কাফেরদের মসজিদ ঘর সাদৃশ্য।

প্রশ্ন : ওয়াহাবী মুয়াজ্জিনের আজান পুণরায় দিতে হবে কী দিতে হবেনা?

উত্তর : যেভাবে তাদের নামায বাতিল অনুরূপ আযান ও হ্যাঁ, সম্মানার্থে আল্লাহর নামের উপর জাল্লাশানুহু এবং পবিত্র নামের উপর দরূদ শরীফ পড়বে।

প্রশ্ন : হুযূর! এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ যে, একদা নবী করিম ﷺ-এর ঘরে একজন কাফের মেহমান হয়েছে। এই উদ্দেশ্য যে, নবী পরিবার ক্ষুধার্ত থাকবেন সব খাবার খেয়ে ফেলবে। হুযূর আকদাস ﷺ হুজরা শরীফে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। শেষ রাতে পেঠের পীড়া অনুভব হলো, কিছুক্ষণ পর প্রকৃতির ডাকে সাড়া

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

দিতে হলো লজ্জার কারণে কোথাও কেউ যেন না দেখে হুজরা শরীফে মল ত্যাগ করল এবং সম্পূর্ণ বিছানা নষ্ট করে দিল এবং সকাল হতে না হতে সেখান থেকে প্রস্থান করল। যখন হুযূর হুজরা শরীফে মেহমানের খোঁজ খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করেন, তখন এ অবস্থা লক্ষ্য করেন। তিনি নিজেই মল পরিষ্কার করেছেন। সাহাবাগণ তার এ অসদাচরণ দ্বারা ভীষণ রাগান্বিত হন। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে সে তার তরবারী ফেলে গেল এবং তরবারিটি খুবই উত্তম ছিল যদ্দরুণ বাধ্য হয়ে তাকে ফিরতে হয়েছে। এসে দেখল যে, হুযূর নিজ পবিত্র হাতে বিছানা ধৌত করছেন। আমিরুল মু'মিনীন ফারুকে আজম ؓ শাস্তি দেয়ার মনস্ত করেন। হুযূর ﷺ নিষেধ করেন যে, ইনি আমার মেহমান। তাকে বলেছেন, তুমি নিজ তরবারি ভুলে গেছ, যেখানে রেখেছ সেখান থেকে তুলে নাও। সে হুযূরের উক্ত মহান চরিত্র দেখে তড়িত গতিতে মুসলমান হয়ে যায়। অতএব হুযূর এ বর্ণনা থেকে প্রকাশ হচ্ছে কাফেরদের প্রতিও সহানুভূতির দৃষ্টি দেয়া উচিত।

উত্তর : তার কাছাকাছি বর্ণনা মসনভী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আকদাস ﷺ তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতেন যারা ইসলামে প্রত্যাবর্তন যোগ্য ছিলো যেমন– উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হলো। কাফেরও ধর্মত্যাগীদের সাথে সর্বদা কঠোরতা করতেন, তাদের অন্ধ করে দিয়েছেন। হাত কেটে দিয়েছেন পা কেটেছেন পানি চেয়েছে পানি পর্যন্ত দেন নাই এ ব্যবহার তাদের সাথে ছিল যারা প্রত্যাবর্তনকারী ছিলনা। আমিরুল মু'মিনীনের খেলাফত কালের কথা, তিনি মসজিদ নববী থেকে নামায পড়ে চলে যাচ্ছেন, জনৈক পথিক খাদ্য চাইল। আমিরুল মুমিনীন তাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। খাদেম আমিরুল মু'মিনীনের আদেশক্রমে খাদ্য উপস্থিত করেছে। খাবার নিতে নিতে হঠাৎ তার মুখ দিয়ে ধর্ম বিরোধী একটি বাক্য বের হয়ে গেল যার ফলে হুযূর তৎক্ষণাৎ তার সামনে থেকে খাদ্য তুলে নেন এবং খাদেমকে নির্দেশ দেন, তাকে বের করে দাও। মহান আল্লাহর শান বদআক্বিদার লোক যেরূপ প্রতারণার জামা পরিধান করে আমার সামনে আসে স্বয়ং ক্রিয়ভাবে অন্তর ঘৃণা করতে থাকে। শ্রদ্ধেয় পিতার জীবদ্দশায় দিল্লীর একজন ওয়ায়েজ (বক্তা) উপস্থিত হল এবং তখন মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব বদায়ুনী ؒও উপস্থিত ছিলেন। ইসমাঈল দেহলভী ও ওয়াহাবীদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন লানত ও অপবাদ দেয়। সে নিজে সুন্নী হওয়ার উপর পুরোপুরি প্রমাণ দেয়। আমার শৈশবকাল।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

সে যখন চলে গেল আমি নিজের ধারণা শ্রদ্ধেয় পিতার কাছে জাহির করি যে, একে আমার পাক্কা ওয়াহাবী মনে হচ্ছে। মাওলানা বদায়ুনী বলেন, এখন তো সে তোমার সামনে ওয়াহাবী ও ইসমাঈল এর উপর অসন্তুষ্টি দেখিয়েছে। আমি বলি, আমার অন্তর সাক্ষী দিচ্ছে যে, এসব কিছু আত্মরক্ষার্থে ছিল। তার জামে মসজিদে ওয়াজ করার অনুমতি আমার পিতা থেকে নিতে হবে। হযরতের অনুমতি ব্যতীরেকে এখানে কেউ ওয়াজ করতে পারে না। এজন্য সে এ ভূমিকার আশ্রয় নিয়েছে। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় পুণরায় উপস্থিত হন। আমি তার সাথে ওয়াহাবীবাদের বিভিন্ন মাসয়ালা নিয়ে আলোচনা করি এতে প্রমাণিত হলো সে কট্টর ওয়াহাবী। তাকে বিদায় করে দেয়া হলো, নিজের মুখ নিয়ে চলে গেল। সম্মানিত পিতার ইন্তেকালের কিছুদিন পর যখন আমি আমার মরহুম মেঝ ভাইয়ের কাছে থাকতাম বাইরে একাকী বসলাম, সামনের গলি দিয়ে একজন আরবী আসতে দেখলাম। যখন কাছে আসে আমি তার সম্মানার্থে দাঁড়াবার মনস্থ করি আরব বাসীর সম্মানার্থে দাঁড়ানো আমার অভ্যাস ছিলো তবে এইবার মন যেন অপছন্দ করছে, আমি উঠতে চাই তবে অন্তর যেন লাগাম টেনে ধরছে শেষে আমি বলি হে আত্মা! এটি তোমার অহংকার, অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাঁড়ালাম। তিনি এসে বলেন, আমি নাম জানতে চাই, তিনি বলেন, আবদুল ওয়াহাব। স্থান জানতে চাইলে বলেন, নজদ। আমি তার থেকে ওয়াহাবীবাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি জিজ্ঞাসা করি। এত কট্টর ওয়াহাবী প্রমাণিত হয় যে, এখানকার ওয়াহাবীদেরকে তার শিষ্যত্ব করতে হবে। বার বার হুযূর ﷺ-এর পবিত্র নাম নেয়, না প্রথমে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করে, না শেষে দরূদ শরীফ পড়েন। তাকে প্রত্যেকবার বাঁধা দিই সম্মান সূচক শব্দ ও দরূদ শরীফের পরামর্শ দিই কিন্তু তিনি তা অনুসরণ করেন না। অবশেষে আমি কঠোরতার সাথে বলি, অবশেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলেন, আমি তোমার কথা মত বলছি, সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি তাকে বিদায় দিই, শেষ কথা ছিল। আমাকে সাহায্য করুণ, আমি শহরে দু'একজন ওয়াহাবীর ঠিকানা দিই তাদের কাছে যান, এখানে আপনার কোন আশ্রয় নেই। অবশেষে তিনি ব্যর্থ ও নৈরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম ও নিজকে ধন্যবাদ দিলাম যে, তুমি ঠিকই বলেছ, ঐ শয়তানের জন্য দাঁড়ানো জায়েয ছিলনা।

একদা আলীগড় থেকে এক ব্যক্তি নিজ তল্পি তল্পাসহ আসল। তার আকৃতি দেখে আমার মন বলছে, সে রাফেজী। জিজ্ঞাসা করতঃ জানা গেল, বাস্তবিক রাফেজী। সে বলল, আমি নিজ বাড়ী লক্ষ্মৌতে যাচ্ছি, পথিমধ্যে

কেবলমাত্র আপনার সাক্ষাতের জন্য অবতরণ করেছি। কী আপনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এমন ব্যক্তি নন যেরূপ আমাদের মুজতাহিদগণ। আমি দৃষ্টি পাত করি নাই, মোট উদ্দেশ্য উক্ত রাফেজী নিজের দিকে আমাকে মনোযোগী করতে চাচ্ছে, আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিই অবশেষে উঠে চলে গেল। তার প্রস্থানের পর একজন লোক অভিযোগকারীও হয় যে, সে এত দূর অতিক্রম করতঃ এসেছে আর আপনি মোটেই দৃষ্টিপাত করেন নাই। আমি এ ঘটনাটি (আমিরুল মু'মিনীন ফারুক আজম যখন জানতে পারেন যে, ইনি খারাপ আকিদার, তৎক্ষণাৎ খাদ্য সামনে থেকে তুলে নেন এবং তাকে বের করে দেন।) পেশ করি যে, আমাদের ইমামগণ ঐ লোকদের সাথে আমাদের এ শিষ্টাচার শিক্ষা দেন, এখন সে আর কী বলবে, চুপ হয়ে গেল।

মুসলমনাগণ! আল্লাহ ও রাসূলের দিকে মনোনিবেশ করতঃ ঈমানের অন্তরে হাত রেখে দেখুন! যদি কিছু লোক আপনাদের মাতা-পিতাকে রাত দিন অকারণে অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়া নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে বরং নিজেদের দ্বীনি দায়িত্ব মনে করে আপনারা তাদের সাথে কী হাসিমুখে মিলিত হবেন? কখনো হবেন না, যদি আপনাদের নামে মাত্র আত্মসম্মান বোধ থাকে, যদি আপনাদের মানবতা থাকে, যদি আপনারা আপনাদের মাতা পিতাকে চেনেন, যদি আপনার পিতা থেকে জন্ম নেন তাদের দেখলেই আপনাদের চোখে অশ্রু এসে যাবে, আপনাদের চক্ষু লাল হয়ে যাবে, আপনারা তাদের দিকে দৃষ্টিপাত দেয়া পছন্দ করবেন না। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায় বিচার করুণ সিদ্দিক আকবর ও ফারুক আজম বাদ দিলাম আপনাদের পিতা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা বাদ দিলাম আপনাদের মাঁ, আমরা সিদ্দিক ও ফারুক এর নিকৃষ্ট গোলাম। আলহামদু লিল্লাহ নিজেদেরকেই উম্মুল মু'মিনের সন্তান রূপে দাবি করি, তাদের যারা অশ্লীল ভাষায় গালি দেয় তাদের প্রতি এ আচরণ না করলে যা আপনারা আপনাদের মা ও নিজেদের প্রতি দুর্ব্যবহারকারীদের প্রতি করে থাকেন তাহলে আমরা নিতান্ত নিমক হারাম গোলাম হিসেবে পরিগণিত হব এবং নিতান্ত অপাংক্তেয় উত্তর সূরী হব। ঈমানের দাবী এই যে, প্রথমে আপনারা জেনে নিন এবং আপনাদের মত প্রকৃত সভ্যতার দাবীদারদের আমরা দেখেছি, তাদের মর্যাদা বিরোধী কোন কথা বললে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, চক্ষু লাল হয়ে যায়, গর্দানে রগ সমূহ ফুলে যায়, তখন তারা পাগলের মত প্রলাপ বকতে শুরু করে। তার কারণ আল্লাহ ও রাসূলের মত মহা সম্মানের চেয়েও তাদের আত্ম সম্মানবোধ নিজেদের অন্তরে বেশী। এ অপবিত্র সভ্যতা,

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

এদেরকে ইসলামের পবিত্র সন্তানেরা অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। নবী করিম ﷺ স্বয়ং নিজেই মসজিদে নববী থেকে খারাপ আকিদাপন্থীদেরকে নাম ধরে ধরে বের করে দিয়েছেন। একদা ফারুক আজম رضي الله عنه-এর জুমার নামাযে বিলম্ব হয় পথিমধ্যে দেখতে পান কিছু লোক মসজিদে থেকে প্রত্যাবর্তন করছে, তিনি এ লজ্জায় যে, এখনো নামায পড়েন নাই আত্মগোপন করেন এবং তারা ঐ লজ্জায় যা মসজিদে থেকে বের করে দেয়ার কারণে হয়েছিল পৃথকভাবে গোপনে বের হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَـٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ ﴿٧٣﴾

-হে নবী কাফের এ মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করুন ও তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করুন।[৪২]

আরো বলেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ ﴿٢٩﴾

-মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তায়ালার রাসূল এবং তাঁর সাথীরা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং পরস্পর কোমল।[৪৩]

এবং বলেন,

وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ ﴿١٢٣﴾

-আবশ্যক যে, কাফেররা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পরিলক্ষিত করে।[৪৪]

এ আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হলো হুযুর আকদাস ﷺ কাফেরদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করতেন।

প্রশ্ন : যদি কোন মানুষের সতর খুলে যায় তাহলে যে দেখেছে অথবা যার সতর খুলে গেছে অজু রইল অথবা রইলনা?

উত্তর : অজু কোন জিনিস দেখলে অথবা স্পর্শ করার দ্বারা ভেঙ্গে যায় না। অতঃপর বলেন, মহিলার ত্রিশটি অঙ্গ সতর এবং পুরুষের নয়টি এগুলোর মধ্যে কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশ এক রুকন অর্থাৎ তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা পর্যন্ত

[৪২]. আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ৭৩
[৪৩]. আল কুরআন, সূরা ফাতাহ, আয়াত : ২৯
[৪৪]. আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ১২৩

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

অনিচ্ছায় খোলা থাকলে নামায ভঙ্গ হবে ইচ্ছাকৃত এক মুহূর্তের জন্য খুললেও নামায চলে যাবে।

প্রশ্ন : হুযুর! ওয়াহদাতুল ওজুদ কাকে বলে?

উত্তর : অজুদ একজন মওজুদ একজন অবশিষ্ট সবগুলো তার ছায়া।

প্রশ্ন : ইসমাইল দেহলভীকে কী রূপ মনে করা উচিত?

উত্তর : আমার মত হচ্ছে- তিনি ইয়াজিদের মত। যদি কেউ কাফের বলে আমি নিষেধ করবনা এবং নিজে বলবনা। অবশ্যই গোলাম আহমদ, সৈয়্যদ আহমদ, খলিল আহমদ, রশিদ আহমদ ও আশরাফ আলীর কুফুরীতে যে সন্দেহ করবে সে নিজেও কাফের।

প্রশ্ন : প্রত্যেক কাফের অভিশপ্ত?

উত্তর : হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালার নিকট যে কাফের নিশ্চিত সে অভিশপ্ত কারো নির্দিষ্ট নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি তাকে অভিশপ্ত বলবনা। সম্ভব সে তাওবা করে নিতে পারে আর যদি সাধারণ কাফের সম্পর্কে প্রশ্ন হয় তাহলে অভিশপ্ত বলব।

প্রশ্ন : আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর মুহাব্বত কিভাবে অন্তরে সৃষ্টি হবে?

উত্তর : কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও অধিক দরূদ শরীফ; বিশুদ্ধ নাত শরীফ সুললিত কণ্ঠে অধিক শুনবে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের নি'মত সমূহ ও রহমত সমূহের উপর অধিক গবেষনা করবে।

একদিন শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা হাসনাইন রেজা খান সাহেব উত্তর স্বরূপ কিছু ফতোয়া শুনাচ্ছিলেন ও উত্তর লিখছিলেন। একটি কার্ডে সম্মানিত নাম আল্লাহ লিপিবদ্ধ হয়েছে এ প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেন, মনে রাখুন আমি কখনো তিনটি জিনিস কার্ডের উপর লিপিবদ্ধ করিনা। ১. মহান আল্লাহর পবিত্র নাম। ২. মুহাম্মদ। ৩. আহমদ। এমনকি কোন আয়াত করিমাও লিখি না। উদাহরণস্বরূপ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখতে হয় তাহলে এভাবে লিখি হুযুর আকদাস আলাইহি আফজালুস সালাত ওয়াস সালাম অথবা মহান নামের পরিবর্তে মাওলা তায়ালা।

প্রশ্ন : শাহর শব্দটি প্রত্যেক নামের সাথে বলা যায় কিনা এটি বলতে পারে কী শাহরু রজবুল মুরাজ্জাব?

উত্তর : না এ শব্দটি কেবলমাত্র এ তিনটি মাসের জন্য শাহরু রবিউল আউয়াল, শাহরু রবিউল আখির, শাহরু রমজানুল মুবারক।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

প্রশ্ন : হুযূর! আল্লাহ মিয়া বলা জায়েয আছে কী জায়েয নাই?

উত্তর : উর্দু ভাষায় মিয়া শব্দের তিনটি অর্থ, তন্মধ্যে দুটি এমন যা থেকে প্রভুত্বের শান পবিত্র এবং একটি প্রযোজ্য হতে পারে। যখন শব্দ দুটি খারাপ ও একটি ভালো অর্থের মধ্যে অংশীদার এবং শরীয়তে ব্যবহৃত না হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালার জন্য তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হবে। মিঞা শব্দের একটি অর্থ মাওলা আল্লাহ তায়ালা নিঃসন্দেহে মাওলা দ্বিতীয় অর্থ স্বামী, তৃতীয় অর্থে ব্যভিচারের দালাল অর্থাৎ ব্যভিচার কারী নারী ও পুরুষের মধ্যস্থকারী।

প্রশ্ন : মিলাদ শরীফে ঝিনুক বাতি, সাজ-সজ্জা অপচয় কী অপচয় নয়?

উত্তর : আলেমগণ বলেন, لا خَيْرَ فِي الإسْرَافِ وَلا إسْرَافَ فِي الْخَيْرِ যা দ্বারা মিলাদ শরীফের সম্মান উদ্দেশ্য তা কখনো নিষিদ্ধ হতে পারে না। ইমাম গাজ্জালী 'ইহয়াউল উলুম'-এ সৈয়্যদ আবু আলী রুদবারী رحمة الله عليه থেকে বর্ণনা করেন যে, একজন বুযর্গ ব্যক্তি জিকিরকারীদের মাহফিল ব্যবস্থা করেছেন এবং তাতে এক হাজার বাতি প্রজ্জ্বলিত করেছেন একজন বাহ্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি পৌঁছেন এবং এ পদ্ধতি দেখে ফিরে যেতে লাগলেন। মজলিশের আয়োজক হাত ধরে ফেলেন এবং ভেতরে নিয়ে গিয়ে বলেন, যে বাতি আমি প্রভু ব্যতীত অন্যের জন্য জ্বালিয়েছি তা নিভিয়ে দাও। অনেক চেষ্টা করা হয়েছে কোন বাতিই নিভে নাই।

প্রশ্ন : তাহিয়্যাতুল অজুর কী ফযিলত আছে?

উত্তর : একদা হুযূর আকদাস ﷺ হযরত বেলাল رضي الله عنه-কে ইরশাদ করেন, হে বেলাল! কী কারণ আমি বেহেশতে গমণ করেছি তোমাকে আমার আগে আগে চলতে দেখেছি। আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি যখনই অজু করি দু'রাকাত নফল নামায পড়ি। তিনি বলেন, এটিই একমাত্র কারণ।

প্রশ্ন : হুযূর কিছু লোকের অভ্যাস রুকুর পরে পায়জামার নিম্নাংশ উপরে তুলে নেয় এটি কী রূপ।

উত্তর : মাকরূহ, যদি উভয় হাতে হয় তাহলে কোন কোন আলেমের মতে নামায ভঙ্গ হবে।

স্বপ্ন : একটি মাঝারি সাইজের মসজিদ, নামাযের সময় সন্নিকট, এক ব্যক্তি যাকে আমি ওয়াহাবী আকিদার অনুসারী মনে করি আজান বলছে তবে পবিত্র নাম ﷺ পর্যন্ত অতঃপর মুকাব্বির তাকবির বলছে সেও পবিত্র নাম পর্যন্ত। আমি বললাম, একি অদ্ভূদ নিয়ম যা তারা প্রবর্তন করেছে। আমি মসজিদের ভেতর ঐ সময়ে পৌঁছি যখন ইমাম পেশ মুসল্লায় পৌঁছে যায় এবং তাকবীরে

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

তাহরিমা বলতে যাচ্ছে। আমি উচ্চস্বরে বলি, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ এতে ইমাম হত চকিয়ে আমার দিকে থাকাল এবং পিছনে নেমে আসলো। আমি তড়িঘড়ি করে ইমামতি শুরু করি। যখন সালাম ফিরাই চোখ খোলে গেল, দেখলাম তা ফজরের সময়।

তা'ভীর : ইনশা আল্লাহ তায়ালা ওয়াহাবীদের দাওয়াত বন্ধ হবে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উন্নতি হবে।

প্রশ্ন : নফল নামায সমূহে রুকু কিভাবে করা উচিত?

উত্তর : এতটুকু ঝুকবে যেন মাথা হাঁটুর সমান হয়ে যায়। যদি দাঁড়িয়ে পড়ে তাহলে গোড়ালী যেন ধনুকের মত বাকা না হয়। হাতের তালু হাঁটুর উপর সোজাসুজি রেখে আঙ্গুল সমূহ পরস্পর পৃথক থাকবে। এক বন্ধুকে আমি দেখেছি, রুকু অবস্থায় পীঠ একেবারেই সোজা এবং মাথা উঠানো ছিল। যখন নামায শেষ করে জিজ্ঞাসা করা হল, এটি আপনি কিরূপ রুকু করলেন? নিয়ম তো এই- গর্ধন না এতটুকু ঝুকাবে যেমন মেষ। না এতটুকু উঠাবে যেমন উঠ। উক্ত বন্ধু বলেন, মুখ এজন্য উঠালাম যাতে কেবলার দিক থেকে ফিরে না যায়। আমি বললাম, তাহলে আপনি সিজদাও চিবুকের উপর করেন? বিষয়টি তার বুঝা আসলো এবং ভবিষ্যতের জন্য সংশোধন হয়ে গেল।

প্রশ্ন : হুযূর! জনৈক মহিলা একা হজ্ব করতে চায়। হজ্বে টাকাও অল্প এবং নিজেও অসুস্থ। এমতাবস্থায় হুকুম কী?

উত্তর : মহিলার মুহরিম ব্যতীত হজ্বে যাওয়া জায়েয নেই।

প্রশ্ন : হুযূর আকদাস ﷺ-কে 'খোদাওয়ান্দ আরব' বলে সম্বোধন করতে পারবে কী?

উত্তর : পারবে। 'খোদাওয়ান্দ আরব' অর্থ আরবের অধিপতি।

প্রশ্ন : হুযূর! 'আজম' অর্থ অশিক্ষিত হুকুমত?

উত্তর : আজম অর্থ নির্বাক মুখ। আর আরব অর্থ দ্রুত মুখ।

প্রশ্ন : আউলিয়াগণ একই সময়ে কয়েক স্থানে উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা রাখেন কী?

উত্তর : যদি তারা চান তাহলে একই সময় দশ হাজার স্থানে দাওয়াত গ্রহণ করতে পারেন।

সংকলকের প্রশ্ন : হুযূর এ থেকে মনে হচ্ছে যে জড় জগত থেকে সাদৃশ্যময় জড়সমূহ আউলিয়াগণের অনুগামী। তাই একই সময় বিভিন্ন স্থানে একই ব্যক্তি

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

দৃষ্টি গোচর হয়। যদি এরূপ হয় তাহলে তার উপর সন্দেহ হতে পারে অনুরূপ বস্তু মূল বস্তুর বিপরীত হবে সাদৃশ্য ময় বস্তুর উপস্থিতি মূল বস্তুর উপস্থিতি নয়। তাই উক্ত দেহ সমূহের উপস্থিতি ঐ দেহের উপস্থিতি নয়।

উত্তর : সাদৃশ্যময় যদি অনেক হয়। তাহলে তাদের দেহের পবিত্র রূহ ঐ সব দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে ক্ষমতার প্রয়োগ করবে। রূহ ও হাকিকতের দৃষ্টিতে উক্ত একমাত্র দেহটি প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত। এটিও প্রকাশ্য বোধ শক্তি অনুযায়ী। নতুবা সবয়ি সানাবুল শরীফ এ হযরত সৈয়্যদী ফতেহ মুহাম্মদ কুদ্দিসা সিররূহু একটি সময় দশ মাজলিশে গমণ করা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে কেউ আরজ করেন, হযরত এক সময় দশ স্থানে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। এটি কিভাবে হতে পারে? এ শাইখ বলেন, কৃষ্ণ কানাইয়া নাস্তিক ছিল এবং এক সময় অনেক স্থানে উপস্থিত হলো। ফতেহ মুহাম্মদ যদি কয়েক স্থানে এক সময় উপস্থিত হয় আশ্চার্যের কি! এটি আলোচনা করে বলেন, কী মনে করছেন যে, শাইখ এক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। অন্য স্থানে সাদৃশ্যময় কখনো নয়: বরং শাইখ সরাসরি প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। বাতেনী রহস্যাবলী প্রকাশ্য রহস্যাবলীর অন্তারালে। এখানে চিন্তা ও গবেষণা অনর্থক।

প্রশ্ন : হুযূর! হিন্দুস্থানে ইসলাম হযরত খাজা গরীব নওয়াজ এর সময় থেকে বিস্তার লাভ করেছে?

উত্তর : হযরতের কয়েকশত বছর পূর্বে ইসলাম এসেছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে, সুলতান মাহমুদ গজনবী ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছেন।

প্রশ্ন : এ পংক্তিটি কী অর্থ?

اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا ◊ کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے

উত্তর : মিলাদ রজনীতে কাবা শরীফ সিজদা করেছে, মকাম ইব্রাহীম এর দিকে ঝুকে পড়েছে এবং বলেছে, প্রশংসা ঐ পবিত্র চেহরার যিনি আমাকে মূর্তি সমূহ থেকে পবিত্র করেছেন।

প্রশ্ন : গাউছ প্রত্যেক যুগে হয়?

উত্তর : গাউছ ব্যতীত জমিন ও আসমান বিদ্যমান থাকতে পারে না।

প্রশ্ন : গাউছের মুরাকাবা দ্বারা অবস্থাদি পরিষ্কার স্পষ্ট হয়ে যায়?

উত্তর : না, বরং তার সর্বাবস্থায় এরূপ আয়না সদৃশ্য দৃষ্টির সামনে থাকে। (অতঃপর ইরশাদ করেন) প্রত্যেক গাউছের দুজন উজির হয়। গাউছের উপাধী আবদুল্লাহ হয়। ডান হাতের উজির আবদুর রব এবং বাম হাতের উজির

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আবদুল মালেক। ঐ সম্রাজ্যে বামের উজির ডানের উজিরের চাইতে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হন, দুনিয়ার সম্রাজ্যের বিপরীত। কারণ এটি কলবের সম্রাজ্য। কলব বাম পার্শ্বে থাকে। গাউছে আকবর এবং গাউছের গাউছ হচ্ছেন সৈয়্যদ আলম ﷺ, সিদ্দিকে আকবর ছিলেন বাম হাতের উজির ও ফারুকে আজম ডান হাতের উজির। অতঃপর উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম গাউছের পদমর্যাদয় উন্নীত হন আমিরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক ؓ, মন্ত্রীত্ব আমিরুল মু'মিনীন ফারুক আজম ও ওসমান গণি ؓ-এর উপর ন্যস্ত হয়। অতঃপর আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক আজম ؓ-এর গাউছিয়ত অর্জিত হলো, ওসমান গণি ؓ ও মাওলা আলী কাররামাল্লাহু তায়ালা ওয়াজহাহুল করিম মন্ত্রী হন।

অতঃপর আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গণি ؓ-এর গাউছিয়ত অর্জিত হলো মাওলা আলী কররামাল্লাহু ওয়াজ হাহুল করিমও ইমাম হাসান ؓ মন্ত্রী হন, অতঃপর মাওলা আলী গাউছ হন, সম্মানিত ইমামদ্বয় মন্ত্রী হন, অতঃপর হযরত ইমাম হাসান ؓ থেকে পর্যায়ক্রমে ইমাম হাসান আসকরী পর্যন্ত এসব বরেণ্য ইমামগণ স্বতন্ত্র গাউছ হন। ইমাম হাসান আসকরীর পর হুযূর গাউছে আজম ؓ পর্যন্ত যতগুলো ইমাম হয়েছেন সকলই তার স্থলাভিষিক্ত হন। এদেরপর সৈয়্যদনা গাউছে আজম স্বতন্ত্র গাউছ, হুযূর এককভাবে গাউছিয়ত কুবরার পদ মর্যাদায় উন্নীত হন। হুযূর গাউছে আজম ও হন, সৈয়্যদুল আফরাদও হন। হুযূরের পর যতগুলো হয়েছে এবং যতগুলো হবেন ইমাম মাহদী পর্যন্ত সকলই হুযূর গাউছে আজমের প্রতিনিধি হবেন অতঃপর ইমাম মাহদী ؓ-এর গাউছিয়ত কুবরার পদ মর্যাদা অর্জিত হবে।

প্রশ্ন : হুযূর! আফরাদ কোন অলিদের বলে?

উত্তর : শীর্ষস্থানীয় অলিদের থেকে হয়, বেলায়তের অনেক স্তর আছে গাউছিয়তের পর ফরদিয়ত। একজন শীর্ষ স্থানীয় অলি থেকে কেউ জানতে চান হযরত খিজির জীবিত আছেন? তিনি বলেন, এই মাত্র আমার সাথে সাক্ষাত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি জঙ্গলের টিলার উপর জ্যোতি দেখি, যখন কাছে যাই জানতে পারলাম তা কম্বলের জ্যোতি। একজন লোক তা আওড়িয়ে শুয়ে আছেন, আমি পা ধরে নাড়া দিই ও জাগিয়ে দিয়ে বলি, উঠুন। আল্লাহর (জিকিরে) নিমগ্ন হোন। তিনি বলেন, আপনি আপনার কাজে ব্যস্ত থাকুন, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দিন। আমি বলি, আমি প্রচার করে দিচ্ছি যে, ইনি আল্লাহর ওলি। তিনি বলেন, আমি প্রচার করছি, ইনি হযরত খিজির, আমি

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

বলি আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি বলেন, দোয়া আপনারই পাওনা। আমি বলি, আপনাকে দোয়া করতেই হবে। তিনি বলেন, وفر الله حظك منه 'আল্লাহ তায়ালা নিজ সত্তা থেকে আপনার অংশ পুরোপুরি দান করুন।' তিনি বলেন, যদি আমি অদৃশ্য হয়ে যাই তাহলে নিন্দা করবেন না এবং হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যান। অথচ কোন অলির শক্তি ছিলনা আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হতে পারেন।

সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হই একটি অনুরূপ জ্যোতি দেখতে পাই যা দৃষ্টিকে ছোঁ মেরেছে। কাছে গিয়ে দেখি টিলার উপর একজন মহিলা কম্বল আচ্ছাদিত শুয়ে আছেন তা উক্ত কম্বলের জ্যোতি। আমি পা নাড়া দিয়ে সাবধান করতে চাইলাম। অদৃশ্য থেকে আহবান এলো হে খিজির সতর্কতা অবলম্বন করুন। উক্ত মহিলা চোখ খুলেন ও বলেন, থামবেন না, অবশেষে থামানো হয়েছে। আমি বলি, ওঠুন আল্লাহ তায়ালার সাথে মশগুল হোন। তিনি বলেন, জনাব! নিজ কাজে ব্যস্ত থাকুন। আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দিন। আমি বলি, তাহলে আমি মানুষের মধ্যে প্রচার করে দিচ্ছি- ইনি আল্লাহর অলি। তিনি বলেন, আমি প্রচার করছি যে, ইনি হযরত খিজির। আমি বলি, আমার জন্য দোয়া করুণ। তিনি বলেন, দোয়া আপনার প্রাপ্য, আমি বলি, দোয়া আপনাকে করতেই হবে। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা নিজ সত্তা থেকে আপনার অংশ পরিপূর্ণ প্রদান করুণ। তিনি বলেন, আমি যদি অদৃশ্য হয়ে যাই তাহলে মন্দ বলবেন না। আমি দেখলাম, ইনিও প্রস্থান করবেন বললাম, এটি বলে যান আপনি কী এ পুরুষের স্ত্রী? তিনি বলেন, হাঁ, এখানে একজন অলি মহিলা ইন্তেকাল করেছেন, তার কাফন ও দাফনের জন্য আমি আদিষ্ট ছিলাম এটি বলেই আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে যান। হযরত খিজির (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় ইনি কোন ব্যক্তি? বলেন, এ লোকটি আফরাদ আমি বলি, তিনি কী কোন ব্যক্তি যার কাছে ইনি প্রত্যাবর্তন করছেন? বলেন, হাঁ, শাইখ আবদুল কাদের জিলানী।

প্রশ্ন : গাউছের ইন্তেকালের পর গাউছিয়তের স্তরে কে আদিষ্ট হন?

উত্তর : গাউছের স্থানে দু ইমাম থেকে গাউছ করা হয়, ইমাম দ্বয়ের স্থানে চার আওতাদ থেকে। আওতাদ এর স্থানে বদলা থেকে, বদলার স্থানে সত্তর জন অবদাল থেকে, তাদের স্থানে তিনশত নুকাবা থেকে, অতঃপর আউলিয়াদের থেকে, আউলিয়াদের স্থানে সাধারণ মুমিনদের থেকে করা হবে। কখনো

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উপরোক্ত ধারা অনুসরণ ব্যতীরেকে কাফেরকে মুসলমান করতঃ বদলা করে দেন, তার পদমর্যাদা আবদালের উপরে।

প্রশ্ন : পানির মধ্যে লোম কূপ আছে কী নাই?

উত্তর : নাই, পানিতে স্বাভাবিক ভাবে শূন্যতা পূরণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। অবশ্যই যা লোম কূপ সম্পন্ন ধরা হয় পানি তাদের উপর, তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং শূন্যতা পূরণ করে দেবে। লোমকূপ সম্পন্ন হওয়ার উপর অভিনব দর্শনের দলিল হল এই চিনি পানিতে মিশে যায় এবং তার স্থূলতা বৃদ্ধি পায় না গ্রহণযোগ্য নয়, যখন পরিমাণ অধিক উপলব্ধি হয় অবশ্যই স্থূলতা বৃদ্ধি অনুভব হবে। তবে তার উপর একটি প্রমাণ চিন্তার জগতে উদয় হলো চৌবাচ্চার এক পার্শ্বে একজন দণ্ডায়মান অপরজন ডুব দিয়েছেন, পার্শ্বের লোকটি উচ্চ শব্দে আহবান করল যদি লোম কূপ থাকে তাহলে অবশ্যই শুনতে পারবে এবং শুনছে। অতএব জানা গেল লোম কূপ আছে এটির বিপরীত যে আয়নার একটি কক্ষ ধরুন তাতে কোন ভেন্টিলেটর নেই, তার ভেতরের ধ্বনি বাইরে আসবেনা। বাইরের ধ্বনি ভেতরে যাবে না যদিও ভেতরের বাইরের দুব্যক্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একজন অন্যজনকে উচ্চশব্দে আহবান করে। তবে এ প্রমাণটি ও পর্যাপ্ত নয়, ধ্বনির পৌছার জন্য পৃথক শূন্যতায় তরঙ্গায়িত হওয়া চাই, লোম কূপের কী প্রয়োজন। হাঁ, যেখানে তরঙ্গায়িত হবেনা লোম কূপের মাধ্যমে পৌঁছবে। আয়নায় তরঙ্গায়িত ও নেই, লোম কূপ ও নেই তা পৌছানো, পাকা দালানে তরঙ্গায়িত নেই, লোম কূপ আছে সেখানে পৌঁছে। পানিও হাওয়া স্বয়ং নিজ তরঙ্গায়িত দ্বারা পৌছায় এবং এটিই ধ্বনির মাধ্যম। হাওয়ায় তরঙ্গ পানির চেয়ে বেশী তা অধিক পৌছায় পানি তুলনা মূলক কম। চৌবাচ্চায় দুজন দুদিকে ডুব দিতে লাগল এবং তাদের মধ্যে একজন ইটের উপর ইট মারে অন্যের কাছে ধ্বনি পৌছবে তবে হাওয়ার চাইতে কম।

ďfn Wŷ tnxD
tnű Wŷ jx l i ˛˛˛-ˀvɩv^-̱-̱˒ txL` R

visit: www.YaNabi.in